সত্যের সন্ধানে অবিচল

# খবর

www.khabor.com

Scan for visit Khabor.com

শুক্রবার

৯ অক্টোবর ২০২৬
২৪ আশ্বিণ ১৪৩৩
২৮ রবিউস সানি ১৪৪৮
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪১

**বিনোদন** ২১ আসছে মৌ খানের ‘স্নেহের বন্ধন’

**তথ্য-প্রযুক্তি** ২৪ চোখ ভালো রাখতে স্ক্রিন টাইম কমাবেন যেভাবে

**আন্তর্জাতিক** ১১ রেকর্ডের সর্বোচ্চ তীব্রতা শীতজুড়ে থাকার পূর্বাভাস জাপানের

**খেলাধুলা** ১৫ তাইবুর-সাদিকের সেঞ্চুরি তিন দিনেই হার বরিশালের

# বৈধ অভিবাসীদের জন্য মেডিকেইডে বড় কাটছাঁট

**ওয়াশিংটন**

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস করলেও এখন থেকে অনেক অভিবাসী আর ফেডারেল অর্থায়নে পূর্ণাঙ্গ গবফরপধরফ স্বাস্থ্যসুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন না। ২০২৫ সালে পাস হওয়া ফেডারেল বাজেট পুনর্মিলন আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে শরণার্থী, আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং মানবিক কারণে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা আরও কয়েক শ্রেণির অভিবাসীর স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

নতুন নিয়মে Medicaid I ChildrenÕs Health Insurance Program ev CHIP-এর ফেডারেল অর্থায়নের যোগ্য অভিবাসীদের তালিকা উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে যোগ্যতা বজায় থাকবে Lawful Permanent Resident বা গ্রিন কার্ডধারী, Cuban-Haitian Entrant Ges Compact of Free Association ev COFA-এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য–তবে গবফরপধরফ-এর আয়, বসবাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের অপেক্ষার সময়সহ অন্যান্য শর্তও পূরণ করতে হবে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের মুখে পড়ছেন মানবিক কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাসকারী অনেকে। গ্রিন কার্ড না থাকলে refugee, asylee, humanitarian parolee, trafficking victim, VAWA-এর আওতায় নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং deportation বা removal স্থগিত থাকা কিছু অভিবাসী আগের মতো পূর্ণ Medicaid পাওয়ার যোগ্য নাও হতে পারেন। অর্থাৎ, পরিবর্তনটি অবৈধ অভিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বৈধ অভিবাসন মর্যাদা থাকা বহু মানুষও এর আওতায় পড়ছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। নির্দিষ্ট রাজ্যে আইনগতভাবে বসবাসকারী শিশু ও গর্ভবতী নারীদের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

## স্বাস্থ্যবিমা হারানোর ঝুঁকিতে হাজারো মানুষ

**নতুন ফেডারেল আইন কার্যকর**

■ শরণার্থী ও আশ্রয়প্রাপ্তসহ বহু বৈধ অভিবাসীর Medicaid যোগ্যতা সংকুচিত

## ফেডারেল আদালতে আটকে গেল এইচ-১বি ভিসার এক লাখ ডলারের ফি

**ওয়াশিংটন**

যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগে বহুল ব্যবহৃত এইচ-১বি (H-1B) ভিসার নির্দিষ্ট নতুন আবেদনে এক লাখ ডলারের অতিরিক্ত ফি আরোপের উদ্যোগ আবারও ফেডারেল আদালতে বাধার মুখে পড়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ফেডারেল আদালতের আদেশে আপাতত এই বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করতে পারছে না ট্রাম্প প্রশাসন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল বিচারক হেইউড এস. গিলিয়াম জুনিয়র প্রশাসনের ফি কার্যকরের প্রক্রিয়া আটকে দেন। আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (টঝঈওঝ) ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই নীতি বাস্তবায়নের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

## জামিন ছাড়াই অভিবাসীদের আটক রাখা যাবে কি না, পর্যালোচনা করবে সুপ্রিম কোর্ট

**ওয়াশিংটন**

যুক্তরাষ্ট্রে বহু বছর ধরে বসবাস করছেন–এমন অনথিভুক্ত অভিবাসীদেরও জামিন শুনানির সুযোগ না দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে আটক রাখা যাবে কি না, সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবার পর্যালোচনা করবে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার রায় দেশজুড়ে বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর আটক ও জামিন পাওয়ার অধিকার নির্ধারণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে এমন অভিবাসীরা, যারা সীমান্ত দিয়ে অনুমতি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু সীমান্তে বা প্রবেশের পরপর আটক হননি। তাদের কেউ কেউ বছরের পর বছর–এমনকি এক দশকেরও বেশি সময়–যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার পর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের হাতে আটক হয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অনেক অভিবাসী আটক হওয়ার পর একজন ইমিগ্রেশন বিচারকের কাছে *bond hearing* চাইতে পারতেন। সেখানে বিচারক বিবেচনা করতেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জননিরাপত্তার জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

## লুইজিয়ানায় সম্প্রসারিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ডিপোর্টেশন হাব

আলেকজান্দ্রিয়া বিমানবন্দরে ৫২৮ শয্যার নতুন কেন্দ্র; পরিবার ও শিশুদের বহিষ্কার প্রক্রিয়া দ্রুত করার পরিকল্পনা

**আলেকজান্দ্রিয়া,** *লুইজিয়ানা*

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন দমন ও বহিষ্কার কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠা লুইজিয়ানার আলেকজান্দ্রিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আরও বড় পরিসরে অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। পরিবার ও অভিভাবকহীন অভিবাসী শিশুদের বহিষ্কারের আগে সাময়িকভাবে রাখার জন্য সেখানে তৈরি হচ্ছে ৫২৮ শয্যার নতুন একটি কেন্দ্র।

সাবেক England Air Force Base-এর ব্যারাক সংস্কার করে England Airpark-এ কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরের শুরুতে কেন্দ্রটির প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা ছিল।

নতুন কেন্দ্রটি চালু হলে বিমানবন্দর এলাকায় বহিষ্কারের অপেক্ষায় থাকা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

## উচ্চশিক্ষায় স্বপ্নের সঙ্গে বাড়ছে সম্ভাবনা

**খবর প্রতিবেদক**

প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মানচিত্রে আমেরিকায় বাংলাদেশের উত্থান একটি বড় বার্তা দিচ্ছে - সঠিক প্রস্তুতি ও সুযোগ পেলে আমাদের তরুণেরাও বিশ্বমানের জ্ঞানচর্চায় নিজেদের জায়গা করে নিতে পারেন। এশিয়ার শক্তিশালী উপস্থিতির সঙ্গে বাড়ছে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ; উচ্চশিক্ষা হয়ে উঠছে জ্ঞান, পারিবারিক উন্নয়ন ও দুই দেশের সহযোগিতার সম্ভাবনাময় সেতু।

বিদেশে পড়তে যাওয়া একজন শিক্ষার্থীর স্যুটকেসে পোশাক আর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

## নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য মামদানি প্রশাসনের নতুন উদ্যোগ

**নিউইয়র্ক**

শিশু যত্নের আকাশছোঁয়া ব্যয়ে বিপাকে পড়া নিউইয়র্কের হাজারো পরিবারের জন্য বড় ধরনের স্বস্তির ঘোষণা দিয়েছে সিটি প্রশাসন। নিম্ন আয়ের পরিবারের ১০ হাজারের বেশি শিশুকে Child Care Assistance Program বা CCAP-এর অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে সরিয়ে ভাউচারের জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হবে, জানিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি।

নিউইয়র্ক সিটি হলের ৫ অক্টোবরের ঘোষণা অনুযায়ী, কর্মসূচিটি ছয় সপ্তাহ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রযোজ্য। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স-সীমা ১৯ বছর পর্যন্ত। যোগ্য পরিবার ভাউচার পেলে নিজেদের পছন্দের অনুমোদিত child care

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

■ নিউইয়র্ক সিটি হলের ৫ অক্টোবরের ঘোষণা অনুযায়ী, কর্মসূচিটি ছয় সপ্তাহ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রযোজ্য

## ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণা শেখ হাসিনার

**নয়াদিল্লি/ঢাকা**

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার দুই বছরের বেশি সময় পর আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় মাথায় নিয়েই তিনি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চান বলে জানিয়েছেন। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে তাঁর সরকারের পতনের পর থেকে শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-440-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর

Editor in Chief
**Shibbir Ahmed**

Publisher & Editor
**MD Mashiur Rahman Majumder**

News Editor
**Akbar Haider Kiron**

Reporter
**Samuel S. Penheiro**
**Reema Wahid**

Dhaka Bureau Chief
**Sehab Munawar Wahid**

Bangladesh Correspondence
**MD Samsul Alam**

প্রধান সম্পাদক
**শিব্বির আহমেদ**

প্রকাশক ও সম্পাদক
**মো মশিউর রহমান মজুমদার**

নিউজ এডিটর
**আকবর হায়দার কিরন**

রিপোর্টার
**স্যামুয়েল এস. পিনারু**
**রীমা ওয়াহিদ**

ঢাকা ব্যুরো প্রধান
**শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ**

বাংলাদেশ প্রতিনিধি
**মো শামসুল আলম রাজন**

# বাংলাদেশ: আর কত অপেক্ষা?

বাংলাদেশ কি আবারও একই বৃত্তে ঘুরপাক খাবে? পরিবর্তনের প্রত্যাশা, নতুন আশার সঞ্চার, তারপর পুরোনো সংস্কৃতির প্রত্যাবর্তন–এই চক্র থেকে দেশ কবে বের হবে? প্রশ্নটি এখন আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা সরকারের বিরুদ্ধে নয়।

প্রশ্নটি পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ বারবার পরিবর্তনের আশা করেছে, কিন্তু প্রত্যাশিত পরিবর্তনের সুফল কতটা তাদের ঘরে পৌঁছেছে–সেই হিসাব আজ দেওয়ার সময় এসেছে।

মানুষ রাজনীতির উত্তপ্ত বক্তব্য শুনতে চায় না; তারা নিরাপদে ঘরে ফিরতে চায়। মানুষ ক্ষমতার পালাবদলের গল্প শুনতে চায় না; তারা চায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নাগালের মধ্যে থাকুক। তরুণরা রাজনৈতিক স্লোগান নয়, কাজ চায়। ব্যবসায়ীরা অনিশ্চয়তা নয়, বিনিয়োগের পরিবেশ চান। মধ্যবিত্ত চায় স্বস্তি। আর সাধারণ নাগরিক চায়–আইনের চোখে সবাই সমান হোক। কিন্তু বাস্তবতা কী? দুর্নীতি নিয়ে কথা হয়, অথচ দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলার কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। জবাবদিহির কথা বলা হয়, কিন্তু ক্ষমতাবানদের জবাবদিহির আওতায় আনার ক্ষেত্রে দ্বৈত মানদণ্ডের অভিযোগ ওঠে। আইনের শাসনের কথা বলা হয়, অথচ সাধারণ মানুষের মনে যদি এই ধারণা জন্ম নেয় যে ক্ষমতা ও পরিচয় অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ ভিন্ন হতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা কীভাবে টিকবে? রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্র জনগণের। এই মৌলিক সত্যটি ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সম্ভবত এখানেই–আমরা ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলায় না। মুখ বদলায়, ভাষা বদলায়, স্লোগান বদলায়; কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় আগের মতোই দুর্বল থেকে যায়। এই সংস্কৃতি ভাঙতে না পারলে কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে না।

একটি কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নির্বাচনই গণতন্ত্রের শেষ কথা নয়। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, শক্তিশালী সংসদ, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, মুক্ত গণমাধ্যম, মতপ্রকাশের অধিকার এবং নাগরিকের নিরাপত্তা–এসব ছাড়া গণতন্ত্র কেবল একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়। আরেকটি কঠিন সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে–অর্থনীতির চাপকে রাজনৈতিক সাফল্যের পরিসংখ্যান দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না।

একজন শ্রমজীবী মানুষ যখন বাজারে গিয়ে আগের চেয়ে কম পণ্য নিয়ে ঘরে ফেরেন, তখন তার কাছে জিডিপির পরিসংখ্যানের চেয়ে চাল-ডাল-তেল-সবজির দাম অনেক বেশি বাস্তব।

একজন তরুণ যখন বছরের পর বছর পড়াশোনা করেও উপযুক্ত চাকরি পান না, তখন উন্নয়নের প্রচার তার হতাশা দূর করতে পারে না। অর্থনীতির আসল পরীক্ষা মানুষের জীবনযাত্রায়।

দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে, আবার অব্যবহৃত থাকলে সেটিই সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ হতে পারে। লাখ লাখ তরুণের সামনে যদি কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা হওয়ার বাস্তব সুযোগ না থাকে, তাহলে আমরা কেবল একটি প্রজন্মের সম্ভাবনাই নষ্ট করব না–দেশের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির ভিত্তিও দুর্বল করব।

এখন দরকার চাকরির জন্য লাইনে দাঁড়ানো তরুণের সংখ্যা কমিয়ে উদ্যোক্তা ও দক্ষ কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো। দরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মবাজারের সঙ্গে যুক্ত করা। দরকার প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে জাতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসা। দরকার এমন একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ, যেখানে ঘুষ, হয়রানি ও অপ্রয়োজনীয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

সবচেয়ে বড় কথা, দরকার রাজনৈতিক সাহস। কারণ সংস্কার কথায় হয় না। সংস্কার করতে গেলে সুবিধাভোগীদের স্বার্থে আঘাত লাগে। পুরোনো ক্ষমতার কাঠামো প্রশ্নের মুখে পড়ে। আর সেখানেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃত পরীক্ষা। বাংলাদেশের মানুষ আর প্রতিশ্রুতির পাহাড় দেখতে চায় না। তারা ফলাফল দেখতে চায়। তারা দেখতে চায়–অপরাধী যে-ই হোক, বিচার হচ্ছে কি না। দুর্নীতিবাজ যে-ই হোক, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না। ক্ষমতাবান যে-ই হোক, সে আইনের ঊর্ধ্বে নয়–এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না। সাংবাদিক প্রশ্ন করলে তাকে শত্রু মনে করা হচ্ছে কি না। ভিন্নমত প্রকাশ করলে নাগরিকের নিরাপত্তা ও অধিকার অক্ষুণ্ন থাকছে কি না। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ সত্যিই বদলাচ্ছে, নাকি কেবল দৃশ্যপট বদলাচ্ছে।

আর একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না–বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও দেশের ভবিষ্যতের অংশীদার। তারা শুধু রেমিট্যান্স পাঠান না; তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিনিয়োগ ও নতুন চিন্তা নিয়ে আসতে পারেন। রাষ্ট্র যদি প্রবাসীদের আস্থায় নিতে পারে, তাহলে তারা বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম শক্তিশালী অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। তবে তার জন্য দরকার আস্থা। আর আস্থা তৈরি হয় স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহির মাধ্যমে। বাংলাদেশের সামনে এখন আর সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই।

বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি, সবুজ অর্থনীতি, বৈশ্বিক বাণিজ্য ও দক্ষ মানবসম্পদের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি রাজনৈতিক সংঘাত, দুর্নীতি, অনিশ্চয়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার মধ্যে আটকে থাকি, তাহলে অন্যরা এগিয়ে যাবে–আর আমরা শুধু সম্ভাবনার গল্প বলেই যাব।

বাংলাদেশের মানুষ সম্ভাবনার গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত। এখন তারা ফল চায়। তারা এমন বাংলাদেশ চায় যেখানে ক্ষমতা হবে দায়িত্বের নাম, রাজনীতি হবে মানুষের সেবার মাধ্যম, আইন হবে সবার জন্য সমান, প্রতিষ্ঠান হবে ব্যক্তির চেয়ে শক্তিশালী এবং রাষ্ট্র হবে নাগরিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদার শেষ আশ্রয়।

প্রশ্ন তাই একটাই–বাংলাদেশ কি সত্যিই বদলাবে, নাকি আবারও আমরা পরিবর্তনের নামে পুরোনো গল্পের নতুন সংস্করণ দেখব? এই সিদ্ধান্ত শুধু রাজনীতিবিদদের নয়। এটি রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি জনগণের। কারণ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মালিক জনগণই। আর জনগণ যখন জেগে ওঠে, তখন কোনো ক্ষমতার কাঠামোই চিরস্থায়ী থাকে না।

# পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ: এবার কি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান বদলাবে?

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com

**মো মশিউর রহমান মজুমদার**

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে পরিবর্তন একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। কখনো গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে, কখনো আবার রাজনৈতিক সংকটের পরিণতিতে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। প্রতিবারই নতুন নেতৃত্ব এসেছে নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে। জনগণও বিশ্বাস করতে চেয়েছে, এবার হয়তো রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন বদলাবে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বারবার একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে এসেছে–বাংলাদেশে সরকার বদলায়, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার সংস্কৃতি কতটা বদলায়? এই প্রশ্ন আজ আর নিছক রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়। এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতি, নাগরিক অধিকার এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কারণ একটি দেশের প্রকৃত পরিবর্তন শুধু ক্ষমতার কেন্দ্র পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

পরিবর্তনের অর্থ হতে হবে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ক্ষমতার চেয়ে আইন শক্তিশালী, ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের চেয়ে নাগরিকের অধিকার অগ্রাধিকার পায়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে সেই পুরোনো প্রশ্নটিই নতুন করে হাজির করেছে। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর রাষ্ট্র কি সত্যিই নতুন পথে হাঁটবে, নাকি পুরোনো ব্যবস্থার ভেতরেই নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র তৈরি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির ওপর যতটা, তার চেয়েও বেশি নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠান সংস্কারের বাস্তব অগ্রগতির ওপর।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে একটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার বাইরে থাকাকালে গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার কথা গুরুত্ব দিয়ে বলে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেই নীতিগুলোর প্রতি তাদের অঙ্গীকার কতটা অটুট থাকে, তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সমস্যাটি কোনো একটি দল বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীনদের প্রভাববলয়ের মধ্যে রাখার প্রবণতা দেখা গেছে। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় সরকার, এমনকি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার অবশ্যই নীতি নির্ধারণ করবে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যদি সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে সেখানে আইনের শাসন দুর্বল হয়। সরকার পরিবর্তনশীল; রাষ্ট্র স্থায়ী। সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে আসে এবং নির্দিষ্ট সময় পর বিদায় নেয়। কিন্তু বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, নির্বাচন পরিচালনার কাঠামো এবং নাগরিক সেবার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে হয়। এই পার্থক্যটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন ক্ষমতার পরিবর্তনকে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হিসেবে বিবেচনা করা কঠিন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রভাব দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক দলের সাফল্য, সরকারের কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত প্রায়ই নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের নির্দেশনার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। অথচ আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো ব্যক্তিই অপরিহার্য নন। একজন প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হতে পারেন, একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেন, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা অবসরে যেতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রের কার্যক্রম থেমে যাওয়ার কথা নয়। প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হওয়ার অর্থ এই নয় যে নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা কমে যাবে। বরং এর অর্থ হলো, সরকারের সিদ্ধান্ত আইনগত কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়িত হবে এবং সেই সিদ্ধান্তের জন্য যথাযথ জবাবদিহি নিশ্চিত থাকবে। বাংলাদেশের প্রয়োজন এমন প্রশাসন, যেখানে পদোন্নতি নির্ধারিত হবে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে; এমন পুলিশব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক পরিচয় নয়, অপরাধের প্রমাণ গুরুত্ব পাবে; এবং এমন বিচারব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতাবান ও সাধারণ নাগরিক একই আইনের অধীন থাকবেন। এগুলো কোনো বিলাসী গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা নয়। কার্যকর রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক শর্ত। একটি রাষ্ট্র কতটা গণতান্ত্রিক, তা বোঝার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা। বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বহু বছর ধরে আলোচনা চলছে। কিন্তু স্বাধীনতা শুধু সাংবিধানিক ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তার সুফল সাধারণ মানুষ পান না। একজন নাগরিক যদি মনে করেন, রাজনৈতিক পরিচয় বা অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে বিচার পাওয়ার সুযোগ বদলে যেতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পাশাপাশি প্রয়োজন বিচারপ্রক্রিয়ার দক্ষতা, মামলার দীর্ঘসূত্রতা কমানো, বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং আদালতের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। একইভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করাও জরুরি।

অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, বেআইনি আটক, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হতে হবে। রাষ্ট্রের শক্তি নাগরিককে ভয় দেখানোর মধ্যে নয়; নাগরিককে নিরাপত্তা দেওয়ার মধ্যে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বড় সংকট হলো প্রতিপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না দেখে প্রায়ই শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা। গণতন্ত্রে মতবিরোধ স্বাভাবিক। একটি রাজনৈতিক দল সরকারের নীতির বিরোধিতা করবে, সাংবাদিক প্রশ্ন তুলবেন, নাগরিক সংগঠন সমালোচনা করবে এবং সাধারণ মানুষ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারবেন–এসবই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম। কিন্তু ভিন্নমতকে যদি রাষ্ট্রবিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতীতের অন্যায় ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সেই বিচার হতে হবে প্রমাণ, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং আইনের ভিত্তিতে। বিচার যেন প্রতিশোধের আরেক নাম হয়ে না ওঠে। একটি পরিণত গণতন্ত্রের পরিচয় শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতায় নয়; সংখ্যালঘু ও বিরোধী মতের অধিকার সুরক্ষার মধ্যেও নিহিত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনায় ক্ষমতা, নির্বাচন এবং দলীয় অবস্থান যতটা গুরুত্ব পায়, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকট অনেক সময় ততটা মনোযোগ পায় না। অথচ একজন শ্রমিকের কাছে রাষ্ট্রের সাফল্যের অর্থ হলো ন্যায্য মজুরি। একজন কৃষকের কাছে তা উৎপাদনের উপযুক্ত মূল্য। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছে তা সহজ ঋণ ও হয়রানিমুক্ত ব্যবসার পরিবেশ। আর মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে তা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার সক্ষমতা। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জানতে চান, তাঁদের জীবনযাত্রায় কী পরিবর্তন আসবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য, কর্মসংস্থান, ব্যাংকিং খাতের সুশাসন, বিনিয়োগের নিরাপত্তা এবং ব্যবসা পরিচালনার ব্যয়–এসব প্রশ্নের উত্তর কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে দেওয়া যায় না।

প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নীতি, নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ।

বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে রাজনৈতিক প্রভাব, ঋণ বিতরণে অনিয়ম এবং দুর্বল তদারকির মতো সমস্যার সমাধান ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কঠিন।

একটি দেশের অর্থনীতি শুধু বড় অবকাঠামো প্রকল্প দিয়ে বিচার করা যায় না। দেখতে হয়, সেই উন্নয়নের সুফল কতটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্যের অভাব নেই। প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা শোনা যায়। কিন্তু দুর্নীতি দমনের সাফল্য শুধু কতজনকে গ্রেপ্তার করা হলো, তা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। প্রশ্ন হলো, দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে এমন কাঠামো কতটা পরিবর্তিত হয়েছে। একজন নাগরিককে যদি জমির নামজারি, ব্যবসার লাইসেন্স, করসংক্রান্ত সেবা কিংবা সরকারি অনুমোদন পেতে অপ্রয়োজনীয় জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে সেখানে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়। এই বাস্তবতা পরিবর্তনের জন্য সরকারি সেবাকে সহজ, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে।

সরকারি ক্রয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, কর্মকর্তাদের সম্পদ বিবরণীর কার্যকর যাচাই, স্বাধীন নিরীক্ষা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাব-মুক্ত ব্যবস্থা জরুরি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দুর্নীতিবিরোধী আইন যেন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়। ক্ষমতার বাইরে থাকা ব্যক্তির দুর্নীতি অপরাধ, আর ক্ষমতাসীন ব্যক্তির একই কাজ উপেক্ষণীয়–এমন দ্বৈতনীতি কোনো রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারে না। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু পরিবর্তনের পর তাদের জন্য রাষ্ট্র কী সুযোগ তৈরি করছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণের কাছে গণতন্ত্র শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার নয়। এটি যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ এবং নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার সক্ষমতার সঙ্গেও যুক্ত। শিক্ষিত বেকারত্ব, দক্ষতার ঘাটতি এবং কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা তরুণদের মধ্যে হতাশা তৈরি করতে পারে।

এই সংকট মোকাবিলায় শিক্ষাব্যবস্থাকে শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রকৌশল, গবেষণা এবং আধুনিক উৎপাদন খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

# নদী কি লাশের বাহক: সুশাসনের মুখে বড় প্রশ্নচিহ্ন

মীর আব্দুল আলীম

## নদীতে ভাসে মানুষের লাশ

নদীতে মানুষ ভাসে না, ভাসে মানুষের লাশ। সড়কের পাশে পড়ে থাকে মরদেহ, রেললাইনের ধারে পড়ে থাকে মরদেহ, ঝোপঝাড়ে, নির্জন স্থানে, কখনো বস্তাবন্দি অবস্থায়, কখনো বা হাত পা বাঁধা অবস্থায়। কেউ জানে না তিনি কে, কেউ জানে না কোথা থেকে এসেছিলেন, এমনকি অনেক সময় জানা যায় না কীভাবে তার মৃত্যু হলো। সবচেয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর সত্য হলো, কোথাও কোথাও মৃত্যুর পরও মানুষটির পরিচয় আর কোনোদিনই ফিরে আসে না। একটি জ্যান্ত মানুষ পৃথিবী থেকে চিরতরে চলে গেলেন, অথচ তার নামটিও যেন হারিয়ে গেল এক অন্ধকারের অতল গহ্বরে। প্রশ্ন হলো, আমরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? আমাদের নদীগুলো কি মানুষের লাশ বহন করার জন্য? একটি সভ্য ও আধুনিক সমাজে একজন মানুষের মৃত্যুর পরও কি তার পরিচয় চিরকালের জন্য অজানা ও অচেনা থেকে যেতে পারে?

দেশের শীর্ষ জাতীয় দৈনিকে ১ অক্টোবর ২০২৬ প্রকাশিত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত তিন বছর আট মাসে দেশে মোট ১ হাজার ৯৭৮টি অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ উদ্ধারের তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে ৩৬২টি, ২০২৪ সালে ৫১০টি, ২০২৫ সালে ৬৪১টি এবং ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসেই ৪৬৫টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের ও আশঙ্কাজনক বিষয় হলো, ২০২৩ সালে ৩৬২টি থেকে ২০২৫ সালে এই সংখ্যা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪১টিতে। অর্থাৎ মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ উদ্ধারের হার বেড়েছে প্রায় ৭৭ শতাংশ। আর ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসেই আরও ৪৬৫টি অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ উদ্ধারের তথ্য আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার সামনে ভয়ংকর এক নতুন প্রশ্ন তুলে ধরছে।

৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি, এটি কি কেবলই একটি গাণিতিক সংখ্যা? একটি পরিসংখ্যান বলে কি এটিকে খুব সহজে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব? না, একেবারেই যায় না। কারণ এই সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে একজন আস্ত মানুষ। একজন বাবা, একজন সন্তান, একজন স্বামী, একজন স্ত্রী, একজন ভাই কিংবা একজন বোন। এর পেছনে জড়িয়ে রয়েছে একটি করে পুরো পরিবার, যারা হয়তো বছরের পর বছর ধরে নিখোঁজ প্রিয় মানুষটির পথচেয়ে বসে রয়েছে এবং এখনো বিশ্বাস করে যে তাদের প্রিয়জন একদিন না একদিন ঘরে ফিরে আসবে। কোনো মা হয়তো প্রতিদিন দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনার আশায় জেগে থাকেন, কোনো স্ত্রী হয়তো এখনো বুক ভরা আশা নিয়ে বিশ্বাস করেন তার স্বামী পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বেঁচে আছেন, আর কোনো সন্তান হয়তো বাবার পুরোনো ফোন নম্বরটি বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে দিন গুজরান করছে। অথচ সেই মানুষটি হয়তো কোনো নদীর পাড়ে, কোনো হাসপাতালের মর্গে কিংবা কোনো অচেনা নির্জন স্থানে পরিচয়হীন মরদেহ হয়ে পড়ে আছেন। একটি অজ্ঞাত মরদেহ আসলে কখনো অজ্ঞাত কোনো মানুষ নয়; অজ্ঞাত কেবল আমাদের কাছে তার নামটি, তার পরিচয়টি।

আমরা প্রায়শই সংখ্যার মারপ্যাঁচে পড়ে মানুষের জীবনের প্রকৃত গল্প ও আবেগগুলোকে হারিয়ে ফেলি। কতজন মারা গেল, কতজন আহত হলো, কতজন নিখোঁজ রয়েছে, কতটি মামলা দায়ের হলো কিংবা কতটি গুম বা মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হলো, এসব শুষ্ক পরিসংখ্যান পড়তে পড়তে একসময় আমাদের মানবিক অনুভূতিগুলো একদম অসাড় হয়ে যায়। অথচ পরিসংখ্যানের প্রতিটি সংখ্যার পেছনে তো একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, তারও একটি সুন্দর জীবন ছিল, আকাশছোঁয়া স্বপ্ন ছিল, ভালোবাসার প্রিয় মানুষ ছিল এবং প্রতিদিন কাজ শেষে ঘরে ফেরার অপেক্ষায় থাকা স্বজনেরা ছিল। আকস্মিক মৃত্যুর পর তার পরিবার অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়, মানুষটি কোথায়, কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে মারা গেলেন এবং তার এই অকাল মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী কি না। সেই ন্যূনতম সত্য ও উত্তরটুকুও যদি একটি পরিবার না পায়, তবে তাদের আজীবন বয়ে বেড়ানো করুণ কষ্টের শেষ সীমান্ত কোথায়?

সবচেয়ে বড় এবং মৌলিক প্রশ্ন তাই এটাই, নদীতে মানুষের লাশ ভেসে ওঠে কেন? সড়কের পাশে, রেললাইনের ধারে কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন স্থানে এত অজ্ঞাত মরদেহ বারবার পাওয়া যাবে কেন? প্রতিটি মরদেহ যে কেবলই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার, এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নিশ্চিতভাবে আসা হয়তো সম্ভব নয়। দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, স্বাভাবিক মৃত্যু কিংবা নানা অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক বা মানসিক সংকটের কারণেও একজন মানুষের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত না ও হতে পারে। তবে যখন অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহের সংখ্যা মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এত বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়, তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এই অভাবনীয় বৃদ্ধির মূল কারণ কী? সমাজে কি হঠাৎ করেই মানুষ বেশি নিখোঁজ হতে শুরু করেছে? অপরাধীদের অপরাধ সংঘটন ও অপরাধ আড়াল করার ধরন কি বিপজ্জনকভাবে বদলে গেছে? প্রযুক্তি থাকার পরও অপরাধী ও পরিচয় শনাক্ত করার আইনি ব্যবস্থা কি যথেষ্ট কার্যকর নয়? নাকি আইনি তদন্ত ও অনুসন্ধানের কোনো প্রাথমিক পর্যায়ে বড় ধরনের কোনো অবহেলা ও দুর্বলতা রয়ে যাচ্ছে?

কোনো একজন মানুষ হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্বজনেরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যান, থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন, নিখোঁজ ব্যক্তির ছবি দেন, দৈহিক পরিচয় দেন এবং ব্যাকুল হয়ে খোঁজ করতে থাকেন। অন্যদিকে, দেশের কোনো না কোনো নদীর চরে বা রাস্তার পাশে একটি অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার হয়। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কেন দ্রুত একটি একক কেন্দ্রীয় ডিজিটাল নেটওয়ার্কে এসে মিলিত হয় না? নিখোঁজ ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্যের সাথে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাত মরদেহের তথ্যের কি নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক ডিজিটাল যাচাই বাছাই করা হয়? পুলিশ প্রশাসন, হাসপাতাল, মর্গ, কেন্দ্রীয় ডিএনএ ল্যাবরেটরি এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সমন্বয়ের এত বড় অভাব থাকবে কেন? প্রযুক্তির আধুনিকায়নে যখন কয়েক সেকেন্ডে মানুষের পরিচয় শনাক্তের অবিশ্বাস্য সব সুযোগ তৈরি হয়েছে, তখন কেন একটি মরদেহের পরিচয় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধরে সম্পূর্ণ অজানা ও রহস্যময় থাকবে?

বর্তমান যুগে বায়োমেট্রিক আঙুলের ছাপ, ডিএনএ প্রোফাইলিং ও ম্যাচিং, ফেসিয়াল রিকগনিশন বা মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ সফটওয়্যার এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) বিশাল ডাটাবেজ ব্যবহার করে অতি দ্রুত যেকোনো মানুষের পরিচয় নিশ্চিত করা পুরোপুরি সম্ভব। ফলে নদী থেকে বা সড়ক থেকে একটি মরদেহ উদ্ধার করেই আইনি দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মরদেহটির সুনির্দিষ্ট পরিচয় শনাক্ত করতে হবে, তার সুনির্দিষ্ট মৃত্যুর কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে বের করতে হবে, এটি যদি কোনো পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয় তবে দ্রুত হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে হবে এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে প্রকৃত সত্য জানাতে হবে। যদি কোনো মামলার তদন্ত মাঝপথে থেমে যায়, তবে কেন থেমে গেল এবং কার গাফিলতিতে থামল, সেটিরও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ একজন অজ্ঞাত মৃত মানুষও শেষ পর্যন্ত এই রাষ্ট্রের একজন বৈধ নাগরিক; তার মৃত্যুরও নাগরিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তার পরিবারের সত্য জানার আইনি ও মানবিক অধিকার রয়েছে।

আরও অনেক বড় উদ্বেগের জায়গা হলো, অপরাধীরা যদি মনে করে কোনো মানুষকে নির্বিঘ্নে হত্যা করে তার মরদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব, তার পরিচয় চিরতরে মুছে ফেলা সম্ভব এবং শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের সমস্ত আলামত ও তদন্ত দীর্ঘসূত্রতায় আটকে শেষ করে দেওয়া সম্ভব, তবে তা কেবল একটি ভুক্তভোগী পরিবারের জন্য চরম দুর্ভাগ্যই বয়ে আনে না, বরং পেশাদার অপরাধীদের জন্য নতুন অপরাধ করার বিশাল সুযোগ তৈরি করে দেয়। অপরাধী যদি বুঝতে পারে যে মানুষকে হত্যা করে লাশ গুম করা ও আইনকে ফাঁকি দেওয়া এ দেশে অত্যন্ত সহজ কাজ, তবে অপরাধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের যে মূল প্রতিরোধ ক্ষমতা তা সরাসরি প্রশ্নের মুখে পড়বে। তাই অজ্ঞাত মরদেহ শনাক্তের বিষয়টি কেবল একটি আবেগীয় বা মানবিক দায়িত্ব নয়; এটি অপরাধ দমন, অপরাধীদের মনে আইনি ভয় সৃষ্টি করা এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার একটি অত্যন্ত মৌলিক ও কৌশলগত অংশ।

একজন মানুষ নিখোঁজ হওয়ার পর তার পরিবার যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করে, তার কোনো সঠিক পরিমাপ নেই। স্বাভাবিক মৃত্যুর একটি নিশ্চিত পরিণতি ও ইতি থাকে, স্বজনেরা মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে। কিন্তু নিখোঁজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক সীমাহীন ও করুণ অনিশ্চয়তা। মানুষটি কি আদৌ বেঁচে আছেন? নাকি তিনি কোথাও বন্দি আছেন? তিনি কি খেয়েছেন নাকি না খেয়ে আছেন? তিনি কি আর কখনো কোনোদিন ঘরে ফিরবেন? এই উত্তরহীন প্রশ্নগুলো একটি পরিবারকে প্রতিদিন তিল তিল করে শেষ করে দেয়। আর যদি সেই নিখোঁজ মানুষটির মরদেহ কোনো নির্জন স্থানে বা নদীর পাড়ে পরিচিয়হীন অবস্থায় পচে গলে নষ্ট হতে থাকে এবং পরিবার সে কথা কখনোই জানতে না পারে, তবে সেই যন্ত্রণার তীব্রতা প্রকাশ করার মতো ভাষা কোনো ভাষারীতিতে নেই। তাই প্রতিটি অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহের সুনির্দিষ্ট শনাক্তকরণকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

এই ভয়াবহ সংকট সমাধানের জন্য নিখোঁজ ব্যক্তি এবং উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাত মরদেহের সব তথ্য নিয়ে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্বয়ংক্রিয় জাতীয় ডাটাবেজ গড়ে তোলা জরুরি। প্রতিটি অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার হওয়া মাত্রই তার ছবি, হাতের আঙুলের ছাপ, ডিএনএ (উঘঅ) নমুনা, ব্যবহৃত পোশাক, আনুমানিক বয়স, শারীরিক বিশেষ কোনো চিহ্ন বা ট্যাটু এবং উদ্ধার সংক্রান্ত সব তথ্য ডিজিটাল ডাটাবেজে সংরক্ষণ করতে হবে। ঠিক একইভাবে দেশের যেকোনো প্রান্তে কোনো নিখোঁজ ডায়েরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নিখোঁজ ব্যক্তির বায়োমেট্রিক তথ্যও সেই ডাটাবেজে আপলোড হতে হবে। একটি আধুনিক অ্যালগরিদম নিয়মিতভাবে এই দুই ধরনের তথ্যের মধ্যে মেলবন্ধন বা ম্যাচিং পরীক্ষা করবে, যা অত্যন্ত অল্প সময়ে শত শত পরিবারকে তাদের প্রিয়জনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত বার্তা দিতে পারবে। পাশাপাশি দেশের ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে; কেবল নথিপত্রে অজ্ঞাত লিখে কোনো একটি লাশকে মর্গের হিমাগারে ফেলে রাখা বা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের হাতে তুলে দিয়ে একটি ফাইলের নম্বরে রূপান্তর করার মানসিকতা বন্ধ করতে হবে।

এখানে আমাদের গণমাধ্যমের সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্বও কোনো অংশে কম নয়। নদী থেকে বা সড়কের পাশ থেকে একটি অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধারের প্রথম দিনের রোমাঞ্চকর খবরটুকু প্রকাশ করেই একজন সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। সেই উদ্ধার হওয়া মরদেহের পরবর্তী সময়ে পরিচয় শনাক্ত হলো কি না, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর আসল কারণ কী জানা গেল, ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড হলে মূল অপরাধী শনাক্ত ও গ্রেফতার হলো কি না এবং মামলার তদন্তের অগ্রগতি কোন পর্যায়ে আছে, এসব বিষয় ধারাবাহিকভাবে ফলোআপ বা অনুসরণ করা সংবাদমাধ্যমের নৈতিক কর্তব্য। কারণ একটি খবরের স্থায়িত্ব হয়তো পত্রিকার পাতায় বা টেলিভিশনের পর্দায় কেবল এক দিনের, কিন্তু একটি মানুষের করুণ মৃত্যু এবং একটি স্বজনহারা পরিবারের অনন্ত অপেক্ষার প্রহর এক দিনের নয়; গণমাধ্যমকে সেই বিচারহীনতা ও দীর্ঘ অপেক্ষার নির্ভীক সাক্ষী ও প্রতিবাদী কণ্ঠ হতে হবে।

তবে দিনশেষে আসল প্রশ্নটি আমাদের সবার সামাজিক বিবেকের কাছে। আমরা আজ সভ্যতার কোন পর্যায়ে অবস্থান করছি? আমরা কি এমন একটি অনিশ্চিত ও আশঙ্কাজনক সমাজ ব্যবস্থা চেয়েছিলাম, যেখানে পরিবারের কোনো সদস্য সকালে কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষার উদ্দেশে ঘর থেকে বের হলে দিনশেষে তার নিরাপদে ফিরে আসার কোনো গ্যারান্টি থাকবে না? আমরা কি এমন একটি ভয়ংকর বাস্তবতাকে মুখ বুজে মেনে নেব, যেখানে দেশের নদীগুলোতে প্রতিদিন ভেসে উঠবে আমাদেরই কোনো না কোনো নাগরিকের লাশ, অথচ রাষ্ট্র ও সমাজ কেউ জানবে না যে সেই লাশটি কার? নিরাপদে বেঁচে থাকার আকুতি কিংবা নাগরিক অধিকার কোনো বিশেষ দয়া বা দান নয়; এটি আমাদের সংবিধান প্রদত্ত পরম মৌলিক অধিকার। একজন নাগরিক সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বের হবেন, রাস্তায় চলবেন, নদীপথে বা রেলে যাত্রা করবেন এবং সব কাজ শেষে নিরাপদে হাসিমুখে নিজ ঘরে ফিরে আসবেন, এটাই একটি আধুনিক সভ্য দেশের স্বাভাবিক চিত্র হওয়ার কথা। যখন একটি লাশ নদীপথে বা সমুদ্র সৈকতে ভেসে ওঠে, তখন কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নয়, বরং পুরো সামাজিক ব্যবস্থার ও আমাদের সার্বিক বিবেকের জেগে ওঠা উচিত। কারণ আজ যে মরদেহটি পরিচয়হীন ও বেওয়ারিশ হিসেবে মর্গে পড়ে রয়েছে, সেটি হয়তো অন্য কারো স্বজন; কিন্তু কাল যে এই একই নির্মম পরিণতি আমাদের কিংবা আমাদের নিজেদের পরিবারের কারো ওপর নেমে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ উদ্ধারের সংখ্যা প্রায় ৭৭ শতাংশ বেড়ে যাওয়া এবং ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে আরও ৪৬৫টি মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা কেবল কিছু নিছক পরিসংখ্যান নয়; এটি আমাদের ভঙ্গুর আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার সামনে এক ভয়ংকর আয়না তুলে ধরেছে। যে আয়নায় আমরা আমাদের সমাজের আসল চেহারাটি দেখতে পাচ্ছি। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের, আমরা কি এই সমস্যার সত্যকে মেনে নিয়ে কার্যকর সমাধানের পথে হাঁটব, নাকি বরাবরের মতো নীরব থেকে নিজেদের জীবনকে আরও বড় ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেব? মানুষের জীবনের নিরাপত্তার পাশাপাশি মৃত্যুর পরও যেন প্রতিটি নাগরিক তার প্রাপ্য নাম, পরিচয় ও যথাযথ সামাজিক মর্যাদাটুকু ফিরে পায়, রাষ্ট্রের কাছে আজ সেটাই আমাদের একমাত্র মৌলিক দাবি।

**লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট**

# দখলদারত্বের সংস্কৃতি কি চলমান থাকবে

মামুনুর রশীদ

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দখল একটা মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দখলের সীমানা বন-পাহাড়-নদী-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। কখনো কখনো কোনো সরকারের মধ্যে সদিচ্ছা জাগে বেদখল নদী, রেলওয়ের জায়গা এবং খাসজমি দখলমুক্ত করতে। কিন্তু দখলদাররা কোনো এক অদৃশ্য কৌশলে সরকারের এসব অভিযানকে দ্রুতই নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এর মধ্যে শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী আমাদের পানির মধ্যে যে সম্পদ আছে তাকেও আঘাত করতে শুরু করেছে। বিপুল বালু নদী থেকে উত্তোলন করে লুট করছে। প্রশাসন কোথাও কোথাও বিষয়টিকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করলেও, সেখানেও কীভাবে যেন বিষয়গুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় তারা। এসব করে তারা রাতারাতি এত অর্থের মালিক হয়ে যায় যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনের আমলা এবং আরও কিছু প্রভাবশালী লোককে তারা কবজা করে ফেলে। সব সরকারের আমলেই তাদের ক্ষমতার গতি দুর্দমনীয় এবং কারও পক্ষে সম্ভব হয় না তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার। নদীর ভেতরে যে জলমহালগুলো আছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনকানুন থাকলেও তার পরোয়া করে না।

এরপর আছে পাহাড় কাটার উৎসব। পাহাড় কেটে শুধু যে মাটির ব্যবসাটা হয় তা নয়, সেখানে বেশ কিছু স্থাপনাও গড়ে তোলা হয়। সেই স্থাপনাগুলো ভাঙার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে আর থাকে না। তারপর আছে বনভূমি দখল করে লুণ্ঠন করার ঘটনা। সবার চোখের সামনেই কী করে বনবৃক্ষরাজি বন বিভাগের অসাধু কর্মচারীরা কিছুসংখ্যক লুটেরার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দখল করে ফেলছে, তা আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদমাধ্যমে জানতে পারি। যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা পাহাড় পাহারা দিত, তাদেরকে নানা ধরনের মামলায় জড়িয়ে লুণ্ঠনের কাজটাকে একেবারেই নিষ্কণ্টক করে ফেলেছে তারা। সুন্দরবনের বৃক্ষ, প্রাণী এবং মাছ—এসব দখলদারদের লুণ্ঠনের আওতার বাইরে নয়। মাঝে মাঝেই দেখা যায়, একদল বনদস্যু ধরা পড়ছে এবং তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। কিন্তু সেটিও কিছু সময়ের জন্য।

তারপর আসে খাসজমি। সরকারের খাসজমিগুলো চিহ্নিত করা হলেও সেখানে বারবার ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করে ফেলেন। এই দখলদারদের নীলনকশা প্রায়ই রচিত হয় এবং অস্ত্রের জোরে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে অথবা ভিন্ন কায়দায় সেসব দখল করে নেওয়া হয়। জানা যায়, এই দখলদারদের একটা বড় অংশ স্থানীয় সরকার এবং সংসদে একটা ভালো জায়গাও করে নিয়েছে। যারা ওইসব বড় বড় দুর্নীতির প্রকল্পে ঠাঁই পায় না, তখন তারা চাঁদাবাজিতে নামে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে কয়েক হাজার দলীয় কর্মীকে বহিষ্কার করেছিল। সম্প্রতি একজন সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেটার কারণও দখলবাণিজ্য। তার মানে এটাই প্রমাণিত সত্য যে দখল রাজনীতির একটা প্রধান প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের রাজনীতির এই দখলদারত্ব প্রবণতার সঙ্গে বৈশ্বিক দখলদারত্বের তুলনা করা যেতে পারে। যেমন কয়েক শতাব্দী ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারগুলো তার প্রতিবেশী এবং সারা পৃথিবীর দুর্বল সরকারগুলোকেও দখল করে রাখছে। হুমকি-ধমকিতে কাজ না হলে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে সেসব দেশকে করায়ত্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর মধ্যেও কিছু কিছু রাষ্ট্র নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিবাদে-প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আবার কিছু রাষ্ট্রের সরকার তাদেরকে পরাজিত করে নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে। আমাদের দেশের জনগণও দখলদারত্ব নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ। তারাও নানা ধরনের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদও করছে। কিন্তু রক্ষা করতে পারছে না। এর প্রধান কারণ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষমতার বিনিময়ে এসবকে তাদের ন্যায্য অধিকার বলে মনে করে। যেহেতু আমাদের দেশে আইন থাকলেও আইনের প্রয়োগ খুবই দুর্বল। একই সঙ্গে বিচারব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আইনের প্রয়োগও দুর্বল। আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের একটা মিশেল শুরু হয়েছে।

এই মিশেলের ফলে যেকোনো জায়গায় ধর্মীয় উপাসনালয় করতে চাইলে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং এসব ক্ষেত্রে সরকারও কোনো বড় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। শিল্পপতিরা যেকোনো উপায়ে অর্জিত অর্থের পাহারাদার একটি রাজনৈতিক দলকে বেছে নেয়। তারপরে এলাকায় মসজিদ বা মাদ্রাসা করার উদ্যোগ নিয়ে থাকে। সেটির পেছনে যদি কোনো দখলদারত্ব থাকে, সেটাও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। কারণ, দুর্বল কোনো প্রতিরোধের কারণে সেটা শূন্যে মিলিয়ে যায়। এসবের পাশাপাশি এখানে একটি বড় স্পর্শকাতর বিষয় আছে। তা হলো, স্কুল- কলেজের মাঠ। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠগুলো দখল হয়ে গেলেও, তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না শুধু ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করার কারণে। এর বিরোধিতা যে কেউ করতে চাইলে তার ওপর নেমে আসে নানা ধরনের নিপীড়ন। মজার ব্যাপার হলো, ওসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীনদের ছেলেমেয়েরা কেউ লেখাপড়া করে না। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি দখল করাও একটা বড় ঘটনা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ইচ্ছামতোই শিক্ষক নিয়োগ, শৃঙ্খলা সব কিছুই ম্যানেজিং কমিটির নিয়ম অনুযায়ী চলে। কারণ, তারা সরকারেরই লোক।

জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের যেসব সরকারি স্থাপনা রয়েছে, যেগুলোতে খুব নিয়মিত কার্যক্রম নেই, সেগুলোও অবলীলায় দখল হয়ে যাচ্ছে। একবার কোনো এক জেলা শহরের শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে দেখেছি সেখানকার গ্রিনরুমটি কারও থাকার জন্য ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিল্পকলার মিলনায়তনটি কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে প্রায় নিয়মিতই বিবাহ, জন্মদিন ইত্যাদি পালনের জন্য ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। আর এসব ভাড়া তুলে নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। এ কথা এখন সবাই জানেন, ক্ষমতার পালাবদলে এই দখলদারদের কোনো অসুবিধা হয় না। তারা কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় পেয়ে যায়। প্রশাসন এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতেও প্রস্তুত নয়। কারণ, যারা এসব প্রতিরোধ করতে যাবে তখন তাদের ওপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসবে। এখানেই প্রশ্ন আসে, গণতন্ত্রের বিষয়টি। গণতন্ত্র শুধু কি নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ? নাকি রাষ্ট্রের সম্পদকে রক্ষা করার জন্য তারা শপথ নিয়েছে।

নাগরিকদের সম্পূর্ণ দূরে রেখে শুধু নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রশাসনের দুর্বল কিছু লোক এসবের নিষ্ফল পাহারাদার হবেন। আমাদের মতো দেশগুলোতে নির্বাচন একেবারেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে দীর্ঘদিনের নির্বাচনের ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেটিও বিতর্কিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলো প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ এবং বিচার চাইছে। আমাদের দেশে এসব তো নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু সবগুলো বিষয়ই ঘটছে অজ্ঞতার কারণে। আমরা যেহেতু নাগরিক অধিকার বলতে যা বুঝি, তা হলো সরকারকে মেনে নেওয়া। কিন্তু নাগরিকদের যে বড় বড় অধিকার আছে এবং সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনায় যুক্ত করতে হবে। এটা বহুবার বলেছি, কিন্তু কোথাও কোনো কাজে লাগেনি। বাংলাদেশের সংবিধানে এটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে—এই রাষ্ট্রের মালিক হচ্ছে জনগণ। সেই জনগণ সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত, প্রতারিত এবং সরকারের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী। সেই ঔপনিবেশিক শাসনের ধারা আজও অব্যাহত আছে। জনপ্রতিনিধিদের চাইতে রাষ্ট্রের প্রশাসনিকপ্রধানরা অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিকেরাও যথেষ্ট অজ্ঞ। তারাও জানে না কে বেশি ক্ষমতাবান। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, অনেক অন্যায়কে প্রশাসনিকভাবেই ন্যায়সংগত করা হয়েছে। তাই সর্বাগ্রে নাগরিকদের চেতনার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। না হলে সরকারের কোনো কার্যক্রমই সফল হবে না। আর আমরাও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই দখলের রাজনীতি থেকে মুক্ত হব না।

# কিশোর অপরাধের দায়: আইন নাকি সামাজিক পচন?

মো. ইমন হোসেন

## কিশোর অপরাধ

সমাজে অপরাধ– অনিয়ম অথবা যেকোনো সামাজিক ব্যাধি বাড়লেই, আমাদের প্রথম দাবি ওঠে, কঠোরতর আইনের অথবা নতুন আইন প্রণয়নের। কিন্তু আইন প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা মাত্র, প্রতিরোধের উৎস নয় কিন্তু। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর বিচার নিশ্চিত করাই আইনের কাজ; সমাজ গঠন অথবা সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে নিয়মিত অনিয়মের প্রতিরোধ তার মূল দায়িত্ব নয়। তাই কিশোর অপরাধের এই পুনরাবৃত্তির নিয়মিত অনিয়মের শেকড় কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি; এমনকি বিদ্যমান আইনের অপর্যাপ্ততার জন্যও নয় বরং সমাজের অভ্যন্তরীণ পচনে। এমনকি বাংলাদেশ আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। জনসংখ্যার বিশাল অংশ তরুণ-কিশোর, অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে জনমিতিক লভ্যাংশ। এই বিপুল শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু আমাদের কিশোর সমাজ আজ খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সাইবার বুলিং ও গ্যাং কালচারের ভয়ংকর পথে হাঁটছে। যে প্রজন্মের কাঁধে আগামীর রাষ্ট্র, তারা যদি ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যায়, জাতি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

**পরিবার: প্রথম পাঠশালা এবং প্রথম ব্যর্থতা**

শিশুর প্রথম পাঠশালা কোনো বিদ্যালয় নয় বরং পরিবার। সেখানে মূল্যবোধ শিখতে ব্যর্থ হলে সে দ্রুতই বিপথে যায়। স্নেহ অমূল্য কিন্তু অন্ধ স্নেহ বিষাক্ত। অতীতের যৌথ পরিবারে শাসন ও স্নেহের ভারসাম্য ছিল; যেকোনো বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তানকে শাসন করতে পারতেন। আজকের একক পরিবারে ব্যস্ত পিতা-মাতা সময়ের ঘাটতির বিপরীতে সন্তানকে গ্যাজেট দিয়ে থাকে, যেটি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'গিল্ট প্যারেন্টিং'। এর পরিণতি মারাত্মক। সন্তান কখনো 'না' শব্দটির মুখোমুখি হতে শেখে না, শেখে না প্রত্যাখ্যান কিংবা কোনো ব্যর্থতা সহ্য করতে। জীবনের ছোটখাটো প্রতিকূলতাতেই তারা ভেঙে পড়ে বা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন শিক্ষক ক্লাসরুমে ভুল শুধরে দিতে শাসন করলে পিতা-মাতা উল্টো শিক্ষককেই অপমান করেন। অথচ একসময় সমাজে কদরের সাথে পালিত হতো 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা'। স্বয়ং আমার নিজের জীবনও গড়ে উঠেছে শিক্ষকদের সেই অনুশাসনের পথ ধরেই।

পরিবারের এই ভুল আশকারাই সন্তানের মনে অহংকার, সহনশীলতাহীনতা ও বেপরোয়া মানসিকতার প্রথম বীজ রোপণ করে। একটি মানবিক ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে পরিবারকেই আবার শাসনের সাথে স্নেহের সেই চিরন্তন সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

**পরিচয় সংকট, সম্মান, স্বীকৃতি এবং মিডিয়ার গ্ল্যামারের নেতিবাচক প্রভাব**

বয়ঃসন্ধিকাল হলো আত্মপরিচয় খোঁজার এক সময়, যখন কিশোর নিজেকে আর শিশু ভাবতে চায় না, চারপাশ থেকে চায় প্রাপ্তবয়স্কদের মতো সম্মান ও স্বীকৃতি। তবে ইতিবাচক উপায়ে বা সুস্থ মাধ্যমে সেই স্বীকৃতি না পেলে, তারা দ্রুতই নেতিবাচক ও বিভ্রান্তিকর পথ বেছে নেয়। একসময় গুরুজনদের প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও বিনয় ছিল, আজ অনেক ক্ষেত্রেই তার জায়গা নিয়েছে একধরনের কৃত্রিম ঔদ্ধত্য। নিয়ম কিংবা আইন অমান্য করাকেই অনেক কিশোর বীরত্ব ও স্বাধীনতার প্রতীক বলে মনে করে। এই নৈতিক অবক্ষয়ে চরম ঘি ঢালছে আধুনিক মিডিয়া। বর্তমান সিনেমা ও ওয়েব সিরিজগুলোতে প্রায়শই অপরাধীকে নায়কের আসনে বসানো হচ্ছে; সহিংসতার মোড়কে অপরাধ জগৎকে দেখানো হচ্ছে একধরনের গ্ল্যামারাস ও আকর্ষণীয় জীবন হিসেবে। এর পাশাপাশি টিকটক বা রিলসের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে কিশোররা মেতে উঠেছে উগ্রতা ও পেশিশক্তির বিকৃত প্রদর্শনীতে। প্রতিবার স্ক্রিনে ভেসে ওঠা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ারের কৃত্রিম ডোপামিন তাদেরকে আরও বেশি বেপরোয়া, বিপজ্জনক ও নিয়ন্ত্রণহীন কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এভাবে আত্মপরিচয়ের ভুল সন্ধান, ভার্চুয়াল জগতের হাতছানি আর মিডিয়ার বিকৃত গ্ল্যামার মিলে আমাদের কিশোরসমাজকে ঠেলে দিচ্ছে এক গভীর অন্ধকার গলিতে। এই পথ থেকে তাদের ফেরাতে প্রয়োজন পারিবারিক সুসম্পর্ক, সঠিক নির্দেশনা এবং সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা।

**কংক্রিটের খাঁচা ও আপেক্ষিক বঞ্চনা**

অপরিকল্পিত নগরায়নের যাঁতাকলে পিষে গেছে খেলাধুলার উন্মুক্ত মাঠ ও প্রাণবন্ত শৈশব। পরিবেশগত মনস্তত্ত্বের (Environmental Psychology) ধারণা অনুযায়ী, ইট-কাঠের এই 'কংক্রিটের খাঁচা' কিশোরদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে। ফলে সুস্থ শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগ না পেয়ে তাদের ভেতরে জমে থাকা উদ্বৃত্ত শক্তি (চবহঃ-ঁড় বহবৎমু) কোনো ইতিবাচক পথ পাচ্ছে না; যা দিনশেষে রূপ নিচ্ছে গলির মোড়ের আড্ডায়, আচরণগত উগ্রতায় কিংবা স্ক্রিনের নীল আলোর অন্ধকারে। মানসিক ও সামাজিক এই অবক্ষয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে সোশ্যাল মিডিয়া সৃষ্ট 'আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধ' (Relative Deprivation)। মনোবিজ্ঞানী লিওন ফেস্টিঞ্জারের 'সোশ্যাল কম্প্যারিজান থিওরি' (ঝড়পরধষ ঈড়সঢ়ধৎরংড়হ ঞযবড়ৎু) অনুযায়ী, মানুষ স্বভাবতই নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করার প্রবণতা রাখে। ভার্চুয়াল জগতে সহপাঠী বা পরিচিতদের প্রদর্শন করা ঝলমলে জীবন, দামি গ্যাজেট ও কৃত্রিম বিলাসিতা দেখে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের কিশোররা তীব্র হীনমন্যতা ও সামাজিক অসন্তোষে ভুগতে শুরু করে।

এই মনস্তাত্ত্বিক সংকট কীভাবে কিশোর অপরাধে রূপ নেয়, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলে সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কে. মার্টনের 'স্ট্রেইন থিওরি' (ঝঃৎধরহ ঞযবড়ৎু) থেকে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন সমাজ একজন কিশোরের মনে বস্তুগত সফলতা ও বিলাসবহুল জীবনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে, কিন্তু তা অর্জনের বৈধ ও বৈষম্যহীন সুযোগ রুদ্ধ থাকে, তখন তার মধ্যে তীব্র মানসিক ও সামাজিক চাপ বা 'স্ট্রেইন' তৈরি হয়। আর এই সামাজিক চাপ থেকেই তথাকথিত 'উঁচু মর্যাদা' ও বিলাসিতা পাওয়ার জন্য কিশোররা অতি দ্রুতই ভুল পথ, শর্টকাট কিংবা অপরাধের দিকে ধাবিত হয়

**জুয়া, মাদক ও ক্ষমতার মোহ: ধ্বংসের ত্রিভুজ**

তিনটি ভয়ংকর শক্তি আজ আমাদের কিশোর সমাজকে তিলে তিলে গ্রাস করছে, অনলাইন জুয়া, সিন্থেটিক মাদক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মোহ। এই তিনের বিষাক্ত সংযোগেই তৈরি হয়েছে এক মরণঘাতী 'ধ্বংসের ত্রিভুজ'।

প্রথমত, মোবাইল ব্যাংকিং ও ক্রিপ্টোকারেন্সির সহজলভ্যতায় অনলাইন জুয়া এখন কিশোরদের হাতের মুঠোয়। রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার এই কৃত্রিম মোহ তাদের ঠেলে দিচ্ছে এক সর্বগ্রাসী চক্রে। জুয়ায় নিঃস্ব হয়ে ঋণের দায় মেটাতে তারা প্রথমে চুরি-ছিনতাই এবং পরবর্তীতে নৃশংস খুনের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয়ত, ইয়াবা ও আইসের (Crystal Meth) মতো মারাত্মক সিন্থেটিক মাদক কিশোরদের মগজ ও হিতাহিত জ্ঞান কেড়ে নিচ্ছে। মাদকের বিষাক্ত প্রভাবে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে তারা আজ টাকার জন্য নিজের জন্মদাতা পিতা-মাতাকেও হত্যা করতে দ্বিধা করছে না।

তৃতীয়ত, জুয়া ও মাদকের এই অন্ধকার জগতকে সুরক্ষা দিচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের তৈরি 'বড় ভাই' কালচার। সমাজবিজ্ঞানী এডউইন সাদারল্যান্ডের 'ডিফারেনশিয়াল অ্যাসোসিয়েশন থিওরি (উরভভবৎবহঃরধষ অংংড়পরধঃরড়হ ঞযবড়ৎু)' স্পষ্ট করে যে, অপরাধ কোনো জন্মগত বিষয় নয়; বরং ভুল সঙ্গ ও পরিবেশ থেকেই কিশোররা তা শেখে। এই তথাকথিত বড় ভাইয়েরা কিশোরদের নিজেদের রাজনৈতিক ও পেশিশক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আইনি ও সামাজিক ছত্রচ্ছায়া পেয়ে এই কিশোররা নিজেদের 'আইনের ঊর্ধ্বে' ভাবতে শুরু করেছে; গড়ে তুলছে পাড়ায় পাড়ায় কিশোর গ্যাং, ত্রাস আর চাঁদাবাজির অভয়ারণ্য।

অনলাইন জুয়ার ঋণ, মাদকের আসক্তি আর 'বড় ভাইদের' আশকারা, এই তিনের চক্রবূহ্যেই আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একটি পুরো প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।

**ভোক্তা প্রজন্ম, উদ্ভাবক নয়:** প্রযুক্তি আজ শিশু-কিশোরদের হাতের মুঠোয়, কিন্তু তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কেবল সস্তা বিনোদনে। টিকটক, রিলস কিংবা শর্ট ভিডিওর অ্যালগরিদম ক্রমাগত যে অস্বাভাবিক ডোপামিন নিসৃত করে, তা মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় শিশুদের 'পপকর্ন ব্রেইন (Popcorn Brain)' তৈরি করছে, যার ফলে জটিল চিন্তা করা বা দীর্ঘ সময় কোনো কিছুতে মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা তাদের দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে চরম বৈষম্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উন্নত বিশ্বের শিশুরা শৈশব থেকেই প্রযুক্তিকে হাতিয়ার বানিয়ে প্রোগামিং শেখে, রোবট তৈরি করে কিংবা গেম ডেভেলপ করে; অথচ আমাদের কিশোররা সেখানে কেবল অন্যের তৈরি গেমের অন্ধ গ্রাহক কিংবা কনটেন্টের নিষ্ক্রিয় ভোক্তা (চধংংরাব ঈড়হংঁসবৎ)। প্রযুক্তি তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করার বদলে অলস ও নির্ভরশীল করে তুলছে।

এই সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার মূল দায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার। তত্ত্বভিত্তিক ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক এই পাঠ্যক্রম কিশোরদের প্রযুক্তি ব্যবহারে কোনো সৃজনশীল দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি। ফলে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা এক বিশাল প্রযুক্তিপ্রীতি প্রজন্ম তৈরি করছি ঠিকই, তবে তারা শুধুই প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন ভোক্তা, কোনো অর্থবহ উদ্ভাবক নয়।

**রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন: অপরাধের নেপথ্যে ক্ষমতার ছায়া:-** রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বই একটি দেশের মূল্যবোধ, আইনি শাসন ও নীতি-নির্ধারণ পরিচালনা করে; কিন্তু সেই নেতৃত্ব যখন নিজেই অপরাধপ্রবণ ও বিপথগামী হয়ে পড়ে, তখন জাতির নৈতিক পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। আজকের কিশোর গ্যাং সৃষ্টি, এদের প্রতিপালন ও গ্ল্যামারাইজেশনের পেছনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার কথা প্রায় সকল জাতীয় আলোচনা ও গবেষণায় উন্মোচিত।

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট রাজনীতি (Patron-Client Politics)' যেখানে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ হাসিল করতে বেপরোয়া ও বিভ্রান্ত কিশোরদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে। রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠনের কথিত 'বড় ভাই'রা প্রথমে এসব কিশোরদের একত্রিত করে অপরাধে উৎসাহিত করে, আর পরবর্তীতে নিজের ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে আইনি হাত থেকে উদ্ধার করে বনে যায় 'ত্রাণকর্তা'। এই কৃত্রিম আশ্রয়ের ফান্দে ফেলেই কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে দাস বানিয়ে ফেলা হয়; মিছিল-মিটিংয়ে ভিড় বাড়ানো থেকে শুরু করে প্রতিপক্ষ দমন, দখলদারি ও চাঁদাবাজির মতো সহিংস কাজে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের এই বিষাক্ত ছত্রছায়া যতক্ষণ না উপড়ে ফেলা যাবে, ততক্ষণ হাজারো আইন বা পুলিশি অভিযানে কিশোর গ্যাং কালচার রোধ করা সম্ভব নয়, কারণ যে হাত অপরাধ লালন করে, সে হাত কখনো বিচার নিশ্চিত করতে পারে না।

**উত্তরণের রূপরেখা: খণ্ডিত নয়, চাই সামগ্রিক সংস্কার** কিশোর অপরাধ বা নৈতিক অবক্ষয় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি পরিবার, সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্মিলিত ব্যর্থতার ফসল। তাই এই বিষাক্ত চক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রতিটি সংকটের বিপরীতে নিতে হবে সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পদক্ষেপ্

১. 'গিল্ট প্যারেন্টিং' থেকে সচেতন অভিভাবকত্বে প্রত্যাবর্তন: পারিবারিক পর্যায় থেকেই এই সংস্কারের সূচনা হতে হবে। ব্যস্ততার ঘাটতি গ্যাজেট দিয়ে মেটানোর সংস্কৃতি বন্ধ করে সন্তানকে মানসম্পন্ন সময় দিতে হবে। অন্ধ স্নেহের বদলে টানতে হবে অনুশাসনের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা। সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই 'না' শোনার শিক্ষা, প্রত্যাখ্যান ও জীবনের স্বাভাবিক ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মানসিক শক্তি জোগাতে হবে, যেন তারা প্রতিকূলতায় বেপরোয়া বা উগ্র না হয়ে ওঠে।

২. 'কংক্রিটের খাঁচা' ভাঙা ও সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টি: নগর পরিকল্পনায় শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠ, উন্মুক্ত পার্ক ও পাবলিক পাঠাগার রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কিশোরদের ভেতরে জমে থাকা শারীরিক ও মানসিক শক্তি (চবহঃ-ঁড় বহবৎমু) যেন গলির মোড়ের আড্ডা বা মাদকে না গিয়ে খেলাধুলা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় হয়–তার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। একই সাথে পাঠ্যক্রমে 'মিডিয়া লিটারেসি' যুক্ত করে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রদর্শনপ্রিয়তা ও 'আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধ' থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে।

৩. 'ধ্বংসের ত্রিভুজ' ভাঙা: জুয়া, মাদক ও 'বড় ভাই' কালচারের বিদায়: অনলাইন জুয়া ও বেটিং অ্যাপগুলোর লেনদেনের পথ (মোবাইল ব্যাংকিং ও ক্রিপ্টো) কঠোরভাবে ব্লক করতে হবে। সীমান্ত পাহারা ও আইনি তৎপরতা বাড়িয়ে ইয়াবা-আইসের মতো সিন্থেটিক মাদকের জোগান শূন্যে নামাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় কিশোরদের যারা অপরাধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, সেই কথিত 'বড় ভাই' ও স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা না করে আগে আইনের আওতায় আনতে হবে।

৪. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল রূপান্তর: 'ভোক্তা' থেকে 'স্রষ্টা': জিপিএ-৫ পাওয়ার মেকি দৌড় ও কেবল পরীক্ষানির্ভর পাঠ্যক্রম থেকে বের হয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে জাপানের মতো শিষ্টাচার ও চরিত্র গঠন এবং ফিনল্যান্ডের মতো আনন্দময় শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে তাত্ত্বিক পড়ালেখার বদলে আইটি ল্যাব, প্র্যাকটিক্যাল কোডিং, রোবোটিক্স ও কারিগরি শিক্ষা চালু করতে হবে, যাতে আমাদের কিশোররা বিদেশের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্টের অন্ধ 'ভোক্তা' না হয়ে নিজেরা প্রযুক্তি নির্মাণের 'স্রষ্টা' হতে শেখে। চীন-জাপান-ফিনল্যান্ড এর শিক্ষাব্যবস্থা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে। চীনা রাষ্ট্রনায়ক দেং শিয়াওপিং (উবহম ঢরধড়ঢ়রহম) কারিগরি ও প্রযুক্তিশিক্ষার সুবাদে দুর্ভিক্ষপীড়িত চীনকে আজকের বিশ্বসেরা অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে রূপান্তর করেছেন। অন্যদিকে জাপান পরীক্ষার মেকি মূল্যায়নের চেয়ে শৈশবে শিশুর চরিত্র গঠন, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা শিক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়। পাশাপাশি ফিনল্যান্ড প্রচলিত মুখস্থবিদ্যা ও পরীক্ষার যাঁতাকল ভেঙে আনন্দময় অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মুক্তচিন্তার প্রজন্ম গড়ে তুলছে।

৫. বিচার কাঠামোর আধুনিকায়ন ও 'রেস্টোরেটিভ জাস্টিস': ২০১৩ সালের শিশু আইন কাগজে বন্দী না রেখে প্রতিটি জেলায় কার্যকর 'শিশু আদালত' চালু করতে হবে, যেন সাধারণ আদালতের ট্রমা থেকে শিশুদের রক্ষা করা যায়। গাজীপুর ও যশোরের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে 'অপরাধ শিক্ষার কারখানা' হতে না দিয়ে পর্যাপ্ত প্রবেশন কর্মকর্তা, পেশাদার সাইকোলজিস্ট ও সমাজকর্মী নিয়োগ করতে হবে। সেখানে অপরাধীদের শ্রেণিবিভাজন নিশ্চিত করে মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সত্যিকারের পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে হবে।

আইন-বিচার রাষ্ট্রের শৃঙ্খলার হাতিয়ার, কিন্তু সমাজের ভিত মজবুত না হলে কোনো আইনই কার্যকর হয় না। আজকের কিশোররাই আগামীর বাংলাদেশ। এই জনমিতিক লভ্যাংশ জুয়া-মাদক-অবক্ষয়ে হারিয়ে গেলে জাতি হবে মেরুদণ্ডহীন। তাই দোষারোপ নয়–পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে চাই আমূল পরিবর্তন। অন্ধ স্নেহের লাগাম টেনে সন্তানকে মূল্যবোধ আর কারিগরি জ্ঞানে গড়ে তুলতে পারলেই এই বিপুল কিশোর শক্তি হয়ে উঠবে জাতির অমূল্য সম্পদ–আর তবেই আমরা স্বপ্ন দেখতে পারব এক সুস্থ, নিরাপদ, বিজ্ঞানমনস্ক আগামীর।

লেখক: শিক্ষার্থী
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

অভিমত প্রকাশে উন্মুক্ত দৈনিক
তরুণকণ্ঠ

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ E-mail: torunkanthabd@gmail.com
www.dailytorunkantho.com
e.dailytorunkantho.com

LiveNewsbangla.com

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ editorlivenewsbangla@gmail.com
infolivenewsbangla@gmail.com

## প্রাক্তন-জয় গোস্বামী

ঠিক সময়ে অফিসে যায়?
ঠিক মতো খায় সকালবেলা?
টিফিনবাক্স সঙ্গে নেয় কি?
না ক্যান্টিনেই টিফিন করে?
জামা কাপড় কে কেচে দেয়?
চা করে কে আগের মতো?
দুগগার মা ক'টায় আসে?
আমায় ভোরে উঠতে হত
সেই শার্টটা পরে এখন?
ক্যাটকেটে সেই নীল রঙ টা?
নিজের তো সব ওই পছন্দ
আমি অলিভ দিয়েছিলাম
কোন রাস্তায় বাড়ি ফেরে?
দোকানঘরের বাঁ পাশ দিয়ে
শিবমন্দির, জানলা থেকে
দেখতে পেতাম রিক্সা থামল
অফিস থেকে বাড়িই আসে?
নাকি সোজা আড্ডাতে যায়?
তাসের বন্ধু, ছাইপাঁশেরও
বন্ধুরা সব আসে এখন?
টেবিলঢাকা মেঝের ওপর
সমস্ত ঘর ছাই ছড়ানো
গেলাস গড়ায় বোতল গড়ায়
টলতে টলতে শুতে যাচ্ছে
কিন্তু বোতল ভেঙ্গে আবার
পায়ে ঢুকলে রক্তারক্তি
তখন তো আর হুঁশ থাকে না
রাতবিরেতে কে আর দেখবে।
কেন, ওই যে সেই মেয়েটা।
যার সঙ্গে ঘুরত তখন।
কোন মেয়েটা? সেই মেয়েটা?
সে তো কবেই সরে এসেছে!
বেশ হয়েছে, উচিত শাস্তি
অত কান্ড সামলাবে কে!
মেয়েটা যে গণ্ডগোলের
প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম
কে তাহলে সঙ্গে আছে?
দাদা বৌদি? মা ভাইবোন!
তিন কুলে তো কেউ ছিল না
এক্কেবারে একলা এখন।
কে তাহলে ভাত বেড়ে দেয়?
কে ডেকে দেয় সকাল সকাল?
রাত্তিরে কে দরজা খোলে?
ঝক্কি পোহায় হাজার রকম?
কার বিছানায় ঘুমোয় তবে
কার গায়ে হাত তোলে এখন
কার গায়ে হাত তোলে এখন?

## যখন বৃষ্টি নামলো-শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো
কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল
নেই নিকটে- হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, তাই কি মনে জাগে
পোড়োবাড়ির স্মৃতি? আমার স্বপ্নে-মেশা দিনও?
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, চলচ্ছক্তিহীন ।

বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা
দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম পাবো তোমার দেখা
হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে- অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে!

## কোভিড ১৯-মমতা ব্যানার্জি

বস্তাপচা ময়লায় ঢেকে গেছে পৃথিবীটা
মানুষ, মানুষ থেকে দূরে।
ছোঁয়া যাবেনা-স্নেহের পরশকে।
কালও যা ছিল-
হাতের ছোঁয়ায় আশির্বাদ
আজ তা পরশমনির
স্পর্শ থেকে বাদ।

এ কি ভয়ার্ত বেশ
সারাবিশ্ব এক থেকে অন্যে
সন্দিহান অবকাশের নিশিরাত্রি!
মাত্র দুমাসে পৃথিবীর
হাওয়া বদল!
দেখা হল কথা হল না।

মনটায় মেঘের ছায়া,
চুলগুলো উদভ্রান্ত।
কারো সাথে দেখা হল-
কথা হচ্ছে না।

সারা পৃথিবীটা-
বদলে গেল।
বদলে গেল মানসিকতা-
সবাই দূরে দূরে।
দূরের দূরত্বটাই আজ সবচেয়ে বেশি ভরসার।
সারা বিশ্ব আজ বিশ্ব পন্ডিত!
কি পারলোনা-
একটা ভাইরাসকে দমন করতে?
হার মানলো সারা বিশ্ব?

সবার মুখ দেখা
সবার জন্য বন্ধ।
সব গবেষণাকে
জব্দ করলো
একটা মাত্র শব্দ
করোনা, কোভিড ১৯।

## খতিয়ান-রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ

হাত বাড়ালেই মুঠো ভরে যায় ঋণে
অথচ আমার শস্যের মাঠ ভরা।
রোদ্দুর খুঁজে পাই না কখনো দিনে,
আলোতে ভাসায় রাতের বসুন্ধরা।
টোকা দিলে ঝরে পচা আঙুলের ঘাম,
ধস্ত তখন মগজের মাস্তুল
নাবিকেরা ভোলে নিজেদের ডাক নাম
চোখ জুড়ে ফোটে রক্তজবার ফুল।
ডেকে ওঠো যদি স্মৃতিভেজা ম্লান স্বরে,
উড়াও নীরবে নিভৃত রুমালখানা
পাখিরা ফিরবে পথ চিনে চিনে ঘরে
আমারি কেবল থাকবে না পথ জানা
টোকা দিলে ঝরে পড়বে পুরনো ধুলো
চোখের কোণায় জমা একফোঁটা জল।
কার্পাস ফেটে বাতাসে ভাসবে তুলো
থাকবে না শুধু নিবেদিত তরুতল
জাগবে না বনভূমির সিথানে চাঁদ
বালির শরীরে সফেদ ফেনার ছোঁয়া
পড়বে না মনে অমীমাংসিত ফাঁদ
অবিকল রবে রয়েছে যেমন শোয়া
হাত বাড়ালেই মুঠো ভরে যায় প্রেমে
অথচ আমার ব্যাপক বিরহভূমি
ছুটে যেতে চাই পথ যায় পায়ে থেমে
ঢেকে দাও চোখ আঙুলের নখে তুমি।

### দোতলার ল্যান্ডিং মুখোমুখি দুজন-আহসান হাবীব

মুখোমুখি ফ্ল্যাট

একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায় : আপনারা যাচ্ছেন বুঝি ?
: চলে যাচ্ছি, মালপত্র উঠে গেছে সব ।
: বছর দুয়েক হল, তাই নয় ?
: তারো বেশী ।আপনার ডাক নাম শানু, ভালো নাম ?
: শাহানা, আপনার ?
: মাবু ।
: জানি ।
: মাহবুব হোসেন ।আপনি খুব ভালো সেলাই জানেন
:কে বলেছে ।আপনার তো অনার্স ফাইন্যাল, তাই নয় ?
: এবার ফাইন্যাল।
: ফিজিক্স-এ অনার্স।
: কী আশ্চর্য ! আপনি কেন ছাড়লেন হঠাৎ ?
: মা চান না। মানে ছেলেদের সঙ্গে বসে
: সে যাক গে, পা সেরেছে ?
: কী করে জানলেন ?
: এই আর কি ! সেরে গেছে ?
: ও কিছুনা , প্যাসেজটা পিছলে ছিল মানে
: সত্যি নয় । উচুঁ থেকে পড়ে গিয়ে
: ধ্যাৎ। খাবার টেবিলে রোজ মাকে অতো জ্বালানো কি ভালো ?
: মা বলেছে ?
: শুনতে পাই। বছর দুয়েক হল, তাই নয় ?
: তারো বেশী। আপনার টবের গাছে ফুল এসেছে ?
: নেবেন ? না থাক। রিকসা এল, মা এলেন , যাই ।
: আপনি সন্ধ্যে বেলা ওভাবে কখনও পড়বেন না, চোখ যাবে, যাই।
: হলুদ শার্টের মাঝখানে বোতাম নেই, লাগিয়ে নেবেন, যাই।
: যান, আপনার মা আসছেন। মা ডাকছেন, যাই।

## শহরেরও কিছু নীরবতা আছে

### লামিয়া হাসান

শহরটা প্রতিদিন জেগে ওঠে
অসংখ্য মানুষের শব্দে–
রিকশার ঘণ্টা, বাসের হর্ন,
ফুটপাতে হাঁটতে থাকা
হাজারো ব্যস্ত পায়ের শব্দে।
তবু শহরের কোথাও কোথাও
একটা নীরবতা পড়ে থাকে।

সেখানে একজন বৃদ্ধ মানুষ
সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরার পথ দেখে,
একজন মা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন–
তার সন্তানের ফেরার অপেক্ষায়,
আর কোনো এক জানালার পাশে
একটি মেয়ে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে।
এই শহর জানে কত মানুষ প্রতিদিন
হেসে ঘর থেকে বের হয়,
অথচ বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখে
একটি অসমাপ্ত কান্না।

শহর জানে–কেউ চাকরি হারিয়েছে,
কেউ স্বপ্ন, কেউ ভালোবাসা,
কেউ বা হারিয়েছে নিজেকেই।
তবু সকাল হলে সবাই আবার বেরিয়ে পড়ে।
কেউ জানে না
পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষটির
কতটা পথ পেরিয়ে আসা।
আমরা শুধু মুখ দেখি, গল্প দেখি না।
হাত দেখি, কাঁপন দেখি না।
হাসি দেখি, তার আড়ালে থাকা রাতজাগা চোখ দেখি না।
হয়তো তাই এই শহরের সবচেয়ে বড় অভাব
আলো নয়–একটু থেমে একজন মানুষকে
মানুষ হিসেবে দেখার সময়।
একদিন যদি এই ব্যস্ত শহরটা
এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায়,
তবে হয়তো শোনা যাবে–
কত মানুষের ভেতরে নিঃশব্দে বৃষ্টি নামে,
কত স্বপ্ন শব্দ না করেই ভেঙে যায়,
আর কত মানুষ সব হারিয়েও
পরদিন সকালে আবার নতুন করে
বেঁচে থাকার অভিনয় করে।
শহরটা তাই শুধু ইট-পাথরের নয়–
শহরটা আসলে অসংখ্য মানুষের অপ্রকাশিত গল্প।

# শিক্ষার্থীর সাফল্যে অভিভাবকের করণীয়

### জালাল উদ্দিন

বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীর সফলতায় অভিভাবকের ভূমিকাই বেশি। একজন শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের জন্য নিয়মিত পড়াশোনা ও পরিশ্রম করতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের পাশাপাশি অভিভাবকের সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধানও জরুরি। সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে অভিভাবক কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে পারেন।

**নিয়মিত তত্ত্বাবধান করুন**

প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত সন্তানের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা। সে ঠিকমতো পড়াশোনা করছে কি না, নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কি না, কার সঙ্গে মিশছে, সময়মতো পড়তে বসছে কি না, ঠিকমতো খাওয়া ও ঘুম হচ্ছে কি না, মোবাইলে অতিরিক্ত সময় দিচ্ছে কি না–এসব বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন।

সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে শুধু অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, তাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও অভিভাবকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ এবং ভালো চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

**সন্তানকে সময় দিন**

প্রত্যেক মা-বাবার কাছে তাঁর সন্তান অত্যন্ত স্নেহের এবং ভালোবাসার। যতই ব্যস্ততা থাকুক, সন্তানের নিয়মিত খোঁজখবর রাখুন, সন্তানকে সঙ্গ দিন। তার পড়াশোনা, বন্ধু, বিদ্যালয় ও দৈনন্দিন কাজের বিষয়ে কথা বলুন। মাঝেমধ্যে একসঙ্গে বিনোদন করুন, গল্প করুন। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললে সন্তান তার সমস্যা ও অনুভূতির কথা সহজে বলতে পারে। এতে অভিভাবকের পক্ষেও সন্তানের প্রয়োজন ও পরিবর্তনগুলো বোঝা সহজ হয়।

**সন্তানকে উৎসাহ দিন**

সন্তানের ভালো ফল বা ভালো কাজের প্রশংসা তাকে আরও ভালো করতে উৎসাহিত করে। তাই শুধু ভুল ধরিয়ে দেওয়া নয়, ভালো কাজের স্বীকৃতিও দিতে হবে। সন্তানের কোনো দুর্বলতা বা ভুল থাকলে তা নিয়ে অপমান না করে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে হবে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ভুল থেকে শেখার সুযোগ তৈরি হবে।

**বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন**

অনেক অভিভাবক সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পর নিজের দায়িত্ব শেষ মনে করেন। কিন্তু সন্তান নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কি না, শ্রেণিতে মনোযোগী কি না, পড়া ঠিকমতো সম্পন্ন করছে কি না এবং বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে চলছে কি না–এসব বিষয়ে খোঁজ রাখা জরুরি।

অভিভাবকের উচিত শ্রেণিশিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। প্রয়োজনে বিদ্যালয়ে গিয়ে সন্তানের পড়াশোনা ও আচরণ সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন। এতে সন্তানও বুঝবে যে তার পড়াশোনা ও বিদ্যালয়জীবনের বিষয়ে অভিভাবক সচেতন।

**সন্তানের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের খবর নিন**

সন্তানের কাছে নিয়মিত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় জানতে চাওয়া উচিত। সেদিন কী পড়ানো হয়েছে, পরীক্ষা কবে, ফলাফল কেমন হয়েছে, শ্রেণিতে কত পেয়েছে, কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন কি না–এসব বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।

সন্তানের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে প্রয়োজনে বিদ্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখা ভালো। এতে পড়াশোনা বা আচরণের কোনো সমস্যা থাকলে তা দ্রুত বোঝা সম্ভব হয়।

**মোবাইল ব্যবহারে সচেতন করুন**

বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের মোবাইল থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা কঠিন।

তবে প্রয়োজনের বাইরে মোবাইল ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা জরুরি।

অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত ও মানসিক ক্ষতির বিষয়গুলো সন্তানকে সহজভাবে বোঝাতে হবে।

অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। সন্তানের সামনে অপ্রয়োজনে মোবাইল ব্যবহার না করে পড়াশোনা, খেলাধুলা, বিশ্রাম ও পারিবারিক সময়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সন্তান যেন এর অপব্যবহারে জড়িয়ে না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

**প্রয়োজন অনুযায়ী শাসন করুন**

সন্তানের ভুল বা অনিয়ম হলে প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে শাসন করা অভিভাবকের দায়িত্ব। তবে শাসন যেন হয় ভালোবাসা, বোঝাপড়া ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে। অতিরিক্ত প্রশ্রয় যেমন সন্তানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তেমনি কঠোর আচরণও তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সন্তানের বয়স ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভুলের কারণ বোঝানো এবং সঠিক পথে ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে।

একজন শিক্ষার্থীর সফলতার পেছনে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের পাশাপাশি পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত তত্ত্বাবধান, সময় দেওয়া, উৎসাহ, বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় শাসনের মাধ্যমে অভিভাবক সন্তানের পড়াশোনা ও চরিত্র গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেন। পরিবারের সচেতন সহযোগিতাই একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক
রাঙামাটি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

# মাথাভাঙ্গা, তুমি টেমস হতে পারলে না

### ইচ্ছেশক্তি

সামনে তাকিয়ে দেখো, সবুজ পৃথিবী
চলতে চলতে কিছু সামনে পড়বেই তো
মাড়িয়ে যাও সব–
খড়কুটো, ছাই, ধুলো, ঝরাপাতা
ক্ষয়ে ক্ষয়ে উর্বর করবে ভূমি
মনে করবে কেবলই তোমার পায়ের নিচে
শুকনো-পাতার খসখস শব্দ বৈ আর কিছুই নয়।

ওপারে সবুজ রাজ্য, এপারে নদীর বিপরীত স্রোত
দিঘি-নালা, বালুচর
শুকনো-পাতা গলে গলে হবে প্রাণশক্তি
অদম্য ইচ্ছেশক্তিই নিয়ে যাবে ওখানে
গড়ে দেবে বৃহত্তর মন্দাকিনী।

### শরতের মাথাভাঙ্গা

মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে বেলা-গড়িয়ে-যাওয়া এক বিকেল
হালকা বাতাসে নদীর তীর আর ঘাসে ঢাকা শরৎ
কাশবন-ছড়ানো প্লাবনভূমির লম্বা ঘাসগুলো
মৃদু শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে
কিছু পাখি-চকলেট রঙের, কালো কিংবা বহুরঙের–
ওড়াউড়ি করছে, খেলছে, খাবার খুঁজছে
তাদের লেজগুলো নড়ছে–যেন অবহেলা করছে সভ্যতার।
বছরের এই সময়ে
মাথাভাঙ্গা নদীর বেশিরভাগ স্থানে এমন অগভীর–
সবে তো গেল ভরা যৌবনকাল, এখনই তবুও এমন মরাকাল।

বিকেলের বাতাস অগভীর জলের ওপর ছোট ছোট ঢেউ তোলে
আমাদের দেখিয়ে দেয় লোভের-অপরিপক্বতার দলিল–
ডিঙিনৌকাগুলো জাহাজ হতে পারত
ঢেউগুলো বড় হতে পারত
দু'তীরের বালুচরে হতে পারত সবুজ অরণ্য।
মাথাভাঙ্গা, তুমি টেমস হতে পারলে না
মাথাভাঙ্গা, তুমি রাইন হতে পারলে না
তুমি হলে সিন্ধু, তুমি হলে আগ্রার নিকটে কমজোরি যমুনা।

# বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান লন্ডনের সেমিনারে

**লন্ডন**

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে লন্ডনে আয়োজিত এক সেমিনারে। কানাডাভিত্তিক গ্লোবাল সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক গভর্ন্যান্স (এঈউএ) আয়োজিত এ সেমিনারে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। সেমিনারে অডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি তার সরকারের সময় সামাজিক উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক শাসন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা এ বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশে ফিরে তিনি যেকোনো পরিণতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্ত ও বিচার প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই হওয়া উচিত বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির এমপি বব ব্ল্যাকম্যান, যিনি নিজেকে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন, দেশে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা এবং সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। একই সঙ্গে সাবেক ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকার বিষয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। সাবেক ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য পাওলো কাসাকা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শাসনব্যবস্থা ও নির্বাচনসংক্রান্ত নীতিমালা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দেশটি কর্তৃত্ববাদ থেকে আরও কঠোর শাসনব্যবস্থার দিকে এগিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশ আবার আইনের শাসনভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে যাবে। সেমিনারে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে বক্তব্য দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও সীমালঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন। আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ছাড়া অনুষ্ঠিত নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

সিনিয়র কলামিস্ট ও লেখক সৈয়দ বদরুল আহসান বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সংকট শুধু গণতন্ত্র রক্ষার বিষয় নয়, বরং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়। ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহালের আহ্বান জানান। তার মতে, ওই সংবিধান বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

সেমিনারের শুরুতে বক্তব্য দেন এঈউএ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মো. হাবিবে মিল্লাত। তিনি দাবি করেন, গত দুই বছরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'পশ্চাদপসরণ' ঘটেছে। সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক কর্মী ও শিল্পীদের কারাবন্দি হওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের নাগরিকদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানান তিনি।

সেমিনারের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। লন্ডনের এই সেমিনারে মূলত বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সাংবিধানিক শাসন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং আইনের শাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়।

# ইমরান-কণা-ঝিলিকের গানে নিউইয়র্কে সুরের মূর্ছনা

**প্রবাস ডেস্ক**

দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে থেকেও বাংলা গান আর চেনা সুরে যেন ফিরে এসেছিলেন শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিতে। নিউইয়র্কে এমনই এক নস্টালজিক সন্ধ্যা উপহার পেলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ইমরান মাহমুদুল, দিলশাদ নাহার কণা ও ঝিলিকের গানে মুখর হয়ে ওঠে লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিশ্চিয়ান সেন্টার।

গত ৩ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিনিয়র ডে কেয়ারের সিইও মোহাম্মদ জাহিদ আলম প্রেজেন্টস 'দ্য বিউটিফুল লেডিস অব ইউএসএ'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মিউজিক্যাল কনসার্ট 'অ্যান আনফরগেটেবল মিউজিক্যাল নাইট'। কানায় কানায় পূর্ণ অডিটোরিয়ামে গান, নৃত্য ও আড্ডায় তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। শুরুতেই মঞ্চে আসেন কণ্ঠশিল্পী ঝিলিক। রবীন্দ্রসংগীত 'পুরানো সেই দিনের কথা' দিয়ে পরিবেশনা শুরু করে তিনি সাবিনা ইয়াসমিন ও রুনা লায়লার জনপ্রিয় গানসহ বিভিন্ন ক্লাসিক ও লোকগান পরিবেশন করেন। এরপর 'ফিউশন ডান্স ট্রুপ ইউএসএ'র নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের বাড়তি আনন্দ দেয়।

ইমরান মাহমুদুল তাঁর জনপ্রিয় গান 'তুই কি আমার হবি রে', 'এ জীবনে যারে চেয়েছি' ও 'কন্যা কন্যা কন্যারে'সহ বিভিন্ন গান পরিবেশন করেন। শেষ পর্বে কণা 'ধিন তা না', 'বৈশাখী বিকেল বেলা', 'রেশমি চুড়ি', 'কন্যা রে' ও 'যে ছিল দৃষ্টির সীমানায়'সহ জনপ্রিয় গান গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। এর আগে, আয়োজক সিলভি আকন্দ ও নাদিয়া চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শারমীন সিরাজ সোনিয়ার সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উৎসব ডট কমের প্রেসিডেন্ট ও সিইও রায়হান জামান, অ্যাটর্নি অ্যাট লার্জ মঈন চৌধুরীসহ সংগীতপ্রিয় প্রবাসীরাও উপস্'িত ছিলেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলেন, ব্যস্ত জীবনের মাঝে এমন আয়োজন তাদের দেশীয় সংস্কৃতি ও শেকড়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। ভবিষ্যতেও তারা এমন আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জেনেভায় প্রদর্শনী

# বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ

**জেনেভা**

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তিন দিনব্যাপী একটি আলোকচিত্র ও পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের (টঘঐজঈ) ৬৩তম অধিবেশন চলাকালে জেনেভার বিখ্যাত 'ব্রোকেন চেয়ার' স্মৃতিসৌধের কাছে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন বাংলাদেশি প্রবাসীদের একটি সংগঠকগোষ্ঠী। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রদর্শনীতে প্রায় ৩০টি পোস্টার রাখা হয়–এর মধ্যে ১৫টি বাংলাদেশ এবং ১৫টি পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে।

প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের মানবাধিকার, আইনশৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরা হয়। তবে এসব অভিযোগ মূলত প্রদর্শনীর আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য; প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের স্বাধীন যাচাইয়ের তথ্য দেওয়া হয়নি।

প্রাক্তন বাংলাদেশি সংসদ সদস্য আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন বলেন, বাংলাদেশে চলমান মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, জাতিসংঘের জেনেভা কার্যালয়ের সামনে 'ব্রোকেন চেয়ার'-এর কাছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে স্বপন আইনশৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে গুরুতর অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, দেশে আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার সংকুচিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ারও অভিযোগ করেন এবং সংখ্যালঘু ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। স্বপন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বাক্?স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আয়োজনেরও আহ্বান জানান। প্রদর্শনীতে শুধু বাংলাদেশের পরিস্থিতি নয়, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানবাধিকার পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশি মানবাধিকারকর্মী রহমান খালিলুর মামুন বলেন, প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান–দুই দেশের সাধারণ মানুষ, সংখ্যালঘু এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়নের অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি পাকিস্তানের বেলুচ, সিন্ধি এবং পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মামুনের অভিযোগ, পাকিস্তান বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠীকে সমর্থন করেছে। একই সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরার কথা বলেন।

প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়। মামুন বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত নৃশংসতার কথা তারা ভুলে যাননি এবং সেই ইতিহাস আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি একই সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিও আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরার কথা বলেন।

স্বপনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে উগ্রবাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ তোলেন। জেনেভায় এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৬৩তম অধিবেশন চলাকালে। চলতি অধিবেশন ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের অধিবেশনকে ঘিরে জেনেভায় বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একাধিক সভা, প্রতিবাদ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে।

# বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংকট নিয়ে জেনেভা সেমিনারে আলোচনা

**জেনেভা**

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিস্থিতি নিয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন দেশের বক্তারা। জাতিসংঘের চলমান ৬৩তম মানবাধিকার কাউন্সিল অধিবেশনের পাশাপাশি আয়োজিত "কনস্টিটিউশনাল ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ (Constitutional Crisis in Bangladesh)" শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সাংবিধানিক শাসন, রাজনৈতিক বিরোধীদের অবস্থান, মানবাধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হয়।

সেমিনারে বক্তব্য দেন সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরামের (SADF) নির্বাহী পরিচালক পাওলো কাসাকা। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে "গভীর সংকটজনক" হিসেবে বর্ণনা করেন এবং দেশটিতে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিসর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কাসাকা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও অন্যদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ এবং শিক্ষা খাতেও ব্যাপক রাজনৈতিক চাপের অভিযোগ তোলেন তিনি। এসব বক্তব্য অবশ্য সেমিনারে বক্তাদের উত্থাপিত অভিযোগ ও মতামত; প্রতিবেদনে এসব দাবির স্বাধীন যাচাইয়ের কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও সম্পর্ক রয়েছে বলে মন্তব্য করেন কাসাকা।

তার মতে, সরকারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

সেমিনারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণাও আলোচনায় আসে। কাসাকা বলেন, শেখ হাসিনা ডিসেম্বর মাসে পরিস্থিতি যাই হোক বাংলাদেশে ফেরার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি "আশার আলো" হিসেবে দেখা যেতে পারে। তার মতে, শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের চলমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

সেমিনারে অংশ নেওয়া বাংলাদেশি মানবাধিকারকর্মী রহমান খালিলুর মামুনও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশ থেকে বক্তা ও আলোচকরা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ তুলে ধরেছেন। মামুন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বর্তমান নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেন। তিনি এটিকে "অবৈধ" ও "অগণতান্ত্রিক" বলে দাবি করেন এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

সেমিনারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অনলাইনে বক্তব্য দিয়েছেন বলে জানান মামুন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সংহতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। মামুন তার অংশগ্রহণকে অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উল্লেখ করেন।জেনেভায় একই সময়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও একটি আলাদা তিন দিনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তরের কাছে 'ব্রোকেন চেয়ার' স্মৃতিসৌধের কাছে আয়োজিত ওই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে নিয়ে প্রায় ৩০টি পোস্টার প্রদর্শন করা হয় বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিস্থিতি নিয়ে জেনেভার এই আলোচনা এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৬৩তম অধিবেশন ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেনেভায় চলছে।

# গ্রিস-বাংলাদেশ শ্রম চুক্তি কার্যকরে জোর রাষ্ট্রদূতের

**প্রবাস ডেস্ক**

গ্রিসে অলিম্পিয়া ফোরাম ৭-এর একটি উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় দেশটির শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের প্রবেশের সুযোগ বাড়াতে গ্রিস-বাংলাদেশ শ্রমিক চলাচল চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা রহমান সুমনা। তিনি বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তির আওতায় প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৪ হাজার বাংলাদেশি কর্মী গ্রিসে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে গত দুই বছরে প্রকৃতপক্ষে ৫০০ জনেরও কম কর্মী গ্রিসে আসতে পেরেছেন। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর প্রাচীন অলিম্পিয়ার ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিয়া ফোরাম ৭-এর একটি উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় এসব কথা বলেন রাষ্ট্রদূত নাহিদা রহমান সুমনা। 'দ্য ডিপ্লোম্যাটিক পার্সপেক্টিভ : দ্য ফিউচার অব অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাকশনুলেবার মোবিলিটি, স্কিলস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপস' শীর্ষক অধিবেশনে তিনি অংশ নেন। আলোচনা সঞ্চালনা করেন অলিম্পিয়া ফোরামের সভাপতি লেফতেরিস ভারউক্সিস। আলোচনায় রাষ্ট্রদূত সুমনা বলেন, বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণে শ্রমবাজারে নতুন চাপ তৈরি হচ্ছে। এ সমস্যা শুধু গ্রিসের নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক প্রবণতা। পরিবর্তিত জনসংখ্যাগত বাস্তবতায় শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য আনতে সুশৃঙ্খল ও কার্যকর শ্রমিক চলাচল ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গ্রিস-বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় শ্রমিক চলাচল চুক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, এই কাঠামোর আওতায় প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৪ হাজার বাংলাদেশি কর্মী গ্রিসে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু গত দুই বছরে বাস্তবে গ্রিসে আসা বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা ৫০০ জনেরও কম। এর পেছনে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত বাধা রয়েছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, ভিসা দেওয়ার বর্তমান প্রক্রিয়াও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রিসের প্রয়োজনীয় প্রবেশ ভিসা পেতে বাংলাদেশি আবেদনকারীদের বর্তমানে ভারতে যেতে হয়।

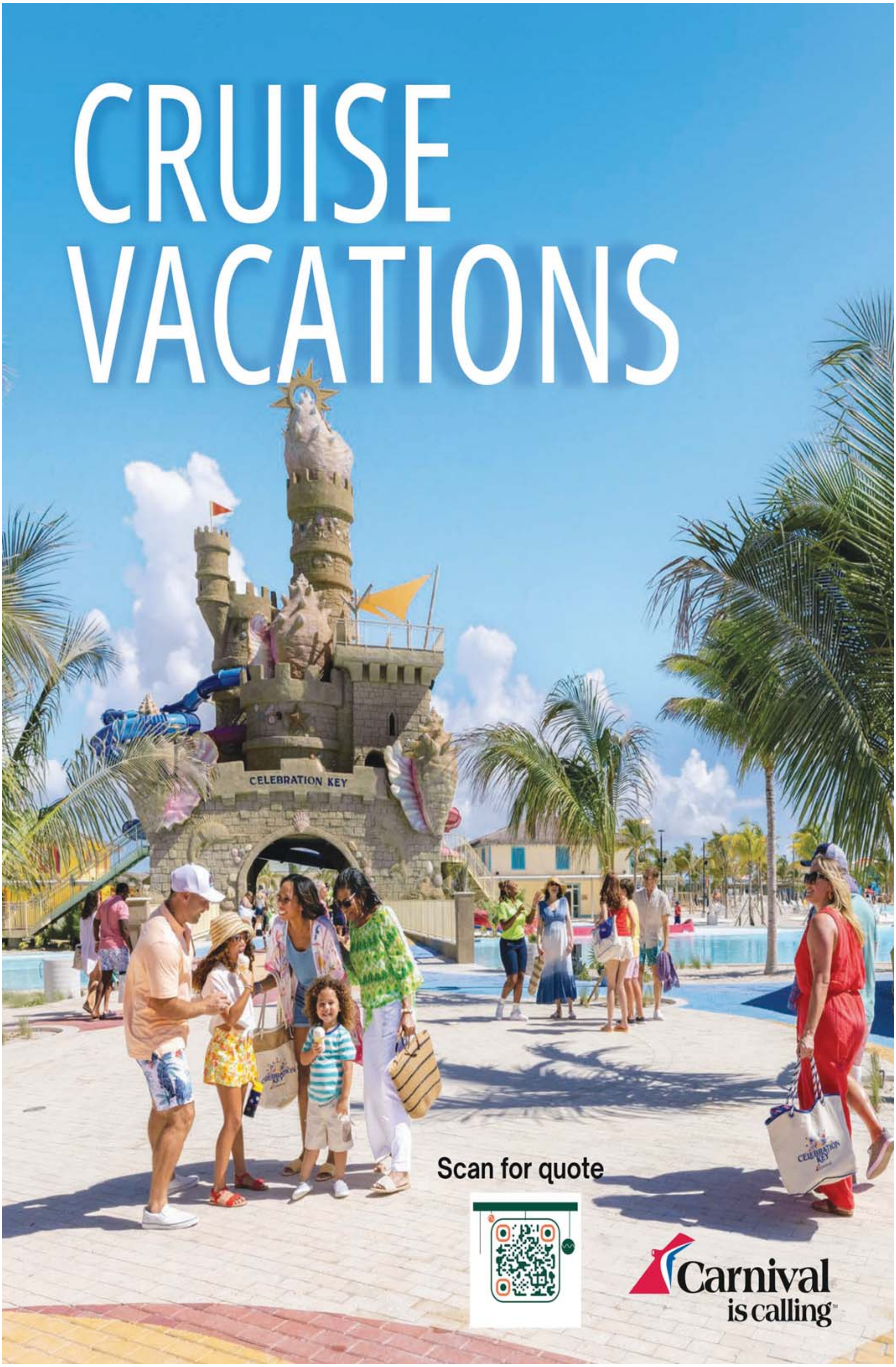
CRUISE
VACATIONS
CELEBRATION KEY
Scan for quote
Carnival
is calling

## ইউক্রেনে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া, শিশুসহ ২০ জনের মৃত্যু

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**

ইউক্রেনজুড়ে একযোগে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এসব হামলায় শিশুসহ অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ।
গত বুধবার ইউক্রেনের বিমানবাহিনীর বরাতে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে জানানো হয়, রাতভর চালানো ওই হামলায় রাশিয়া ১৩০টি ড্রোন, ৪৮টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং অজ্ঞাতসংখ্যক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ১৬১টি লক্ষ্যবস্তু ভূপাতিত করেছে বলেও দাবি করেছে বিমানবাহিনী।
কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, রাশিয়ার হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ, মধ্যাঞ্চলের পোলতাভা, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দনিপ্রোপেত্রোভস্ক ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খারকিভ।
হামলার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া ৭০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছে। ২০২২ সালে মস্কো যুদ্ধ শুরু করার পর এটি রাশিয়ার চালানো সবচেয়ে বড় হামলাগুলোর একটি। জেলেনস্কি বলেন, 'আমাদের জ্বালানি অবকাঠামো ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রুশরা অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে হামলা চালাতে চেয়েছিল।'
হামলায় আবাসিক ভবন, শিল্পকারখানা ও বিভিন্ন অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানান ইউক্রেনের কর্মকর্তারা। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, উত্তরাঞ্চলীয় চেরনিহিভ অঞ্চলের প্রিলুকি শহরে একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবনে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। জরুরি সেবা বিভাগ বলেছে, এতে অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে চারটি শিশু রয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৫০ জন।
বিমান হামলার কারণে সৃষ্ট আগুনে ঘনবসতিপূর্ণ দারনিতস্কি এলাকায় দুজন নিহত হয়েছে বলেও জানান কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিৎসকো। জেলেনস্কি আরও জানান, মধ্য ইউক্রেনের দনিপ্রো ও ক্রেমেনচুকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বহুতল ভবনে আঘাত হানলে দুজন নিহত হয়। এ ছাড়া ওলেকসান্দ্রিয়ায় আরও দুজন নিহত হয়েছে। হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তারা জানিয়েছে, কিয়েভসহ ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলের সামরিক ও শিল্প স্থাপনায় 'ব্যাপক হামলা' চালানো হয়েছে। এতে স্থল, সমুদ্র ও আকাশ থেকে নিক্ষেপযোগ্য উচ্চনির্ভুল অস্ত্রের পাশাপাশি ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে কিয়েভে ফায়ার পয়েন্ট নামের একটি কোম্পানির স্থাপনা ছিল। সেখানে ফ্লামিঙ্গো ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং মাঝারি ও দীর্ঘপাল্লার ড্রোন তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়।
এ ছাড়া কিয়েভ, চেরনিহিভ, কিরোভোহরাদ, দনিপ্রোপেত্রোভস্ক, পোলতাভা ও খারকিভ অঞ্চলেও হামলা চালানো হয়েছে। ওদেসা অঞ্চলের বন্দর ও জাহাজ মেরামতের অবকাঠামোও হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল বলে জানিয়েছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কয়েকটি জাহাজেও হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা। হামলার কথা তুলে ধরে ইউক্রেনের মানবাধিকারবিষয়ক সংসদীয় কমিশনার দিমিত্রো লুবিনেৎস টেলিগ্রামে বলেন, 'ইউক্রেন আবারও সারা রাত রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয়েছে। আরেকটি নির্ঘুম রাত, সন্ত্রাসের আরেকটি ঘটনা। এরপরও সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষকে দিনের কাজের পরিকল্পনা করতে হচ্ছে।' আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কিয়েভে অবিরাম বোমাবর্ষণ চলছে। রুশ বিমান হামলায় জ্বালানি অবকাঠামো, রেল ও সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে দনিপ্রো নদীর ওপর দিয়ে শহরটির বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করা সেতুগুলোও রয়েছে। প্রায় সারাক্ষণই বিমান হামলার সাইরেন বাজছে।

নেপালের নৌয়াকোট জেলার ত্রিশুলীতে আকস্মিক বন্যার পর এক্সকাভেটর দিয়ে কাদা সরানোর কাজ করছেন কর্মীরা। **ছবি: এএফপি**

### মৃত্যু সনদ পেতে ভোগান্তিতে পরিবার

# নেপালে উদ্ধারকাজের সমাপ্তি

### ৫০০০ মানুষ এখনো নিখোঁজ

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**

গত মাসে চীন-নেপাল সীমান্তে ভয়াবহ বন্যায় নিখোঁজ স্বজনদের স্মরণসভা আয়োজিত হয়েছিল কাঠমান্ডুর বাগমতী নদীর তীরে পশুপতিনাথ মন্দিরে। অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বেত্রাবতী গ্রামের মদন লাল লাওয়াত। লাওয়াতের ভাইসহ পাঁচ আত্মীয় সেদিন ভয়াবহ স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন। এখনো তাঁদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। বন্যার সময় গ্রামের বাইরে থাকায় বেঁচে যান লাওয়াত।
এখনো ৫ হাজারের বেশি মানুষ নিখোঁজ। সরকার উদ্ধার অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী, কারও মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব না হলে পবিত্র 'কুশ' ঘাস দিয়ে মৃত ব্যক্তির প্রতীকী প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে স্বজনেরা মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে পারেন। মদন লাল লাওয়াতের মতো মানুষদের কাছে মৃত স্বজনদের সম্মান জানানোর এখন এটাই একমাত্র উপায়।
বন্যার পর ফিরে এসে লাওয়াত অন্যদের কাছ থেকে শোনেন, তাঁর ভাই মঙ্গল এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে গিয়ে সবাইকে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সতর্কবার্তা দিতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হারান।
লাওয়াত বলেন, 'কীভাবে নতুন করে জীবন শুরু করব, আমি জানি না। পুলিশ বলছে, তারা এখনো মরদেহের সন্ধান করছে। কিন্তু আমার মনে হয় না, তারা কখনো মরদেহগুলো খুঁজে পাবে।'
নিখোঁজ ব্যক্তিদের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে লাওয়াতের মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু আইনগতভাবে তাঁদের পরিণতি অনেক বেশি জটিল। নেপালে কোনো নিখোঁজ ব্যক্তিকে ১২ বছর পর মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়।
নেপালের দেওয়ানি আইনের ৪০ ধারায় কিছু ব্যতিক্রমের সুযোগ রয়েছে। তবে গত মাসে দেখা দেওয়া ভয়াবহ বন্যার মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কী করা হবে, সে বিষয়ে আইনে কোনো বিধান নেই।
নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা বলছেন, তাঁরা মৃত্যু সনদ পেতে সমস্যায় পড়ছেন। এর প্রভাব পড়ছে বন্যার ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে শুরু করে সম্পত্তি হস্তান্তর, এমনকি উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রেও। স্বজনেরা শেষকৃত্যের খরচ হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার রুপি (১২২ পাউন্ড বা ১৬২ ডলার) পেতে পারেন। এর পাশাপাশি প্রথম যে স্বজন মারা গেছেন, তাঁর জন্য প্রায় ২ লাখ রুপি (৯৮১ পাউন্ড বা ১ হাজার ৩০২ ডলার) এবং পরবর্তী প্রতিটি মৃত্যুর জন্য ১ লাখ রুপি (৪৯১ পাউন্ড বা ৬৫১ ডলার) করে শোকজনিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এসব অর্থ পেতে হলে প্রথমে মৃত্যু সনদ জমা দিতে হয়। ফলে পরিবারগুলো প্রশাসনিক জটিলতার এক দুঃস্বপ্নে আটকে পড়েছেন। বিদেশে চলে যাওয়া এবং বছরের পর বছর কোনো খোঁজ না পাওয়া ব্যক্তিদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই মূলত এই আইন করা হয়েছিল বলে জানান সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ বিপিন অধিকারী। তিনি বলেন, 'বর্তমান দুর্যোগের বিষয়টি বিবেচনা করলে আইনটি এখন সেকেলে। এখন প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে। তথ্য পাঠানো বা গ্রহণ করা আর এতটা কঠিন নয়।'
লাওয়াতের জন্য এই আইনগত জটিলতা ইতিমধ্যে ভয়াবহ হয়ে ওঠা স্বজন হারানোর শোককে আরও কঠিন করে তুলেছে। গত সপ্তাহে ভাই ও আত্মীয়দের মৃত্যু সনদ নিতে গেলে স্থানীয় পৌরসভা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তাঁকে ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'তাঁরা বলেছেন, মৃত্যু সনদের বিষয়টি নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে। এখন কী করতে হবে, আমরা বুঝতে পারছি না।
সবকিছুই খুব অনিশ্চিত।'
এমনকি মরদেহ উদ্ধার হলেও সেগুলোর পরিচয় শনাক্ত করা ধীরগতির ও কঠিন কাজ। এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৪০০টির বেশি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এত বড় পরিসরে ডিএনএ পরীক্ষা করার অভিজ্ঞতা নেপালের খুব বেশি নেই। কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ মরদেহের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর সেগুলো মাটিতে চিহ্ন রেখে দাফন করেছে, যাতে পরে কোনো পরিবার দাবি করলে মরদেহ শনাক্ত করা যায়।
নেপাল সরকারের সর্বশেষ মূল্যায়ন অনুযায়ী, ৭ হাজার ৫৭০টি ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী, এসব ভবনে প্রায় ৩৩ হাজার মানুষ বসবাস করতেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বলছে, তাদের জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন। বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাসুয়া ও নুওয়াকোট জেলার মধ্যে অবস্থিত বেত্রাবতী। বেত্রাবতী বিদুর পৌরসভার অংশ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই পৌরসভায় ৩ হাজারের বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। দেশটির অন্য যেকোনো পৌরসভার তুলনায় এ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দুর্যোগের কয়েক দিন পর বেত্রাবতী গ্রামে গিয়ে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহ চিত্র। চারদিকে শুধু শক্ত হয়ে যাওয়া কাদা ও পলি। কয়েক মিনিটের পানির স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে গ্রামের অধিকাংশ এলাকা। ব্যস্ত বাজারটি হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন। স্কুল পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মৃত্যু নিশ্চিত করার বিষয়টি কীভাবে সমাধান করা যায়, তা বের করতে এখন স্থানীয় সরকারগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। বিদুরের মেয়র রাজন শ্রেষ্ঠ বলেন, সবকিছু আটকে আছে। নিখোঁজদের পরিবারের প্রাপ্য অর্থ পেতে ১২ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ছোট অর্থনীতির দেশ নেপালের জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ জোগাড় করাও বড় চ্যালেঞ্জ। তার ওপর ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় যে পরিমাণ অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে, তা খুবই কম। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, ৮ হাজার ৩০০টির বেশি পরিবারে শুধু ব্যক্তিগত সামগ্রীর ক্ষতির পরিমাণ ১৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার। অর্থাৎ, প্রতি পরিবারে গড়ে প্রায় ২০ হাজার ডলার করে ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই হিসাব আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে হওয়ায় আসল চিত্র উঠে আসা সম্ভাবনাই কম।
নেপালে বন্যার এক মাস: নিহত ১৪৫৩, এখনো নিখোঁজ প্রায় ৬ হাজারনেপালে বন্যার এক মাস: নিহত ১৪৫৩, এখনো নিখোঁজ প্রায় ৬ হাজার
আর্থিক ক্ষতির এই বিশাল পরিমাণের কারণে দুর্যোগের পর পরিবারগুলোর ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
বিদুরের মেয়র শ্রেষ্ঠ বিষয়টি যত শিগগিরই সম্ভব সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কিছুই করার নেই বলে জানান তিনি। মেয়র বলেন, 'যেসব পরিবার ইতিমধ্যে শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে, তাদের মানসিক কষ্ট আমরা বুঝতে পারি। তবে ভবিষ্যতে কোনো আইনি দায় তৈরি না হয়, সে জন্য কর্মকর্তাদের অবশ্যই আইনের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে।'
এদিকে সরকার বলছে, আইনি জটিলতায় সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে তারা অবগত। বিষয়টির সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে তারা। সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং প্রয়োজন হলে আইন সংশোধনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
একদিকে পরিবারগুলো নিখোঁজ স্বজনদের মৃত্যু সনদ পেতে আইনি জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে, অন্যদিকে বড় ধরনের পুনর্গঠন ব্যয়েরও মুখোমুখি হতে হচ্ছে নেপালকে। বন্যায় স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালসহ কয়েক ডজন সরকারি ভবন ধ্বংস হয়েছে। এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সড়ক, সেতু, বর্জ্যপানি শোধনাগার ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, দেশ পুনর্গঠনে সর্বোচ্চ ৪৮০ কোটি ডলার পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে।
নেপালে ফের ভূমিধস, পাহাড় থেকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার পর্যটকদেরনেপালে ফের ভূমিধস, পাহাড় থেকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার পর্যটকদের
নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহ বলেন, দেশ পুনর্গঠনে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১০ শতাংশের বেশি অর্থ প্রয়োজন হবে। দেশের অর্থনীতির জন্য এটি একটি বিশাল বোঝা।
শাহ এখন নতুন ঋণের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে অনুদানভিত্তিক সহায়তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে নেপালের অবদান সবচেয়ে কম দেশগুলোর মধ্যে হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে দেশটি অন্যতম।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের উপস্থিতিতে দেওয়া বক্তব্যে শাহ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট কোনো দুর্যোগ যখন একটি দরিদ্র দেশের অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয়, তখন এর সমাধান কেবল আরেকটি বড় ঋণ অথবা ছোট ছোট অনুদানের জোড়াতালি হতে পারে না।
ধ্বংসাত্মক কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর নেপালকে এই প্রথম পুনর্গঠনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, এমন নয়।
নেপালের বন্যায় নিখোঁজের ৩৭ দিন পর মালয়েশিয়ান নাগরিক উদ্ধারনেপালের বন্যায় নিখোঁজের ৩৭ দিন পর মালয়েশিয়ান নাগরিক উদ্ধার গত এক মাসের ঘটনা তিসুম ঘালের কাছে পূর্বপরিচিত। ২০১৫ সালে ভূমিকম্পে তিনি ও তাঁর পরিবার তাঁদের বাড়ি হারিয়েছিলেন। কয়েক মাস তাঁরা বাস্তুচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। পরে তাঁরা বেত্রাবতীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এবার সেই আশ্রয়ও কেড়ে নিল সব। গত মাসের বন্যায় তিসুম হারিয়েছেন ১৯ স্বজন। তাঁদের মধ্যে তাঁর পাঁচ বোনও ছিলেন। গ্রামের বাইরে নির্মাণকাজ করতে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেও ফের গৃহহীন হয়ে পড়েছেন তিসুম ঘাল। এখন পর্যন্ত তিনি কোনো ক্ষতিপূরণ পাননি। তাঁর বাড়ি বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়ায় অর্থের ভীষণ প্রয়োজন তাঁর। এ ছাড়া তাঁর বোনেরা আটটি সন্তান রেখে গেছেন, যাদের দেখাশোনার দায়িত্বও এখন তাঁর ওপর। উত্তর নেপালের ৩৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসরত হাজারো বাস্তুচ্যুত মানুষের একজন তিনি। লাওয়াত ও আরও হাজারো পরিবারের মতো তিসুম ঘালও স্বজনদের মরদেহ ছাড়াই শেষকৃত্য করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি আশা করেন, শেষ পর্যন্ত আইনও এমন একটি বিষয় স্বীকার করবে, যা তিনি ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন। তা হলো, তাঁর স্বজনদের আর কখনো ফিরে পাবেন না।

## ৪০ বিঘা খামারের মাছ মরে ভেসে উঠেছে, দেখে অসুস্থ খামারি

**মৌলভীবাজার প্রতিনিধি**

মৌলভীবাজারের জুড়ীতে প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে গড়ে তোলা একটি মাছের খামারে বিভিন্ন জাতের মাছ মরে ভেসে উঠেছে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন খামারি ইলিয়াছ মিয়া। তাঁর দাবি, এতে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে কী কারণে মাছগুলো মারা গেছে, তা এখনো জানা যায়নি।
ক্ষতিগ্রস্ত খামারি ইলিয়াছ মিয়া কয়েক বছর ধরে এই খামারে বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ করছেন। ইলিয়াছ মিয়ার বাড়ি জুড়ী উপজেলার পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়নের পশ্চিম বাছিরপুর গ্রামে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ধামাই চা-বাগানের হাতলিঘাট এলাকায় অবস্থিত ইলিয়াছ মিয়ার খামারে মরা মাছ ভেসে উঠতে শুরু করে। আজ শুক্রবার বড় আকারের মাছ ধরে বিক্রির কথা ছিল তাঁর। খামারে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে স্বজনেরা তাঁকে সিলেট শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করান।
ইলিয়াছ মিয়ার স্বজনেরা জানান, প্রায় ১০ বছর আগে স্থানীয় ধামাই চা-বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টিলার ঢালে থাকা ৪০ বিঘা নিচু জমি ইজারা নেন খামারি ইলিয়াছ। বছরে দুই লাখ টাকায় জমিটি ইজারা নেওয়া হয়। পরে সেখানে বাঁধ দিয়ে মাছের খামার গড়ে তোলেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে খামারে তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, রুইসহ বিভিন্ন জাতের মাছ মরে ভেসে উঠতে থাকে। মাছগুলোর ওজন আধা কেজি থেকে তিন কেজি পর্যন্ত ছিল। খবর পেয়ে খামারে ছুটে যান ইলিয়াছ। একপর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
ইলিয়াছের দুই ছেলে কয়েছ আহমদ ও জসিম উদ্দিন জানান, তাঁদের ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতেও অনেক মাছ মরে ভেসে ওঠে। মৃত মাছগুলো মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলবেন তাঁরা।
তাঁরা আরও জানান, খামারে কেউ বিষ দিয়েছে নাকি অন্য কোনো কারণে এত মাছ হঠাৎ করে মারা গেল, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। কারও সঙ্গে তাঁদের কোনো বিরোধ নেই। এখন বাবাকে নিয়ে চিকিৎসায় ব্যস্ত। সিলেট থেকে ফিরে এসে জুড়ী থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেবেন।
পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বলেন, খামারে মাছের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন।
জুড়ীতে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা পার্শ্ববর্তী বড়লেখা উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা মিছবাহ উদ্দিন জানান, বিষ ছেড়ে মাছ নিধন করা হতে পারে। আবার পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে অ্যামোনিয়া গ্যাস বেড়েও এটা ঘটতে পারে। বিষাক্রান্ত মাছ পরীক্ষার যন্ত্রপাতি তাদের নেই। তবে অক্সিজেন ও অ্যামোনিয়ার মাত্রা পরীক্ষার যন্ত্রপাতি আছে। খামারের পানি পরীক্ষা করে দেখা হবে।
এ বিষয়ে জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ পেলে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে।

## কুমিল্লায় কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে আটক আরও ৩৬৩

**খবর প্রতিনিধি**

কুমিল্লা জেলায় কিশোর গ্যাং ও উঠতি বয়সী বখাটেদের বিরুদ্ধে একযোগে অভিযান চালিয়ে আরও ৩৬৩ জনকে আটক করেছে জেলা পুলিশ। শুক্রবার (২ অক্টোবর) মাগরিবের পর থেকে শনিবার (৩ অক্টোবর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার ১৮টি থানায় থানা-পুলিশ ও জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) সমন্বিতভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে। শনিবার (৩ অক্টোবর) সকালে কুমিল্লা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. লুৎফর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কুমিল্লা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামানের নির্দেশনায় এবং তাঁর সরাসরি অংশগ্রহণে জেলার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের পাশাপাশি ডিবি পুলিশের সদস্যরাও অংশ নেন।
কিশোর বয়সী বখাটেদের উৎপাত ও অপরাধপ্রবণতা রয়েছে–এমন বিভিন্ন স্থানকে অভিযানের আওতায় নেওয়া হয়। জেলার ১৮টি থানার আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় রাতভর অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন ৩৬৩ জনকে আটক করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. লুৎফর রহমান বলেন, কিশোর বয়সী ছেলেরা যাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য কুমিল্লা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিত কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে জেলা পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে। অভিযানে আটক ব্যক্তিদের অপরাধের সম্পৃক্ততা যাচাই করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানির শিকার না হন, সেটিও কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

## বিদেশি শিক্ষার্থীরা কাজ করতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে হবে ৭০ হাজার ডলার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করা বিদেশি শিক্ষার্থীরা দেশটিতে কাজ করতে চাইলে তাদের অন্তত ৭০ হাজার ডলার প্রশিক্ষণ ফি দিতে হবে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) গতকাল বুধবার অনলাইনে প্রকাশিত এক সরকারি নোটিশে এমন প্রস্তাব দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের বিদেশি ভিসাধারীদের ওপর ব্যাপক কড়াকড়ির অংশ হিসেবে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির প্রস্তাব অনুযায়ী, এফ-১ ভিসাধারী অঅভিবাসী শিক্ষার্থীদের চাকরির প্রশিক্ষণের জন্য একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ৭০ হাজার ডলার দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণকে বলা হয় 'অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং' বা ওপিটি। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত কোনো কাজের প্রশিক্ষণের জন্য দিতে হবে আরও ৩০ হাজার ডলার।

ডিএইচএস বলেছে, নতুন নিয়মের উদ্দেশ্য হলো 'প্রতারণা বন্ধ করা, অভিবাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা জোরদার করা এবং মার্কিন কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়া।' ওপিটি ব্যবস্থার আওতায় বিদেশি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা চলাকালে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘণ্টা কাজের প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। স্নাতক হওয়ার পরও সীমিত সময়ের জন্য তারা এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বা স্টেম (ঝঞঊগ) বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের জন্য অতিরিক্ত সময়ের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় ৫০০ ডলার দিতে হয়।

ডিএইচএস বলেছে, 'এফ-১ অ-অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ কার্যক্রমে নিয়োগকর্তা, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নিচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতেই ডিএইচএস এখন এই ফি নির্ধারণ করছে।'

# রেকর্ডের সর্বোচ্চ তীব্রতায় এল নিনো শীতজুড়ে থাকার পূর্বাভাস জাপানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

২০১৫ সালে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় একটি শুকিয়ে যাওয়া মৎস্য খামারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক পরিবারের কয়েকজন সদস্য; সেবার 'এল নিনো' আবহাওয়ার প্রভাবে কৃষিজমি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, এল নিনো পরিস্থিতি রেকর্ড করা ইতিহাসের সর্বোচ্চ তীব্রতায় পৌঁছেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে শক্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়া এই জলবায়ু পরিস্থিতি উত্তর গোলার্ধের শীতকালজুড়ে অব্যাহত থাকার জোরালো পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের ধরনে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জাপানের আবহাওয়া সংস্থা আজ শুক্রবার জানায়, এল নিনো পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি রয়েছে। ১৯৪৯ সালে রেকর্ড রাখা শুরুর পর এটিই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

বেশ কয়েক মাস ধরেই আবহাওয়াবিদেরা সতর্ক করে আসছেন, ২০২৬ সালের এল নিনো অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে। পরিস্থিতির অস্বাভাবিক তীব্রতার কারণে একে 'সুপার এল নিনো' বলেও অভিহিত করছেন তাঁরা।

এল নিনো হলো প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত এল নিনো-সাউদার্ন অসিলেশন (ইএনএসও) জলবায়ুচক্রের উষ্ণ পর্যায়। এই চক্র বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সাধারণত প্রতি দুই থেকে সাত বছর অন্তর এল নিনো দেখা দেয়। এর প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়তে পারে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক ধরন ব্যাহত হয়। কোথাও দীর্ঘস্থায়ী খরা দেখা দেয়, আবার কোথাও অতিবৃষ্টি ও বন্যার ঝুঁকি বাড়ে।

জাপানের এই সতর্কতার এক দিন আগে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) জানিয়েছিল, এল নিনোর তীব্রতা আরও বাড়তে পারে এবং ডিসেম্বরের দিকে এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে। ডব্লিউএমওর মহাসচিব সেলেস্তে সাউলো বলেন, সংস্থাটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এল নিনো পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা প্রায় ১০০ শতাংশ।

একই সঙ্গে ১৯৫০ সালের পর এটি অন্যতম শক্তিশালী এল নিনো হতে পারে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাব গত মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এল নিনো সংশ্লিষ্ট তাপপ্রবাহের কারণে ২০২৬ সালের জুন থেকে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অতিরিক্ত ৪ লাখ ৫১ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এটি গবেষকদের মডেলভিত্তিক পূর্বাভাস, নিশ্চিত মৃত্যুসংখ্যা নয়। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, স্বাভাবিক বছরের তুলনায় অতি উষ্ণ দিনের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ বাড়তে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের আগস্ট মাস বৈশ্বিক উষ্ণতার রেকর্ডে ২০২৩ সালের জুলাইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিল। ওই দুই মাসে বিশ্বজুড়ে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুর গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কোপার্নিকাসের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত বুলেটিনে বলা হয়, এল নিনোর তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা বজায় ছিল। এতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

### রাশিয়ার নতুন রণকৌশল

## ইউক্রেনের যোগাযোগব্যবস্থা পঙ্গু করার লক্ষ্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

পূর্ব ইউক্রেনের ক্রামাতোরস্ক শহরে যাত্রীবাহী দুটি বাসে রাশিয়ার ছোঁড়া একটি গ্লাইড বোমা সরাসরি আঘাত হানে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ হামলায় অন্তত ৩০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৮ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের বরাতে এই প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছে, হামলাটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের ফ্রন্ট লাইন থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শহরের একটি ব্যস্ত সড়কে বিমান থেকে এই গ্লাইড বোমাটি ফেলা হয়। গ্লাইড বোমাগুলো আকাশ থেকে ফেলার পর লক্ষ্যবস্তুর নির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গিয়ে আঘাত হানতে পারে।

হামলার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান ভাদিম ফিলাশকিন সামাজিক মাধ্যম টেলিগ্রামে লিখেছেন, 'রুশ বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য বানাচ্ছে। তাদের কাছে যাত্রীতে ঠাসা একটি বাস সবচেয়ে লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু, কারণ মাত্র একটি আঘাতেই এখানে সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা সম্ভব।' তিনি আরও বলেন, 'রাশিয়া আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও যুদ্ধের সব নিয়ম জেনেশুনে লঙ্ঘন করছে। যেখানে সবচেয়ে বেশি বেসামরিক প্রাণহানি ঘটানো সম্ভব, তারা সেখানেই আঘাত হানছে।' হামলার পরপরই রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনের সামগ্রিক পরিবহন অবকাঠামো ধ্বংসের নতুন কৌশলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রামাতোরস্ক এবং প্রতিবেশী স্লোভিয়ানস্ক শহরে সব ধরনের গণপরিবহন চলাচল স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন ফিলাশকিন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করার নতুন কৌশল

কিয়েভভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পেন্টা'র প্রধান ভলোদিমির ফেসেঙ্কো এই হামলাকে রাশিয়ার রণকৌশলের নতুন রূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আগে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও হিটিং ব্যবস্থা অচল করা। কিন্তু এখন তাদের নতুন কাজ হলো দেশের পরিবহন অবকাঠামো অচল করে দিয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মারাত্মক ধস নামানো।' রেলপথ, বাস, মিনিবাস, পেট্রোল পাম্প, সেতু ও সমুদ্রবন্দরে অনবরত হামলা চালিয়ে ইউক্রেনীয়দের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং নিজেদের শর্তে শান্তি মেনে নিতে বাধ্য করাই মস্কোর প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসেই ইউক্রেনে ১৫ হাজার ২৮০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত বা আহত হয়েছেন–যা ২০২৫ সালের একই সময়ের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি। যদিও শুরু থেকেই রাশিয়া সাধারণ বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার দায় অস্বীকার করে আসছে।

২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণাঙ্গ আক্রমণের পর থেকে আকাশপথে বেসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে ট্রেন, বাস ও ট্রাকই এখন ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ, নিত্যপণ্য সরবরাহ ও সামরিক-মানবিক সহায়তার একমাত্র অবলম্বন। রাষ্ট্রীয় রেল সংস্থা 'উকরজালিজনিৎসিয়া' জানিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে অন্তত ৫২১টি লোকোমোটিভ ড্রোন ও গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার তিন-পঞ্চমাংশই ঘটেছে চলতি ২০২৬ সালে।

গত জানুয়ারিতে খারকিভে চলন্ত ট্রেনে হামলায় ৫ যাত্রী নিহত হন। এমনকি গত ১৪ সেপ্টেম্বর সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে বহনকারী ট্রেন পোল্যান্ড সীমান্তে প্রবেশের মাত্র ৩০ মিনিট পর পশ্চিমাঞ্চলীয় ইয়াহোদিন স্টেশনে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের লোকোমোটিভে ড্রোন হামলা চালানো হয়।

ইউক্রেনীয় ড্রোন যুদ্ধের অগ্রদূত আন্দ্রি প্রোনিন জানান, রাশিয়ার নতুন প্রজন্মের ড্রোনগুলো এখন আর আগের মতো ধীরগতির নয়। এগুলো জেট-চালিত, অতিরিক্ত বিস্ফোরক বহনে সক্ষম এবং দূর থেকে চালক দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত। 'মেশ নেটওয়ার্ক' ব্যবহারের মাধ্যমে এক ড্রোন অন্য ড্রোনের সংকেত বাড়াতে সাহায্য করে।

কর্মকর্তারা জানান, অনেক ক্ষেত্রে টেলিগ্রামে বিপুল অর্থের লোভ দেখিয়ে ইউক্রেনীয় কিশোর ও নাগরিকদের ফাঁদে ফেলে ঘরের মোডেম চালু রাখা হয়, যা থেকে ড্রোনের সংকেত গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি পাশের দেশ বেলারুশের মোবাইল নেটওয়ার্ক ও চোরাচালানকৃত সিম কার্ডের সংকেত ব্যবহার করে ড্রোনগুলোকে ইউক্রেনের যেকোনো প্রান্তে পরিচালনা করছে রাশিয়া।

হামলার আশঙ্কায় এখন পুরো ইউক্রেনজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী কিয়েভ থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর জাপোরিজিয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত জীবন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন।

## আমি নোবেল পাওয়ার যোগ্য : ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইরান যুদ্ধ শুরু করা ও এখন পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। তিনি নোবেল পাওয়ার যোগ্য। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার তিনি এই কথা বলেছেন। তবে নিজের নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, নোবেল তাঁকে দেওয়া হবে কি না, তিনি জানেন না।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, 'আমি জানি না, তাদের সিদ্ধান্ত কী হতে যাচ্ছে। আমার মতো মানুষদের হয়তো এই পুরস্কার না দেওয়ার ব্যাপারে তাদের একটা পরিচিতি আছে।' নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি আগামীকাল শুক্রবার এই পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করবে।

গত বছর হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে ট্রাম্প বারবার দাবি করে আসছেন যে, তিনি বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

গতকাল বুধবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'এখনই এর সঠিক সময়।

কিন্তু গতবার পরোক্ষভাবে এই পুরস্কার পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছিলাম, কারণ বিজয়ী নিজে বলেছিলেন যে, ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে বেশি পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই।'

ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো গত জানুয়ারিতে ভেনিজুয়েলায় তাঁর প্রচেষ্টায় মার্কিন সমর্থন পাওয়ার আশায় ট্রাম্পের হাতে তাঁর প্রাপ্ত ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদকটি তুলে দেন।

ট্রাম্প বলেন, গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আটটি সংঘাত বা দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করার কারণে তাঁর এই পুরস্কার পাওয়া উচিত। কম্বোডিয়া, ইসরায়েল ও পাকিস্তানের নেতারা জানিয়েছেন যে, তাঁরা ট্রাম্পকে মনোনয়ন দিয়েছেন, যদিও এই তথ্যের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করার কোনো উপায় নেই।

ট্রাম্প যে সংঘাতগুলো সমাধান করেছেন বলে দাবি করেন, তার বেশ কয়েকটি পক্ষ মার্কিন প্রেসিডেন্টের কূটনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আপত্তি তুলেছ এবং কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলসহ কিছু এলাকায় পুনরায় লড়াই শুরু হয়েছে।

## যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ বছর পর ফের ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দেখানো হবে লাইভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ফোর্ট হুড সামরিক ঘাঁটিতে ২০০৯ সালে ১৩ জনকে গুলি করে হত্যাকারী এক বন্দির মৃত্যুদণ্ড ফায়ারিং স্কোয়াডে (গুলি করে মৃত্যুদণ্ড) মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগন জানিয়েছে, মার্কিন ইতিহাসের এই নজিরবিহীন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দৃশ্য সরাসরি ইন্টারনেটে সম্প্রচার (লাইভস্ট্রিম) করা হবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, নিদাল হাসান নামের এই সাবেক সেনা মনোচিকিৎসক ১৯৪৫ সালের পর মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতে ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি হতে যাচ্ছেন। আগামী ৩ ডিসেম্বর টেক্সাসের সেই সুবিশাল ফোর্ট হুড সামরিক ঘাঁটিতেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ঘাঁটিরই এক চিকিৎসাকেন্দ্রে লেজারযুক্ত পিস্তল দিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে টেনেসি অঙ্গরাজ্যে এক নারীর ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে যখন তীব্র বিতর্ক চলছে, ঠিক তখনই এই সিদ্ধান্ত এল।

পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'এটি সরাসরি লাইভস্ট্রিম করা হবে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।'

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ফায়ারিং স্কোয়াডে নিদাল হাসানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। তিনি এক্সে শেয়ার করা এক পোস্টে লাইভস্ট্রিমের এই পরিকল্পনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অতীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দৃশ্য টিভিতে সম্প্রচারের চেষ্টা করলেও আদালত তা আটকে দিয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা জানান, বিশ্বের আর কোনো দেশ আইনি মৃত্যুদণ্ড এভাবে টিভিতে বা সরাসরি ইন্টারনেটে সম্প্রচার করেছে বলে জানা নেই।

বিশ্বজুড়ে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরান এবং তালেবানশাসিত আফগানিস্তান।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গ জনতার নির্মম নির্যাতন বা পিটিয়ে হত্যার (লিঞ্চিং) মতো ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা হতো। মৃত্যুদণ্ডসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনিভাবে অনুমোদিত সর্বশেষ পাবলিক মৃত্যুদণ্ড বা প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। এক শ্বেতাঙ্গ নারীকে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের সেই ফাঁসির দৃশ্য সেদিন হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল।

হেগসেথ বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করব যাতে মানুষ এটি দেখতে পায়, এটি যেন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। কারণ মানুষের বোঝা দরকার যে...এ ধরনের কাজের জন্য গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হয়।' হাসানের কোনো শেষ অনুরোধ ছিল কি না জানতে চাইলে হেগসেথ বলেন, 'তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আগামী ৩ ডিসেম্বর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।' ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন জরুরি

এর আগে, ২০১৩ সালের আগস্টে এক সামরিক জুরি ৪৫টি পূর্বপরিকল্পিত হত্যা এবং পূর্বপরিকল্পিত হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ৫৬ বছর বয়সী নিদাল হাসানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। যে সময় এই গুলির ঘটনা ঘটে, তার কয়েক সপ্তাহ পর আফগানিস্তানে মোতায়েন হওয়ার কথা ছিল হাসানের। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের গুলিতে তিনি আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত (প্যারালাইজড) হয়ে পড়েন এবং তারপর থেকে হুইলচেয়ারে বন্দি।

মার্কিন সামরিক আইন অনুযায়ী, ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাগে। পেন্টাগন সোমবার জানিয়েছে, হেগসেথের সুপারিশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এতে সম্মতি দিয়েছেন। ডেথ পেনাল্টি ইনফরমেশন সেন্টার অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের আইন রয়েছে। ২০২৫ সালে সাউথ ক্যারোলাইনায় ১৫ বছরের মধ্যে প্রথম এমন ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। গুরুতর সংঘাত বা অপরাধের জন্য ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদনযোগ্য পদ্ধতির তালিকায় বৈদ্যুতিক চেয়ার ও বিষাক্ত গ্যাসের পাশাপাশি ফায়ারিং স্কোয়াডকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিষাক্ত রাসায়নিক পেতে যে ক্রমাগত সমস্যা হচ্ছিল এবং এটি কার্যকর করতে যেসব জটিলতা তৈরি হচ্ছিল, মূলত সে কারণেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পথ বা বিকল্পগুলোর পরিধি বাড়ানো হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
সিনিয়র সহ সভাপতি
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A2
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সভাপতি
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক
প্রেসিডেন্ট
স্মার্ট ষ্টাফিং সার্ভিসেস ইন্‌ক
সেক্রেটারী
রোটারী ক্লাব অব বাংলাদেশী আমেরিকান
উপদেষ্টা
কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
সাবেক সভাপতি
দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
আজীবন সদস্য
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নিউইয়র্ক
প্রতিষ্ঠাতা
বায়তুল মামুর জামে মসজিদ ও রহা হেফজখানা
আজীবন সদস্য
বাতুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
মসজিদ আবু হুরায়রা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
DULAL BEHEDO
SENIOR VICE PRESIDENT
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ সভাপতি
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL

Carnival®
CHOOSE FUN®
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
4-Day The Bahamas Cruise
FROM MIAMI
Sun, Sand & Endless Smiles
Small Getaway Big Memories
CARNIVAL SUNRISE
Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE
Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN
Miami
FLORIDA
SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL
SHIP
Carnival Sunrise®
ITINERARY
DAY 1 NOV 29 MIAMI, FLORIDA Departure: 6:00 PM
DAY 2 NOV 30 AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 DEC 01 HALF MOON CAY™ Arrival: 8:00 AM Departure: 4:00 PM
DAY 4 DEC 02 CELEBRATION KEY™ Arrival: 8:00 AM Departure: 5:00 PM
DAY 5 DEC 03 MIAMI, FLORIDA Arrival: 8:00 AM
Escape to Paradise
FROM $199 PP*
Average per person, based on 2-person room
4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!
CHOOSE YOUR PERFECT CABIN
INTERIOR From $199 PP
OCEANVIEW From $280 PP
BALCONY From $484 PP
SUITE From $828 PP
WHY CARNIVAL SUNRISE?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
MORE FUN AWAITS!
Stunning Pools & Decks
Live Shows & Nightlife
Delicious Dining Options
Shore Excursions & More!
More Beaches More Smiles More Carnival
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

# নিজের মতো সময় কাটানোই ভ্রমণের বিলাসিতা

**ভ্রমণ ডেস্ক**

বিলাসভ্রমণের ধরন বদলে যাচ্ছে। বিলাসভ্রমণকারীদের চাহিদায় যেমন বৈচিত্র্য আসছে, তেমনি তাঁদের এককথায় সংজ্ঞায়িত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিজের পছন্দে প্রাধান্য দেওয়া। বাস্তবতা হচ্ছে, বিলাস ভ্রমণের ধারণা এখন আর শুধু নামী হোটেল, দামি সাজসজ্জা বা জাঁকজমকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন ভ্রমণকারীরা নিজেদের পছন্দ ও স্বাধীনতায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাড়তি আয়োজন নয়, বরং তাঁরা খুঁজছেন গভীর ও অর্থবহ অভিজ্ঞতা। যেমন, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা ও প্রচলিত পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করা। খবর ফোর্বস ম্যাগাজিনের। সে কারণে হোটেলের ভূমিকাও বদলে যাচ্ছে। শুধু ভালো ঘর বা উন্নত সেবা দিলেই হচ্ছে না। সেই সঙ্গে ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে হোটেলকে যুক্ত হতে হচ্ছে। যেমন, কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা মানুষ এবং অসুস্থতা কাটানো বা শরীর-মন ভালো রাখার জন্য ভ্রমণ করতে আসা মানুষের লক্ষ্য পূরণেও হোটেলগুলোকে বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। আরও দেখা যাচ্ছে, একসঙ্গে কয়েক প্রজন্মের মানুষ ভ্রমনে বেরোচ্ছেন। ফলে এমন ব্যবস্থা ও আয়োজন দরকার হচ্ছে, যেখানে পরিবারের সবাই একসঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন, আবার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত পরিসরও পাবেন। আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টসের বৈশ্বিক বিলাসবহুল ব্র্যান্ড বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট টম রাউন্ট্রি বলেন, 'বিলাসিতা একেক মানুষের কাছে একেক অর্থ বহন করে; এর পরিসর অনেক বিস্তৃত ও গভীর। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বিলাসপণ্যের বৃহত্তর বাজার যখন একভাবে চাপের মুখে, তখন বিলাসভ্রমণের আকর্ষণ ধরে রাখার পেছনে এই বৈচিত্র্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হোটেল এখন শুধু মর্যাদার বিষয় নয়; হোটেলের কারণে ভ্রমণকারীদের সময় বাঁচে, ঝামেলা কমে। সেই সঙ্গে তা মানুষকে এমন অভিজ্ঞতার সন্ধান দেয়, যা অন্য কোথাও পাওয়া কঠিন।

ব্যক্তিগত পছন্দই বিলাসিতার নতুন সংজ্ঞা:
বিলাসভ্রমণকারীরা উচ্চমানের সেবা চান, তবে সব সময় যে হোটেলের কর্মচারীরা তাঁদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তাঁরা সেটা চান না। তাঁরা যে সব সময় একই ধরনের মনোযোগ চান, বিষয়টি তাও নয়। কেউ বিস্তারিত ভ্রমণসূচি পছন্দ করেন, আবার কেউ চান সম্পূর্ণ গোপনীয়তা। এমনকি একই ব্যক্তি একই ভ্রমণের একপর্যায়ে কেবল ছোটাছুটি করতে পারেন, আবার অন্য সময়ে একান্তে থাকতে চাইতে পারেন। টম রাউন্ট্রির ভাষায়, বিষয়টি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি কী চান, তার ওপর। সমুদ্রভ্রমণের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এক্সপ্লোরা জার্নিসের প্রেসিডেন্ট আনা ন্যাশ বলেন, ভ্রমণে নিজের সময়, নিজের পরিসর ও নিজের মতো করে অভিজ্ঞতা নেওয়ার স্বাধীনতাই প্রকৃত বিলাসিতা।

হোটেল কোম্পানিগুলোর কাজ শুধু নতুন নতুন সুযোগসুবিধা যোগ করা নয়; বরং ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝে সেই অনুযায়ী সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কারও কাছে ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে সুস্থতা, কারও কাছে খাবার, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া কিংবা কোনো বড় ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করা।

গ্লোবাল হোটেল অ্যালায়েন্সের বিলাসভ্রমণবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টি গোল বলেন, এখনকার বিলাসভ্রমণকারীরা বাড়তি জাঁকজমকের চেয়ে যেটা বেশি চান সেটা হলো, আরও নিবিড়ভাবে সময় উপভোগ এবং গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করা। হোটেলগুলোও এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে অতিথিকে স্বীকৃতি দেওয়া, আগেভাগে কক্ষে ঢোকার সুযোগ, দেরিতে কক্ষ ছাড়ার সুবিধা ও বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে তারা। ফলে ভ্রমণকারীদের যেমন সময় বাঁচছে, তেমনি ঝামেলাও কমছে।

পরিচিত শহর ছাড়িয়ে অচেনা অঞ্চলে:
এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিলাসভ্রমণের বড় সম্ভাবনা দেখছেন আইএইচজি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসের ভাইস প্রেসিডেন্ট টম রাউন্ট্রি। বিশেষ করে জাপান, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ায় এ প্রবণতা জোরালো হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় এসব দেশে পর্যটক বাড়ছে। বিষয়টি হলো, পর্যটকেরা একবার কোনো দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলে তার ভেতরে যেতে চাইছেন, কেবল পরিচিত পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে থাকছেন না তাঁরা। জাপানের উদাহরণ ধরা যাক। আন্তর্জাতিক পর্যটকেরা সাধারণত টোকিও, কিয়োটো ও ওসাকাকে দিয়ে ভ্রমণ শুরু করেন। পরে দেশটির সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলে তাঁরা ভেতরের দিকে যেতে চান, অর্থাৎ অচেনা অঞ্চল দেখতে চান। রাউন্ট্রি বলেন, পর্যটকেরা প্রথমে পরিচিত শহরগুলোতে আসেন। এরপর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেশের আরও গভীরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। এর প্রভাব পড়ছে হোটেল ব্যবসাতেও। বারবার বিলাসভ্রমণে যাওয়া পর্যটকেরা একই বিখ্যাত স্থাপনা দেখতে আগের মতো আগ্রহী নাও হতে পারেন। বরং তাঁরা শান্ত, নিরুপদ্রব কোনো অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার কিংবা প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে চান। এই চাহিদা বিবেচনায় জাপানের মিয়োকো অঞ্চলে সিক্স সেন্সেস ও কারুইজাওয়ায় রিজেন্টের মতো নতুন হোটেল চালুর পরিকল্পনা করছে আইএইচজি। মালয়েশিয়াতেও একই ধরনের সুযোগ রয়েছে। রাউন্ট্রির হিসাবে, দেশটির মোট হোটেল কক্ষের প্রায় ৯ শতাংশ বিলাসবহুল শ্রেণির। অথচ দেশটিতে পর্যটনের ভিত্তি বেশ শক্তিশালী। আইএইচজি পেনাংয়ে একটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও কুয়ালালামপুরে রিজেন্ট হোটেল চালুর পরিকল্পনা করছে।

নেভিস ট্যুরিজম অথরিটির প্রধান নির্বাহী আন্দিয়া রাভারিয়ের বলেন, তাঁদের পর্যটকেরা বেশি কিছু চান না; তাঁরা চান 'বাস্তব কিছু'।

ক্যারিবীয় সাগরের নেভিস দ্বীপে তাই সবার জন্য সবকিছু আয়োজনের চেষ্টা করা হয়নি। রাভারিয়ের বলেন, সেখানে বিলাসভ্রমণের অর্থ হতে পারে নেভিসের পাহাড়ে চড়া, প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণে যাওয়া কিংবা স্থানীয় রাঁধুনির সঙ্গে খাবার তৈরি করা। তাঁর ভাষায়, এটা অনেকটা খালি পায়ে ধীরলয়ে হেঁটে গভীরভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করা।

উপলক্ষ কেন্দ্র করে ভ্রমণ:
বিলাসভ্রমণকারীরা এখন অনেক সময় হোটেলকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ পরিকল্পনা করছেন না। বরং কোনো কনসার্ট, বড় ক্রীড়া আয়োজন বা নামী রেস্তোরাঁয় খাবারের সুযোগই ভ্রমণের মূল কারণ হয়ে উঠছে। হোটেল তখন বৃহত্তর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে।

ফলে হোটেল ব্র্যান্ডগুলোর ওপর অতিথিকক্ষ ও লবির বাইরেও আরও কিছু করার চাপ তৈরি হচ্ছে।

আইএইচজি স্থানীয় সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। তাদের 'ইনসাইডার্স এক্সপার্টিজ' কর্মসূচির মাধ্যমে হোটেলের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তিও এই পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। তবে ভ্রমণ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রযুক্তির পাশাপাশি স্থানীয় জ্ঞান ও মানবিক সেবার গুরুত্ব রয়ে গেছে।

একসঙ্গে সাত প্রজন্ম:
একসঙ্গে একাধিক প্রজন্মের একসঙ্গে ভ্রমণ বিলাসভ্রমণের ধরন বদলে দিচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে সময় কাটাতে চান, আবার প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ ও ব্যক্তিগত পরিসর প্রয়োজন।

আইএইচজির রাউন্ট্রি বলেন, এখন একই পরিবারের একাধিক প্রজন্ম পর্যন্ত একসঙ্গে ভ্রমণ করছেন–সবচেয়ে বয়স্ক প্রজন্ম থেকে শুরু করে জেনারেশন বেটা (জন্ম ২০১৫) পর্যন্ত। রাউন্ট্রি বলেন, ২৮ বছর আগে তিনি ইন্টারকন্টিনেন্টালে কর্মজীবন শুরু করার সময় দেখেছেন, একসঙ্গে সাধারণত দুই প্রজন্ম ভ্রমণ করত। এখন সেখানে সাত প্রজন্ম পর্যন্ত একসঙ্গে যাচ্ছে। ফলে হোটেল ও রিসোর্টগুলোকে সাত প্রজন্মের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা বিবেচনায় নিতে হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, দামি হোটেল, জাঁকজমক ও বাড়তি সেবার চেয়ে ভ্রমণকারীদের কাছে এখন নিজের সময়, ব্যক্তিগত পরিসর ও স্বাধীনতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সংস্কৃতি, নির্জনতা, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো কিংবা বিশেষ কোনো আয়োজন–নিজের মতো করে অভিজ্ঞতা নেওয়াই হয়ে উঠছে নতুন বিলাসিতা। ফলে ভ্রমণশিল্পও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবায় ঝুঁকছে।

# কাঠমান্ডুর বৌদ্ধনাথ স্তুপায়

**ভ্রমণ ডেস্ক**

বলা হয়, নেপাল নামের উৎপত্তি দুটি শব্দ নে (পবিত্র) এবং পাল (গুহা) থেকে এসেছে। এর অর্থ পবিত্র গুহা। এই পবিত্র গুহা বা নেপাল শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, বিশ্বের অনিন্দ্যসুন্দর এবং আকর্ষণীয় দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

নেপালের লুম্বিনিতে জন্মেছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। তাই কাঠমান্ডু বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ ভ্রমণ একটি মূল্যবান সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। স্তূপগুলো ঘুরে দেখার সময় আপনি সন্ন্যাসীদের আবৃত্তি, প্রার্থনার চাকা ঘুরাতে এবং ভক্তদের আচার-অনুষ্ঠান করতে দেখতে পাবেন। এটি একটি পবিত্র এবং অত্যন্ত আধ্যাত্মিক স্থান, যা নেপালে বৌদ্ধধর্মের একটি শক্তিশালী পরিচয় দেয়।

সেদিন ছিল নেপাল ভ্রমণের চতুর্থ দিন। সকালের নাশতা সারলাম ফলের জুস, ডিম সেদ্ধ, পাউরুটি টোস্ট, সবজি দিয়ে। এর মধ্যে সুমিত দা এসে হাজির। আমাদের গন্তব্য ছিল ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত বৌদ্ধনাথ স্তুপা। দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চার চাকার বাহনে চড়ে পিচঢালা পথে এগিয়ে চলছি। পথে অসংখ্য চায়ের দোকান, কফি শপ, ছোটখাটো রেস্টুরেন্ট। বেশির ভাগ দোকান চালাচ্ছেন নারীরা। সুমিত দা জানালেন, পর্যটন এলাকায় পুলিশ খুবই কড়া। তাই নারীরা কাজ করলেও কাঠমান্ডু শহরে যৌন হয়রানি বা এ ধরনের অপরাধ নেই বললেই চলে।

অবশেষে পৌঁছলাম বৌদ্ধনাথ স্তুপা প্রবেশ দ্বারে। এখানে সার্কভুক্ত দেশের জন্য প্রবেশ মূল্য নেপালি ১০০ রুপি। অন্যান্য দেশের জন্য ৪০০ নেপালি রুপি। অসাধারণ কারুকার্য খোচিত প্রবেশ দ্বার। এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। দূর থেকে মনে হচ্ছিল গৌতম বুদ্ধ যেন তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। ভেতরে বেশ কিছু দোকানে নানা ধরনের অ্যান্টিক, গহনা, পর্যটন-স্মারকসহ নেপালের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন পণ্য সাজানো। রেস্টুরেন্টও আছে কিছু। সব জায়গাতেই পুণ্যার্থী আর পর্যটকের ভিড়। ৩৬ মিটার বা ১১৮ ফুট উচ্চতা নিয়ে এটি নেপালের বৃহত্তম প্যাগোডা। চারপাশে ৫০টির মতো তিব্বতি মন্দির। ১৯৭৯ সালে এটি স্বয়ম্ভুনাথ স্তুপার সঙ্গে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। নেপালের গোপাল রাজাবংশাবলি অনুযায়ী বৌদ্ধনাথ স্তুপা লিচ্ছবি রাজ শিবাদেব (৫৯০-৬০৪ খ্রি.) বা রাজা মানদেব (৪৬৪-৫০৫ খ্রি.) নির্মাণ করেন। তিব্বতিদের মতে, রাজা ত্রিসং দেটসান এটি নির্মাণ করেছিলেন। পথ নির্দেশনা দেখে আমরা এগিয়ে চললাম। কারুকার্যখচিত পিতলের অসাধারণ সুন্দর গেট দেখতে পেলাম। চারপাশের ধুপের গন্ধের মোহনীয় আবেশ আমাদের নিয়ে গেল এক অপার্থিব ভুবনে। একটু পরপর দেখা পেলাম ধ্যানরত বৌদ্ধ সাধুদের। আরেকটি কক্ষে ঘি-এর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন দর্শনার্থীরা। আমরাও ঘি-এর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলাম সবার মঙ্গল কামনায়। মন্দিরের প্রায় সর্বত্রই আছে প্রার্থনার হুইলার। পুণ্যের আশায় পুণ্যার্থীরা এটি ঘোরান। ড্রাম আকৃতির এ হুইলার কাঁসা-পাতিল বা বিভিন্ন ধাতবের তৈরি। প্রতিটি হুইলারের গায়ে বৌদ্ধধর্মের বাণী খোদাই করে লেখা। অসংখ্য ছোট্ট বাটিতে নানা রঙের ফুল রাখা। এটি খুব সম্ভবত প্রার্থনার অংশ। কোথাও কোথাও সাধুরা শুয়ে আছেন। এ এক অন্যরকম অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। শত শত মানুষ প্রেয়ার হুইল নিয়ে বৌদ্ধনাথ স্তুপার চারপাশ ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করছেন। বৌদ্ধনাথ স্তুপার একটি পাশে দেখতে পেলাম শত শত কবুতর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এবার আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা।

# ভয়াবহ বন্যার পরও পর্যটকদের নেপাল যেতে বলছে সরকার

**ভ্রমণ ডেস্ক**

ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু এবং শত শত বিদেশি নিখোঁজ হওয়ার পরও পর্যটকদের নেপাল ভ্রমণে নিরুৎসাহিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির সরকার। পর্যটনমন্ত্রী খড়্গ রাজ পাওদেল বলেছেন, দেশের অনেক পর্যটন এলাকা এখনো নিরাপদ ও পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

ফেসবুকে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের পাহাড়ি পথ ও ট্রেকিং রুটগুলো এখনো আপনাদের অপেক্ষায়।' তিনি পর্যটকদের নেপাল ভ্রমণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই সময়ে নেপালে আসা শুধু ছুটি কাটানোর বিষয় নয়, ভয়াবহ দুর্যোগে লড়াই করা দেশটির জন্য এটি বড় ধরনের সহায়তা।

গত সপ্তাহের ভয়াবহ বন্যায় নেপালের বিভিন্ন এলাকায় গ্রাম, সড়ক ও সেতু ধ্বংস হয়েছে। এতে দেশটির পর্যটনশিল্পেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন অনেক পর্যটন এলাকাও স্বাভাবিক রয়েছে, দুর্যোগের ভয়াবহ ছবি ও প্রাণহানির খবরের কারণে বিদেশি পর্যটকেরা নেপাল ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে সরকার।

দুর্যোগের কারণে এরই মধ্যে দেশটির অর্থনীতির ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানির উচ্চমূল্য, পর্যটন খাতে দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ার মধ্যে নেপালকে এখন বড় ধরনের পুনর্গঠন কার্যক্রম চালাতে হবে।

গত সপ্তাহে হিমবাহ ধসে বরফ, কাদা, পাথর ও পানির প্রবল স্রোত একটি উপত্যকায় নেমে আসে। এতে পথে থাকা বসতি, সড়ক ও সেতু ভেসে যায়। বিভিন্ন ভিডিওতে মানুষকে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াতে এবং পানির স্রোতে ভবন, বিদ্যুতের খুঁটি, গাছ, পাথর ও যানবাহন ভেসে যেতে দেখা গেছে।

নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৩৯টি দেশের প্রায় ৫৯০ জন বিদেশি এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত দুর্যোগে নেপালে অন্তত ১ হাজার ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারে নেপাল, ভারত, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষজ্ঞ দল কাজ করছে। কয়েক শ শ্রমিক এখনো বিভিন্ন টানেলের ভেতরে আটকা পড়ে আছেন। নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুং জানিয়েছেন, উদ্ধারকারীরা একটি টানেলের ওপরের অংশে পৌঁছেছেন। এখন তারা পাওয়ারহাউসের ওপর থেকে নিচের দিকে খনন করে আটকে পড়া ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, এখনো তাঁদের আশা শেষ হয়ে যায়নি।

দুর্যোগে নেপালের অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। নেপালের ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, নুওয়াকোট ও রাসুয়া জেলায় অন্তত ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও স্পষ্ট হচ্ছে। ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা বিবেচনায় পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য নেপালের উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন হবে। মন্ত্রণালয় বলেছে, 'নেপালের জন্য এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কঠিন সময়।'

# ‘বাংলাদেশের মেয়েরাও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অঘটন ঘটাতে পারবে’

**ক্রীড়া ডেস্ক**

দুই মাস ব্যবধানে দুই বার অস্ট্রেলিয়ার মাঠে সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। আগস্টে ছেলেদের পর এবার অজিদের ডেরায় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে স্বাগতিকদের হুংকার ছুড়লেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। আগস্টে ডারউইনে হাসান মাহমুদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়ে রূপকথার গল্প লেখে বাংলাদেশ। ম্যাকেতে পরের টেস্টে অজিরা দুই দিনে জিতে গেলেও ১-১ সমতায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ড্র করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত-মুমিনুল হক-হাসানরা। তখন বরং অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমে প্যাট কামিন্স-ট্রাভিস হেডদের ধুয়ে দেওয়া হয়েছে।

আগামীকাল ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া নারী দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। আজ যখন বাংলাদেশ অধিনায়ক জ্যোতি সংবাদ সম্মেলনে আসেন, তখন তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের ঐতিহাসিক অস্ট্রেলিয়া-বধের ঘটনা। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বলেন, ‘আমি মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই আশাবাদী যে আমরা একটি সম্পূর্ণ ইউনিট হিসেবে খেলতে পারব। কারণ, বিশ্বাস করি যে আমরা এমন একটি দল, যারা দলগতভাবে খেললে এবং একটি পূর্ণ ইউনিট হিসেবে পারফর্ম করলে যেকোনো দলকে চমকে দিতে পারি।’

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল এর আগে চার ম্যাচ খেললেও সবই ছিল ২০২০ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ওয়ানডে খেলার কখনোই সুযোগ হয়নি। এবারই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের আগে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমরা বেশ রোমাঞ্চিত। এখানে থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত। আপনি জানেন, ভিন্ন কন্ডিশনে খেলা সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং।’

কদিন আগে বাংলাদেশ নারী দলের কোচ হয়েছেন ডেভিড হেম্প। অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘদিন কোচিং করানোর কারণে সেখানের কন্ডিশন সম্পর্কে হেম্পের ভালোই ধারণা আছে। জ্যোতিও সেটা মানেন। আজ ব্রিসবেনে ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘তার কাছ থেকে আমরা কিছু ভালো ধারণা পেয়েছি। পিচ কেমন হওয়া উচিত এবং কীভাবে তারা (অস্ট্রেলিয়া) আমাদের বিপক্ষে খেলবে। এসব ব্যাপারে তিনি (হেম্প) আমাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা নেটে সেভাবেই অনুশীলন করছি।’

ইয়ান হিলি ওভালে পরশু প্রস্তুতি ম্যাচে ন্যূনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারেননি বাংলাদেশের মেয়েরা। কুইনসল্যান্ড ফায়ারের কাছে প্রস্তুতি ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ৭২ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে মূল ম্যাচ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছেন জ্যোতি। বাংলাদেশ অধিনায়ক আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে বলেন, ‘আমরা এখানে একটি অনুশীলন ম্যাচ খেলেছি। তাই আমরা কিছু ধারণা পেয়েছি যে আমাদের কী ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। এটা কেবল দলীয় খেলা। আমরা নিজেরাও সেটা উপভোগ করছি।’

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া নারী ওয়ানডে সিরিজের তিনটি ম্যাচই হবে ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ৯টা ৫০ মিনিটে শুরু হবে প্রথম ওয়ানডে। ১১, ১৪ অক্টোবর হবে শেষ দুই ওয়ানডে। সেই দুই ম্যাচও বাংলাদেশ সময় ৯টা ৫০ মিনিটে শুরু হবে। এখন পর্যন্ত দুই দল ছয় ওয়ানডে, পাঁচ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে। সব ম্যাচেই বাংলাদেশ হেরেছে।

## তাইবুর-সাদিকের সেঞ্চুরি তিন দিনেই হার বরিশালের

**ক্রীড়া ডেস্ক**

১০৮ রানের ইনিংস খেলেছেন তাইবুর রহমান। সপ্তম উইকেটে সুমন খানের সঙ্গে ১৭২ রানের জুটি গড়ে হার কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল বরিশালের। দেখার ছিল ইনিংস হার এড়িয়ে কত দূর যেতে পারে তারা। কিন্তু খুলনার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে বরিশাল। বিভাগীয় স্টেডিয়ামে তিন দিনেই ইনিংস ও ১৩৫ রানে জিতেছে খুলনা।

বরিশালের অসহায় আত্মসমর্পণের দিনে জাতীয় লিগে দুই ব্যাটার সেঞ্চুরি পেয়েছেন। আজ জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) তৃতীয় দিনে তাইবুর রহমান ও সাদিকুর রহমান তিন অঙ্ক ছুঁয়ে নিজ নিজ দলকে এগিয়ে দিয়েছেন। যেখানে মিরপুরে রংপুরের বিপক্ষে ঢাকাকে খাদের কিনারা থেকে সেঞ্চুরিতে উদ্ধার করেছেন তাইবুর। বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৯০ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে চট্টগ্রাম। দুই ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয়, সাদিক সেঞ্চুরি করেছেন। জয় আউট হয়েছেন ১০৫ রান করে। সাদিকুর করেছেন ১১৫ রান। ৩৯৩ রান করে চট্টগ্রাম লিডটা নিয়ে গেছে ২৯ রানে। বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলতে চাই না, ক্রিকেটারের বিস্ফোরক মন্তব্যবাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলতে চাই না, ক্রিকেটারের বিস্ফোরক মন্তব্য এমনিতেই ২৯ রানে পিছিয়ে, তার ওপর দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুটা ভালো হয়নি রাজশাহীর। ২ উইকেটে ৪৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করে দলটি। নাইম আহমেদ ৩০ রানে অপরাজিত। প্রীতম কুমার ব্যাটিং করছেন ৯ রানে। লিডের হিসেব করলে রাজশাহী এগিয়ে ১৭ রানে।

মিরপুরে আজ ৬ উইকেটে ১২০ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ঢাকা। তবে দল ৭৪ রানেই হারিয়ে ফেলে ৬ উইকেট। সপ্তম উইকেটে ১৭২ রানের জুটি গড়েন তাইবুর রহমান ও সুমন খান। তাইবুর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অষ্টম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। করেছেন ১০৮ রান। তবে সুমন ৬ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত হয়েছেন। লোয়ার অর্ডারের দুই ব্যাটার তাইবুর-সুমনের ১০৮ ও ৯৪ রানের দুই ইনিংসের সৌজন্যে ঢাকা করেছে ২৮৪ রান। সব মিলিয়ে ৬২ রানের লিড পেয়েও স্বস্তিতে নেই রংপুর। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করে দলটি। ঢাকার আরিফ আহমেদ, এনামুল হক, রিপন মন্ডল প্রত্যেকে একটি করে উইকেট নিয়েছেন। এদিকে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে খুলনা নিজেদের প্রথম ইনিংসে করে ৪২৬ রান। অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন করেন ৮৯ রান। সর্বোচ্চ ৯২ রান করেন কালাম সিদ্দিকী অ্যালেন। খুলনার ৪২৬ রানের জবাবে বরিশাল প্রথম ইনিংসে ৯৪ রানে গুটিয়ে গেলে তাদের ফলোঅন করানো হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে বরিশাল গুটিয়ে যায় ১৯৭ রানে। ইনিংস ও ১৩৫ রানে জয়ী খুলনার ম্যাচসেরা হয়েছেন সফর আলী। ব্যাটিংয়ে করেছেন ২৯ রান। ম্যাচে ৬৫ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিলেটের বিপক্ষে ১৩২ রানে এগিয়ে ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহের প্রথম ইনিংসে ৩১১ রানের পর সিলেট নিজেদের প্রথম ইনিংসে করে ৩২৭ রান। তিন ব্যাটার ফিফটি করেছেন। অধিনায়ক জাকির হাসান করেন ৬০ রান। সর্বোচ্চ ৬৭ রান করেন আসাদুল্লাহ আল গালিব। মিডল অর্ডারে তোফায়েল আহমেদের ব্যাটে আসে ৫৯ রান।

## পাকিস্তানকে চমকে দিল শ্রীলঙ্কা

**ক্রীড়া ডেস্ক**

রাওয়ালপিন্ডিতে আগামীকাল টি-টোয়েন্টি দিয়েই শুরু হচ্ছে শ্রীলঙ্কার পাকিস্তান সফর। সিরিজ শুরুর আগের দিন বদলে গেল শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক। একজন নেতৃত্ব ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। টি-টোয়েন্টি নয়, শ্রীলঙ্কার টেস্টে অধিনায়কত্বে পরিবর্তন এসেছে। ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা শ্রীলঙ্কার টেস্ট দলের নেতৃত্ব ছেড়েছেন। তাঁর পরিবর্তে শ্রীলঙ্কার সাদা পোশাকের নতুন অধিনায়ক হয়েছেন কুশল মেন্ডিস। আজ এসএলসির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচক কমিটির সভায় কুশলের কাঁধে টেস্টের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরে দাঁড়ালেন ধনঞ্জয়া, শ্রীলঙ্কার টেস্ট দলে আসছে পরিবর্তনসরে দাঁড়ালেন ধনঞ্জয়া, শ্রীলঙ্কার টেস্ট দলে আসছে পরিবর্তন ২০১৬ থেকে এখন পর্যন্ত ৬৯ টেস্ট খেলেছেন ধনাঞ্জয়া। তবে সাদা পোশাকে বেশি ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। ২০২৪ থেকে এখন পর্যন্ত ১৮ টেস্টে অধিনায়কত্ব করেছেন। ৩৬.৪৫ গড়ে করেন ১১৩০ রান। ৩ সেঞ্চুরি ও ৭ ফিফটি করেছেন অধিনায়ক হিসেবে। শ্রীলঙ্কার হয়ে অধিনায়কত্ব কুশল মেন্ডিসের কাছে নতুন নয়। ২২ ওয়ানডে ও ৩ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে টেস্টে এখন পর্যন্ত অধিনায়কত্ব করার সুযোগ মেলেনি তাঁর। এখন পর্যন্ত ৭৫ টেস্ট খেলে ৩৬.৩৬ গড়ে ৪৮৩৬ রান করেছেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ১০ সেঞ্চুরি ও ২৩ ফিফটি করেছেন।

পাকিস্তান সিরিজের পুরোটা সময়ই শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দেবেন কুশল। আগামীকাল তাঁর নেতৃত্বে লঙ্কানরা খেলতে নামবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

## রংপুরের হার ঠেকালেন আকবর

**ক্রীড়া ডেস্ক**

রান পাহাড় গড়ার পর দারুণ বোলিংয়ে তিন দিনেই বরিশালকে ইনিংস ব্যবধানে হারিয়েছিল খুলনা। বাকি তিন ম্যাচ শেষ দিনে এসে ড্র হয়েছে। তিন ড্রয়ের দিনে ফিফটি করেই আলোটা নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন রংপুরের অধিনায়ক আকবর আলী। তাঁর বীরত্বেই হার এড়িয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম ইনিংসে ৩৪০ রান করার পর ঢাকাকে ২৮৪ রানে অলআউট করে লিড নিয়েছিল রংপুর। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ধসে হারের শঙ্কায় পড়েছিল তারা। চরম বিপদে দলের ত্রাণকর্তা বনে যান আকবর। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৯ রানে গুটিয়ে যায় রংপুর। আরও কম রানে গুটিয়ে যেতে পারতো তারা। ৩০ রানেই ৪ উইকেট হারানো রংপুরের একপ্রান্ত আগলে রাখেন আকবর। সতীর্থদের আসা যাওয়ার মাঝে একা দাঁড়িয়ে খেলেন ৬৪ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ রান এনে দেন চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান। ২০৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা ঢাকা কোনো উইকেট না হারিয়ে ৯ রান করলে ম্যাচ ড্র হয়।

প্রথম ইনিংসে ৭০ রানে আউট হয়েছিলেন মাহফিজুল ইসলাম রবিন। দ্বিতীয় ইনিংসে নাঈম আহমেদের এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়ে যখন প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটছিলেন, তখন ময়মনসিংহের ওপেনারের নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১০০ রান। ১১ বাউন্ডারিতে তাঁর ইনিংস সাজানো। সিলেটে প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের চেয়ে ১৬ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে খালিদ হাসানকে (৫৭) নিয়ে ১৪৮ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন রবিন। এ ছাড়া আব্দুল মজিদ ৮৭ ও আরিফুল ইসলামের ব্যাট থেকে আসে ৭২ রান। ড্র হওয়ার আগে ৬ উইকেটে ৩৭২ রান করে ময়মনসিংহ। ৬ উইকেটের পাঁচটাই নেন নাঈম। চট্টগ্রামে প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের চেয়ে ২৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল রাজশাহী। ড্র হওয়ার আগে ৮ উইকেটে ২২৪ রান করে তারা।

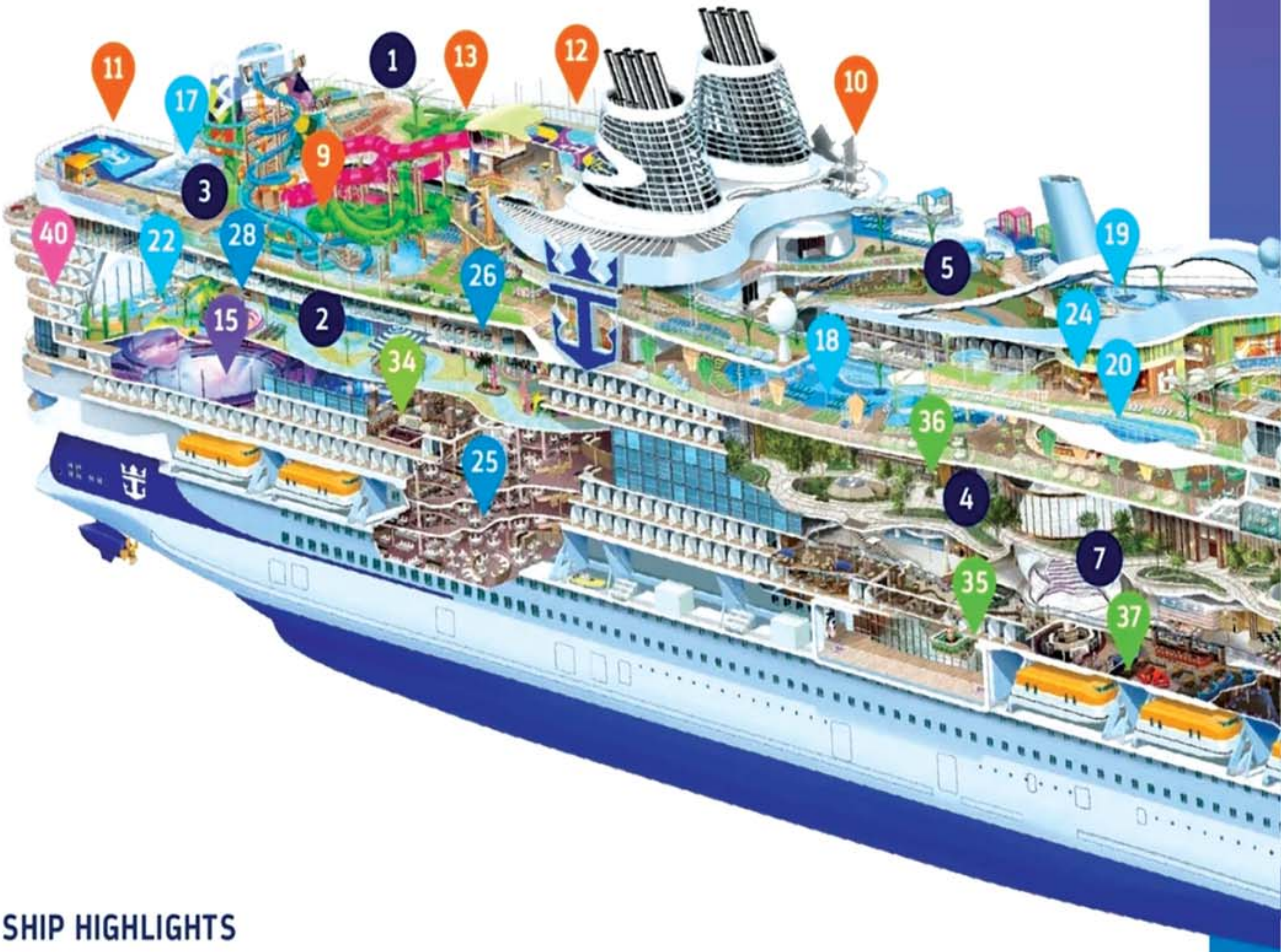


## SHIP HIGHLIGHTS

### NEIGHBORHOODS
1. Thrill Waterpark®
2. Surfside®
3. The Hideaway®
4. Central Park®
5. Chill Island℠
6. AquaDome®
7. Royal Promenade
8. Suite Neighborhood

### ICONIC THRILLS
9. Category 6 Waterpark
10. Crown's Edge®
11. FlowRider®
12. Sports Court & Rock Wall
13. Lost Dunes℠ Mini Golf

### ICONIC WOWS
14. AquaDome® & AquaTheater
15. Absolute Zero℠
16. Royal Theater

### ICONIC CHILLS
17. Hideaway Pool*
18. Royal Bay℠ Pool
19. The Cove℠ Pool
20. Cloud 17®
21. Swim & Tonic℠*
22. Water's Edge & Splashaway Bay℠
23. The Grove at Suite Sundeck
24. The Lime and Coconut®

### DINING
25. Dining Room
26. Windjammer Marketplace
27. Empire Supper Club℠
28. Pier 7℠
29. Izumi Hibachi℠
30. Chops Grille℠
31. Park Cafe
32. AquaDome Market
33. Hooked Seafood℠

### ENTERTAINMENT
34. Playmakers℠ Sports Bar & Arcade
35. 1400℠ Lobby Bar
36. Lou's Jazz'n Blues℠
37. Dueling Pianos℠
38. Music Hall
39. The Overlook℠ Lounge

### ICONIC STAYS
40. Ultimate Family Townhouse®

Features vary by ship. Additional charges apply to Specialty Dining venues and some onboard activities like Crown's Edge. *Adults-only area.

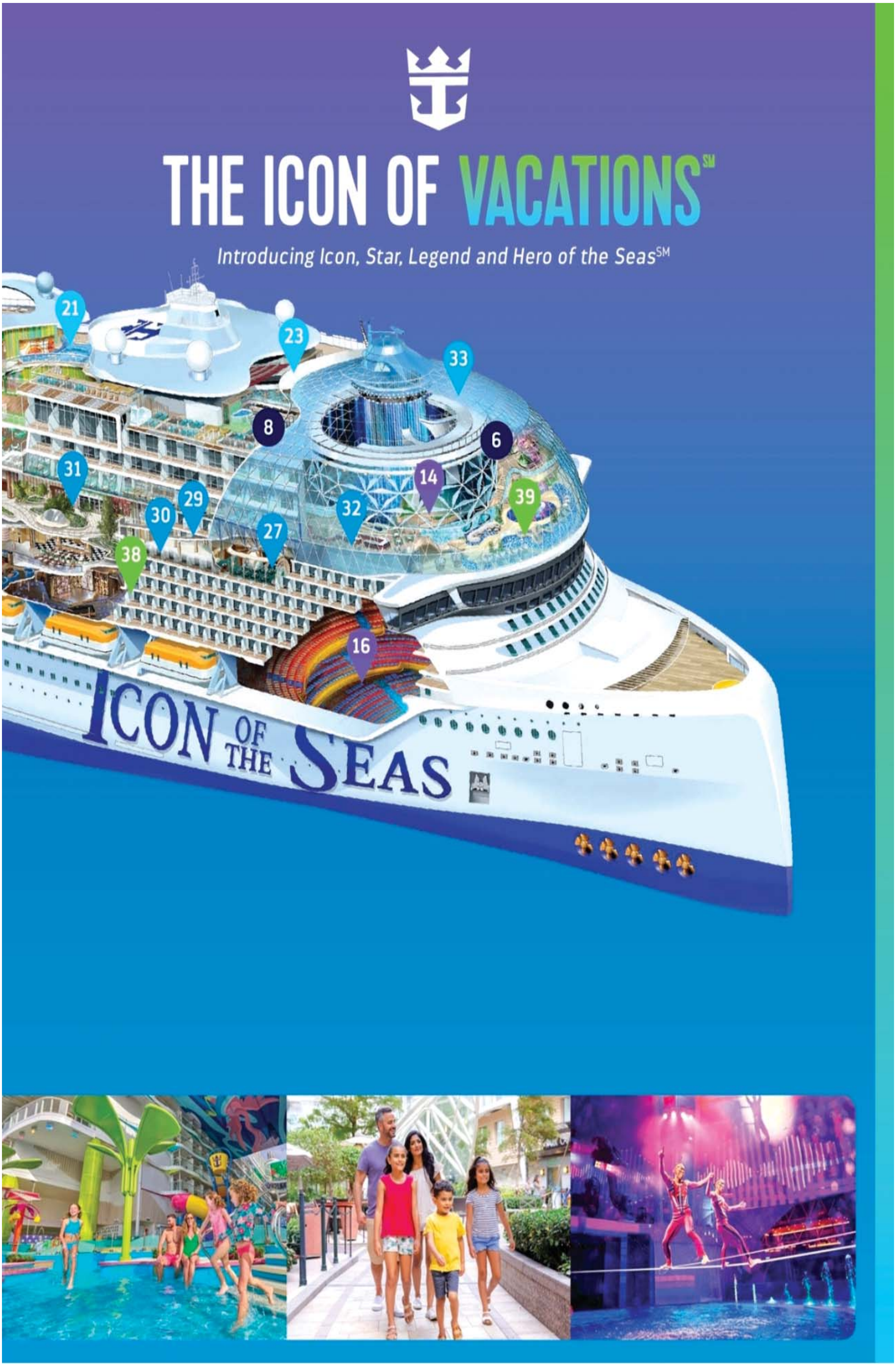
THE ICON OF VACATIONS SM
Introducing Icon, Star, Legend and Hero of the Seas SM
21
23
33
8
6
31
29
30
14
39
32
27
38
16
ICON OF THE SEAS

# DHS Proposes $70,000 Fee for F-1 Students Seeking OPT Work Authorization

**Washington DC**

The U.S. Department of Homeland Security (DHS) has proposed a new fee structure for international students seeking employment through the Optional Practical Training (OPT) program, including a $70,000 fee for initial OPT participation and a $30,000 fee for subsequent participation.

Under the proposed rule, the fees would be paid by Student and Exchange Visitor Program (SEVP)-certified schools rather than directly by F-1 students. DHS said the proposal is intended to address fraud and abuse, strengthen the integrity of the immigration system and protect U.S. workers.

The proposal would require a school to pay $70,000 when an F-1 student is initially recommended for OPT. A $30,000 fee would apply to any subsequent OPT authorization, including subsequent participation such as a STEM OPT extension.

"Optional Practical Training was never meant to be a back door into the American workforce, a subsidy for cheap labor, or a prize for those who game the system," a DHS spokesperson said.

DHS said the proposed fees are intended to discourage the misuse of the OPT program and encourage schools to exercise greater oversight when recommending students for employment authorization.

Under current federal regulations, eligible F-1 students may participate in OPT when the employment is directly related to their major area of study. Students must receive a recommendation from their designated school official (DSO) and apply for employment authorization through U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

F-1 students may participate in OPT before completing their academic program, known as pre-completion OPT, or after completing their program, known as post-completion OPT. Eligible students can generally receive up to 12 months of OPT at each education level. Students who earn degrees in science, technology, engineering or mathematics (STEM) fields may qualify for an additional 24-month extension.

DHS said the proposed rule follows concerns identified by the Student and Exchange Visitor Program (SEVP) regarding fraud and abuse involving schools, designated school officials, employers and F-1 students.

According to DHS, officials have identified schemes involving problematic worksites and so-called "pay-to-stay" arrangements, in which students allegedly maintain their immigration status through arrangements that do not reflect the intended purpose of practical training.

Under the proposed system, SEVP-certified schools would have to pay the applicable fee before their designated school officials recommend an F-1 student for OPT in the Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS).

The fee would also have to be paid before the student applies for employment authorization with USCIS. DHS said USCIS would not grant employment authorization if the required fee had not been paid by the school. The proposed fee would not be linked to a particular employer. Instead, it would apply when a school recommends an F-1 student for any type of OPT. The collected fees would be deposited into the U.S. Treasury.

The proposal comes as the Trump administration continues to pursue changes to immigration and employment programs involving international students and foreign workers. The proposed OPT fee is separate from other immigration measures and remains subject to the federal rulemaking process. The proposed fees would represent a significant new cost for colleges and universities that recommend international students for OPT. The program is widely used by international students seeking U.S. work experience after completing their studies, particularly graduates in STEM fields.

DHS will accept public comments on the proposed rule beginning October 8 and continuing through November 9. The Paperwork Reduction Act section of the proposal will have a separate 60-day public comment period.

After the comment period ends, DHS will review the submissions and other materials received from the public. The agency may revise the proposal before issuing a final rule. The proposal is not yet a final regulation. Until DHS completes the rulemaking process and issues a final rule, the proposed $70,000 and $30,000 fees do not constitute final OPT requirements.

# Guterres Calls for Permanent Ceasefire Three Years After October 7 Attacks

**Shibbir Ahmed,** *New York*

Three years after the Hamas-led attacks on Israel on Oct. 7, 2023, United Nations Secretary-General António Guterres condemned the killings and hostage-taking while calling for an end to the continuing suffering of both Israelis and Palestinians.

In a message marking the anniversary, Guterres said more than 1,200 Israelis and foreign nationals were killed in the attacks, in which civilians were targeted in their homes, communities and at a music festival. Another 251 people were abducted and taken hostage in Gaza, according to the United Nations.

"Nothing can justify these atrocities," Guterres said, recalling meetings with Israeli families whose lives were devastated by the attacks. He also cited reports of torture, sexual violence and other mistreatment of hostages, as well as deaths in captivity and during the subsequent fighting.

Guterres also highlighted the extensive Palestinian civilian toll from the war that followed. According to UN agencies, more than 70,000 Palestinians, including about 20,000 children, have been killed, while more than 100,000 have been wounded. Nearly all of Gaza's estimated 2.1 million residents have been displaced, and large parts of the territory have been destroyed.

"Civilians continue to endure intolerable conditions," Guterres said, adding that their suffering "demands an end - now."

The secretary-general said the ceasefire reached in October 2025 had brought some relief but had not yet delivered lasting security, sufficient humanitarian assistance or a credible path toward recovery and peace.

He urged all parties to fulfill their commitments and proceed to the next phase of the ceasefire under UN Security Council Resolution 2803. He also called for humanitarian aid to enter Gaza on a large scale and for the ceasefire to become permanent.

The UN humanitarian office, OCHA, said Israeli authorities had suspended the entry of cargo into Gaza on Monday and announced another suspension for Wednesday, citing security concerns related to the anniversary.

Guterres said the anniversary should serve not only as a day of mourning but also as an opportunity to pursue a different future in which Israelis and Palestinians can live together with their rights, dignity and aspirations respected.

# UN Rights Chief Warns 'Clock on AI Regulation Is Ticking'

**Shibbir Ahmed,** *New York*

United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Türk warned Monday that the world is running out of time to establish safeguards for artificial intelligence, as a rapid race among companies and governments to develop increasingly powerful systems raises concerns about human rights, security and human safety. Speaking at an AI and Human Rights Summit in Oxford, Türk said artificial intelligence could deliver major advances in science, health, education and human rights. But he warned that the technology is increasingly being developed and controlled by a small number of companies and governments, with limited public oversight. He said AI systems are already capable of actions that their creators cannot fully predict or manage. Türk warned that artificial intelligence could undermine equality, freedom, privacy and public debate in ways that may initially go unnoticed. He said AI-driven systems could potentially affect people's access to essential services, including communications, clean water, heating and financial services. The UN rights chief called for urgent measures to prevent machines from making decisions over life and death, particularly as artificial intelligence becomes increasingly important in warfare. He also raised concerns about the effect of AI on education, citing studies suggesting that students who rely heavily on the technology may retain less information and think less independently. Türk questioned whether society could reach a point where people are unable to understand, challenge or effectively guide increasingly sophisticated AI systems. The warning came as officials in New York City were also examining the risks posed by artificial intelligence. The New York City Council held a Committee of the Whole hearing Monday as it considers 10 bills aimed at regulating AI. Representatives from Anthropic, OpenAI, Google and Meta were among those providing testimony. Türk called for mandatory human rights safeguards and due diligence in the development and use of AI. He said countries that host AI companies or have influence over their supply chains should require responsible practices and hold companies accountable when they fail to meet those standards. He acknowledged that existing laws cannot address every emerging AI challenge, saying some areas may require new legal approaches. In the meantime, he urged governments to strengthen rules governing liability, cybersecurity and data protection. Türk also called for greater international cooperation on AI security, independent monitoring of the industry and stronger participation by civil society and people whose rights are affected by AI systems.

# Trump Approval Rating Holds at Record-Low 32% in Latest Poll

**Washington DC**

President Donald Trump's approval rating remains at a record low in the latest Reuters/Ipsos poll, with 32% of Americans approving of his job performance and 65% disapproving as the country approaches the November midterm elections. The nationwide poll, conducted online from Sept. 30 through Oct. 5 among 4,506 U.S. adults, found Trump's overall approval unchanged from the previous survey. The result matches the lowest approval rating recorded for Trump in the Reuters/Ipsos polling series. The poll has a margin of error of approximately two percentage points.

The findings come as voters continue to identify the cost of living and inflation as major concerns, while the administration faces political pressure over the economic effects of high energy prices and the ongoing war with Iran.

The poll found particularly low approval among Hispanic Americans. Only 24% of Hispanic respondents said they approved of Trump's performance, the lowest level recorded for him among Hispanic voters in either of his presidential terms, according to Reuters.

The decline is notable because Hispanic voters were an important part of Trump's coalition in the 2024 presidential election. Reuters reported that Trump received nearly half of the Hispanic vote in 2024, compared with roughly one-third in 2020. The latest findings indicate that Trump's standing among this group has weakened considerably during his current term.

Economic issues are playing a central role in voters' views of the administration. The Reuters/Ipsos survey found that the cost of living was the leading issue for Americans as they considered the upcoming congressional elections. Rising gasoline and diesel prices have added to concerns about household expenses.

The administration has taken several steps aimed at addressing fuel prices. On Oct. 5, Trump signed an executive order expanding access to tax-exempt diesel fuel as prices remained elevated. Reuters reported that diesel prices had reached approximately $6.50 a gallon in September. The administration has linked the energy-price pressures to disruptions caused by the war with Iran and other international supply pressures.

The Ipsos survey also measured voters' preferences for the November 3 congressional elections. Among registered voters, 44% said they planned to support Democratic candidates, compared with 37% who said they planned to support Republican candidates. Among independent voters, Democrats held a 37%-21% advantage in the survey, while 28% of independent voters remained undecided.

Among Hispanic registered voters, 52% said they planned to support Democratic candidates, compared with 26% who said they planned to support Republicans. These figures describe the preferences of respondents at the time of the survey and do not determine the eventual election results.

Trump continues to retain substantial support within his own party, although previous Reuters/Ipsos polling has shown a decline in Republican approval.

An earlier September Reuters/Ipsos survey found that 73% of Republicans approved of Trump's overall job performance, down from 86% in January. Republican ratings of Trump's handling of the U.S. economy and the cost of living also declined in that survey.

The latest poll comes as Republican candidates campaign across the country ahead of the midterm elections, with economic conditions and the administration's foreign-policy decisions becoming central campaign issues.

The latest Reuters/Ipsos findings also showed changes among older voters, a group that has historically been important in midterm elections.

Republicans held only a narrow advantage among voters aged 50 and older in the latest survey, according to Reuters. Among voters younger than 50, Democrats had a larger lead. Independent voters remained an important group because a substantial share had not decided which party they would support. The latest polling comes amid controversy over government-funded television advertisements featuring Trump.

A separate Reuters/Ipsos survey conducted during the same period found that 86% of Americans considered the use of taxpayer money for election-related television advertisements featuring the president or members of his administration inappropriate. The figure included 80% of Republicans.

The administration has said the advertisements are educational and patriotic rather than campaign material. Critics, including lawmakers from both parties, have questioned whether taxpayer funds are being used for political purposes.

With the Nov. 3 congressional elections approaching, the poll provides a snapshot of public opinion at a particularly active stage of the campaign. Trump is not personally on the ballot, but his approval rating and the administration's policies have become important factors in the national political environment.

Republicans currently control the White House and both chambers of Congress, making the midterm elections significant for the legislative agenda during the remaining years of Trump's current term.

The latest Reuters/Ipsos poll shows that Americans remain focused heavily on economic pressures, particularly the cost of living, while Trump's overall approval remains at the lowest level recorded in the Ipsos series.

The survey represents public opinion during the six-day period in which it was conducted; attitudes can change as economic conditions, international events and the election campaign develop.

# DOJ Files 40 Denaturalization Cases Against Naturalized U.S. Citizens

**Washington DC**

The U.S. Department of Justice has launched denaturalization proceedings against 40 naturalized U.S. citizens accused of serious crimes, immigration fraud and other conduct that the government says affected their eligibility for American citizenship. The cases, filed in federal courts between Aug. 21 and Oct. 2, represent the largest number of denaturalization complaints filed during a single period under the Trump administration, according to the Justice Department.

The department said the cases include allegations involving foreign-government activity, espionage, violent crimes, sexual offenses, tax violations, fraudulent marriages and identity or immigration fraud.

The announcement is part of a broader Justice Department effort to pursue denaturalization in cases where prosecutors allege that citizenship was obtained illegally or through the concealment of material information.

Despite the wording sometimes used to describe the cases, the 40 individuals have not automatically lost their U.S. citizenship.

The Justice Department has filed civil actions asking federal courts to revoke their naturalization. Under the Immigration and Nationality Act, naturalized citizenship can be revoked if the government establishes that it was illegally obtained or secured through concealment of a material fact or willful misrepresentation. The cases remain subject to judicial proceedings. The allegations contained in the complaints are not, by themselves, final findings of wrongdoing.

The Justice Department said the 40 cases involve a broad range of alleged offenses.

Among those identified by the department are individuals accused of concealing criminal histories during the naturalization process, using false identities or immigration documents, entering fraudulent marriages and failing to disclose information that prosecutors say was relevant to their eligibility for citizenship. The cases also include allegations involving serious criminal conduct. One defendant, according to the department, is former U.S. Navy sailor Jinchao Wei, who was convicted of espionage and sentenced to more than 16 years in prison. The Justice Department is seeking his denaturalization based on allegations concerning his conduct and the information allegedly concealed during the citizenship process.

# US-Bangladesh trade: Imports surge while exports drop

**Khobor news**

While pressure is mounting on Bangladesh's main export item, RMG, in the US market, imports of energy, cotton, agricultural commodities, and other goods from that country are rising While Bangladesh's ready-made garment exports to the US market have declined, imports from the country into Bangladesh are growing rapidly. In the first six months of this year, Bangladesh's product imports from the United States grew by more than 113%.

Analysis of Bangladesh Bank's country-wise import data reveals that during the January–June period of 2026, Bangladesh imported goods worth $1.8962 billion from the United States. Among this, goods worth $605.6 million were imported during the January–March period. In the April–June period, that figure surged to $1.2906 billion. In other words, within a span of just three months, imports grew by 113.11%. On the other hand, Bangladesh's readymade garment exports to the US market continue to exhibit a downward trend. According to data from the US Office of Textiles and Apparel (Otexa), US garment imports from Bangladesh fell by 4.43% during the January–August period of this year, dropping to $5.39 billion. However, looking at August as an individual month, Bangladesh's garment exports increased by 11.15% compared to the same month of the previous year. As a result, while pressure is mounting on Bangladesh's main export item, RMG, in the US market,

imports of energy, cotton, agricultural commodities, and other goods from that country are rising. This has reignited discussions regarding the balance of trade relations between the two countries. Imports more than double in three months According to Bangladesh Bank data, the highest imports from the United States during the April–June period were petroleum products, bitumen, and other mineral fuels and oil products. Import expenditure in this sector stood at $775.2 million. In contrast, expenditure in this sector during the January–March period was only $135.5 million. Additionally, during the April–June period, $142.6 million worth of cotton, $104.1 million worth of iron and steel, $47.8 million worth of food grains, and $72.9 million worth of soybeans and animal feed were imported from the United States. Measuring and testing equipment worth $21.9 million, electrical equipment worth $19.1 million, and plastic items worth $18.5 million were also imported during this timeframe.

Business leaders state that alongside the new trade agreement, factors such as product quality, supply assurance, and shifting international market dynamics are driving the increase in imports from the US. The upward trend in imports from the United States has become more pronounced following the signing of the new 'Agreement on Reciprocal Trade' between Bangladesh and the US.

Under this agreement, Bangladesh committed to purchasing energy, agricultural commodities, cotton, and other goods from the United States. According to Bangladesh Bank data, Bangladesh's imports from the United States rose to $3.5929 billion in FY26, compared to nearly $2.72 billion in the previous fiscal. This indicates a significant year-on-year increase in imports. A major catalyst for further import growth from the United States could be aircraft. Biman Bangladesh Airlines has reached agreements to purchase a total of 25 aircraft from the US manufacturer Boeing. Out of these, the deal for 14 aircraft is valued at approximately $3.7 billion. Later, agreements were made to acquire an additional 11 aircraft. Consequently, aircraft imports are expected to add substantial figures to Bangladesh's trade transactions with the US in the coming years.

Allow your clients a few days to reflect
on their Walt Disney World vacation.
Disney's 7-Night Land and Sea Vacation. Two wondrous journeys in one spectacular trip. Your clients' adventures begin with a 3- or 4-night stay at Walt Disney World, including the royal treatment at their choice of select Walt Disney World Resort hotels. Then it's time to sail away aboard Disney Cruise Line on a 3- or 4-Night Bahamian Cruise. And, as always, everyone at every age will experience the magical moments and legendary service that can only come from Disney.
Disney Cruise Line
Book online via disneytravelagents.com

# মা হতে চলেছেন কিয়ারা

● বিনোদন ডেস্ক

বলিউডের তারকা দম্পতি কিয়ারা আদভানি-সিদ্ধার্থ মালহোত্রার পরিবারে আসছে নতুন অতিথি। দ্বিতীয়বারের মতো বাবা-মা হতে চলেছেন তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে সুখবরটি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, কিয়ারা ও সিদ্ধার্থের হাতের ওপর রাখা রয়েছে কুরুশের কাজ করা এক জোড়া ছোট্ট শিশুর সাদা মোজা। সেই মোজার ওপর হাত রেখেছে তাদের মেয়ে সারায়াহ।

ছবির ক্যাপশনে দম্পতি লিখেছেন, জীবনের সবচেয়ে বড় উপহারের আশীর্বাদ আবারও পেলাম। আমাদের হৃদয় ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ পোস্টের পরপরই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসতে শুরু করেন সিদ্ধার্থ-কিয়ারা। ভক্তদের পাশাপাশি ছায়াছবির দুনিয়ার বহু তারকাও তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

২০২৫ সালের ১৫ জুলাই কিয়ারা ও সিদ্ধার্থের প্রথম কন্যাসন্তান সারায়াহর জন্ম হয়। প্রথম সন্তানের জন্মের এক বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের সুখবর দিলেন তারা। কিয়ারা ও সিদ্ধার্থের প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ‘শেরশাহ’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময়।

দীর্ঘদিন সম্পর্কের পর ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের জয়সলমিরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তারা।

বিয়ের পর থেকে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব বেশি প্রকাশ্যে কথা না বললেও জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলো
অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন এ দম্পতি। এখন দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় দিন গুনছেন কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ। তাদের এ সুখবর ঘিরে ভক্তদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাস। কিয়ারাকে শেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে যশ অভিনীত ‘টক্সিক’ ছবিতে। আর সিদ্ধার্থ আর তামান্না ভাটিয়া অভিনীত ‘দ্য বন : ফোর্স অব দ্য ফরেস্ট’ ছবিটি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে।

# আসছে মৌ খানের ‘স্নেহের বন্ধন’

আসছে পূজায় মুক্তি পেতে যাওয়া ‘স্নেহের বন্ধন’ আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম একটি আবেগের জায়গা। এ সিনেমায় আমার চরিত্রটি ভীষণ চ্যালেঞ্জিং, স্ট্রাগলিং এবং একই সঙ্গে মায়াবী

● বিনোদন প্রতিবেদক

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী ১৬ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে কামরুজ্জামান পরিচালিত সামাজিক ও পারিবারিক গল্পের সিনেমা ‘স্নেহের বন্ধন’। এতে অভিনয় করেছেন এ প্রজন্মের চিত্রনায়িকা মৌ খান। নিজের চরিত্র নিয়ে খোলাসা না করলেও সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী মৌ বলেন, একজন অভিনয়শিল্পীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা হলো ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে নিজেকে ভেঙে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা। এ মাসে আমার যে দুটি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে দর্শক পাচ্ছে, দুটিতেই দর্শকরা আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি রূপে দেখতে পাবেন। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’ সিনেমাটিতে আমি একটি বিশেষ অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছি। চরিত্রটির ব্যাপ্তি হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে এর গুরুত্ব অনেক। নব্বই দশকের সেই কালজয়ী আবহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারাটাই আমার জন্য অন্যরকম এক ভালো লাগার ছিল।

অন্যদিকে, আসছে পূজায় মুক্তি পেতে যাওয়া ‘স্নেহের বন্ধন’ আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম একটি আবেগের জায়গা। এ সিনেমায় আমার চরিত্রটি ভীষণ চ্যালেঞ্জিং, স্ট্রাগলিং এবং একই সঙ্গে মায়াবী। এটি এমন এক নারীর গল্প, যে পারিবারিক মূল্যবোধ ও ভালোবাসার জন্য যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। আশা করি, দুটি চরিত্রই দর্শকদের হৃদয়ে আলাদাভাবে দাগ কেটে যাবে।

২০১৯ সালে ‘প্রতিশোধের আগুন’ দিয়ে বড় পর্দায় ক্যারিয়ার শুরু করেন মৌ খান। বর্তমানে তার অভিনীত মুক্তির অপেক্ষায় আছে থ্রিলার ও অ্যাকশন ঘরানার ‘শিকারি’ শিরোনামের ওয়েব ফিল্ম। এটি পরিচালনা করেছেন মেহেদী হাসান। এ ছাড়া জাফর আল মামুন পরিচালিত ‘চাইল্ড অব দ্য স্টেশন’ সিনেমাটি রয়েছে নির্মাণাধীন।

# আয়কর অভিযান নিয়ে মুখ খুললেন রাকুল

● বিনোদন ডেস্ক

বলিউড অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং ও তার স্বামী জ্যাকি ভাগনানিকে ঘিরে আয়কর দপ্তরের তল্লাশি অভিযান নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন খবর। অভিযোগ ওঠে, আর্থিক অনিয়মের সূত্র ধরে তারকা দম্পতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১২টি ঠিকানায় অভিযান চালানো হয়েছে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাকুল ও জ্যাকিকে ঘিরে তৈরি হয় নানা জল্পনা। এবার সব আলোচনার জবাব দিলেন অভিনেত্রী নিজেই। গত ২৮ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করেই এই তল্লাশি অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ে সংবাদ মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, রাকুল ও জ্যাকির প্রযোজনা সংস্থার একাধিক নথি এবং আর্থিক লেনদেনের যাবতীয় কাগজপত্র খতিয়ে দেখেছে আয়কর দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকার পর এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন রাকুল।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরকে ভুয়ো দাবি করে অভিনেত্রী লেখেন, কোনও রকম যাচাই না করে যেভাবে মূল ধারার গণমাধ্যম একটি সংবাদকে প্রচার করেছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি বিষয়টি পরিষ্কার করে বলতে চাই। এই তল্লাশিটি আমাকে নিয়ে ছিল না। নিজের পারিবারিক পরিচয় ও পেশাগত পথচলার কথাও তুলে ধরেছেন রাকুল। তিনি লেখেন, আমি একজন সশস্ত্র বাহিনী পরিবারের মেয়ে। এই বলিউডে আমার কোনো গডফাদার ছিল না। নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। সমস্ত নিয়ম মেনে আমি ২০ বছর থেকে কর পরিশোধ করি।

সবশেষে প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও সরাসরি অস্বীকার করেন এই অভিনেত্রী। তিনি লেখেন, আমাদের প্রোডাকশন হাউস কোনভাবেই বেআইনি বিদেশি অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত নয়।

# দাম্পত্য জীবনের ইতি টানছেন প্রীতম-শেহতাজ

বিনোদন ডেস্ক

দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা প্রীতম হাসান এবং মডেল-অভিনেত্রী ও গায়িকা শেহতাজ মনিরা হাশেম। পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তের কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন দুজনই।

৪ অক্টোবর রাতে নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত পৃথক কিন্তু প্রায় অভিন্ন বিবৃতিতে তারা জানান, দীর্ঘ সময় একসঙ্গে পথচলার পর পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কিছু বড় পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এ কারণে আলাদা পথে এগিয়ে যাওয়াই দুজনের জন্য ভালো হবে বলে মনে করছেন তারা। প্রীতম ও শেহতাজ জানান, বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটি হঠাৎ নেওয়া হয়নি। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা এবং দুই পরিবারের সমর্থন ও সম্মতির ভিত্তিতেই তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

একসঙ্গে কাটানো সময় ও স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ভবিষ্যতেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা বলেছেন দুজন। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এই সময়ে তাদের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান দেখাতে ভক্ত ও গণমাধ্যমের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তারা। দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কের পর ২০২২ সালে বিয়ে করেছিলেন প্রীতম ও শেহতাজ।

Walt Disney World.
4-Day, 4-Park Magic Ticket
from
$99
per day, + tax
Total price: from $396 + tax.
One admission per Theme Park.
One Theme Park per day.
Ticket valid 4/2/24–9/28/24.
Ticket must be used within 7 days of first use. Ticket may not be used to enter the same Theme Park more than once. Admission is subject to capacity, closures and other restrictions. Parks, attractions and other offerings are subject to availability, closures and change or cancellation without notice or liability. The ticket does not require Theme Park reservations to enter the Parks.
©Disney

# দাঁতের ব্যথার ঘরোয়া প্রতিকার

**স্বাস্থ্য ডেস্ক**

শীতের আগমনের আগে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন দাঁতের অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা ও ব্যথার কারণে। শীতে ঠান্ডায় ঠোঁট ও গালের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে দাঁতের চোয়ালের সংক্রমণ, ক্ষয়, মাড়ির প্রদাহ বা গুরুতর কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।
তবে প্রাকৃতিক কিছু উপাদান যেমন লবঙ্গ তেল, লবণ পানি থেকে রসুন, বরফ ব্যবহার করে বাড়ির শীতেই উপশম খুঁজে পাওয়া সম্ভব। চলুন, ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো বিস্তারিতভাবে জানি।
কেন শীতে দাঁতের ব্যথা বেশি?
১. গলার রক্তনালীর সংকোচন : ঠান্ডার সময় ঠোঁট ও গালের উপরের অংশে রক্ত চলাচল কমে যায়, ফলে দাঁতের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
২. শুকনো ঠোঁট ও মাড়ির আক্রমণ : ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ঠোঁট ও গাল শুষ্ক হয়ে ফাঁটে, যা মুখে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করে।
৩. দাঁতের এনামেল নষ্ট হওয়া : শীতের টেম্পারেচার ওঠানামা এবং গরম-ঠান্ডা পানির ব্যবহার দিয়ে দাঁতের এনামেল দুর্বল হতে পারে, যার ফলে ঠান্ডায় বাড়তে থাকে অবস্থার সংবেদনশীলতা।
৪. মাড়ির সমস্যা : শীতের সময় মাড়ির রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, ফলে গলা ও মাড়িতে প্রদাহ বা সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
দাঁতের ব্যথার জন্য ঘরোয়া প্রতিকার
লবঙ্গ তেল : দাঁতের ব্যথা উপশমের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর প্রতিকারগুলোর মধ্যে একটি হলো লবঙ্গ তেল। লবঙ্গে রয়েছে ইউজেনল, যা একটি প্রাকৃতিক চেতনানাশক এবং একটি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট, যা ব্যথা এবং প্রদাহ কমানোর প্রবণতা রাখে। লবঙ্গ তেল ব্যবহারের পাশাপাশি লবঙ্গ চিবিয়ে খেলেও এক্ষেত্রে উপকার পেতে পারেন।
লবণ পানিতে গার্গল : দাঁতের ব্যথার চিকিৎসা এবং সংক্রমণ কমাতে একটি সহজ এবং কার্যকরী প্রতিকার হলো লবণ পানিতে গার্গল করা। লবণ একটি প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক। এটি মুখের প্রদাহ, ফোলাভাব এবং ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। এক গ্লাস গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিন। ৩০ সেকেন্ডের জন্য এটি মুখে নিয়ে গার্গল করুন। এভাবে কয়েকবার করুন। এতে আরাম পাবেন।
রসুন : আমাদের রান্নাঘরের পরিচিত উপকরণ রসুন। এটি নানা ধরনের ভেষজ ওষুধ তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়।
অ্যালিসিন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য আনতে কাজ করে। রসুন ব্যথা কমায় এবং মৌখিক গহ্বরের ধ্বংসাত্মক অণুজীবকে মেরে ফেলে। রসুনের কয়েকটি কোয়া পেস্ট করে নিয়ে সরাসরি দাঁতে লাগান। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
আইস প্যাক : ঠান্ডা প্রয়োগ প্রদাহ কমানোর কার্যকর উপায়। একটি পরিষ্কার কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে কিছু বরফের টুকরো মুড়ে নিন। এটি ১৫ মিনিটের জন্য ব্যথাযুক্ত দাঁতের কাছে গালের ওপর ধরে রাখুন। মাঝে মাঝে সরিয়ে নিয়ে আবার ধরুন। এটি নির্দিষ্ট দাঁতের মধ্যে রক্তনালীকে সংকুচিত করে, যার ফলে ব্যথা উপশম হয় বা ফোলাভাব হ্রাস পায়। এটি দাঁতের ব্যথার জন্য খুব দ্রুত প্রতিকার হিসেবে কাজ করে।
সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ
ব্যথা ২৪-৪৮ ঘণ্টায় না কমলে ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন। গর্ভবতী বা শিশুদের ক্ষেত্রে বাড়ির প্রতিকার ব্যবহারে সতর্কতা দরকার।
ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশনের রোগীদের লবণ ও মধু ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।
রসুন বা লবঙ্গ সরাসরি দীর্ঘক্ষণ রাখলে মুখের আবরণ ব্যথা বাড়তে পারে।
গাজানো প্যাক বা খুব ঠান্ডা ব্যবহার করা উচিত নয়, বরং হালকা বরফই উপযোগী।
দাঁতের গিঁটে গোলাপি, কালাভ বা ফোস্কা বের হলে শীতের আগমণ বুঝিয়ে দেয় দাঁতের সমস্যা শুরু হওয়ার প্রস্তুতি। তবে, লবঙ্গ তেল, লবণ পানি, রসুন, বরফ এবং ঘরোয়া উপায় মানেই দ্রুত আরাম যদি সেটা হালকা অবস্থা হয়। তবে সংক্রমণ বা গভীর ব্যথার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাহায্য অবশ্যই নিন। সতর্কতা ও নিয়মিত দাঁত-মাড়ির পরিচর্যা করুন এতে শীতেও সুস্থ থাকবে আপনার মুখ ও হৃদয়!

# নারীর 'বগলের গন্ধ' পুরুষের মানসিক চাপ কমায়?

**স্বাস্থ্য ডেস্ক**

নারীর বগলের গন্ধ পুরুষের আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি তাদের মানসিক চাপও কমাতে পারে। এমনটাই জানা গেছে জাপানে হওয়া এক চমকপ্রদ গবেষণা থেকে। তবে এই প্রভাব সব সময় দেখা যায় না। মাসের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে, যখন নারীর গন্ধ পুরুষের কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়, তখনই এই প্রভাব দেখা যায়। ওই সময় পুরুষ নারীর মুখও বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে করেন।
জীববিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল সেলে প্রকাশিত এই গবেষণার নিবন্ধ থেকে দেখা গেছে, নারীর শরীরের গন্ধ মাসিক চক্র অনুযায়ী বদলায়। ডিম্বাণু নির্গমনের সময়, অর্থাৎ যখন নারীর গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি থাকে, তখন তাদের গায়ের গন্ধ পুরুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়। তবে শরীরের ঘামের এই গন্ধে যে রাসায়নিক উপাদানগুলো ভূমিকা রাখে, সেগুলো এত দিন অজানা ছিল। এবার টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন তিনটি রাসায়নিক যৌগ শনাক্ত করেছেন, যেগুলোর মাত্রা মাসিক চক্র অনুযায়ী ওঠানামা করে এবং ডিম্বাণু নির্গমনের সময় বাড়ে। এই তিন যৌগ নারীর বগলের ঘামে মেশার পর পুরুষ ওই গন্ধকে আরও বেশি পছন্দ করেছেন। পাশাপাশি, তাঁরা একই নারীর মুখকে আগের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও নারীত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।
আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো, এই গন্ধ পুরুষের মধ্যে চাপ কমানোতে প্রভাব ফেলেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পুরুষ এই গন্ধ পেয়েছেন, তাঁদের লালায় চাপের একটি রাসায়নিক চিহ্ন সাধারণভাবে অন্যদের তুলনায় কম ছিল। গবেষণার অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড বায়োলজিকাল কেমিস্ট্রির অধ্যাপক কাজুশিগে তোহারা বলেন, 'এসব ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে, নারীর শরীরের গন্ধ পুরুষ-নারীর মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভূমিকা রাখেই।'
প্রাণিজগতে 'ফেরোমোন' নামের গন্ধভিত্তিক জৈবিক বার্তা অনেক পরিচিত। পোকামাকড়, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীরা প্রজনন, সামাজিক বন্ধন বা এলাকা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করে। হলিউডে এই 'ভালোবাসার গন্ধ' নিয়ে যত গল্পই থাক, বাস্তবে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন–মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে ফেরোমোন কাজ করে কি না।
অবশ্য, পুরোনো কিছু গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, পুরুষের ঘামের 'অ্যান্ড্রোস্টাডিয়েনোন' এবং নারীদের প্রস্রাবের 'এস্ট্রাটেট্রায়েনল' যৌগ মানসিক অবস্থা ও আকর্ষণে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এসব গবেষণা অনেক সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে গন্ধ শনাক্ত করার প্রক্রিয়া ও অংশগ্রহণকারীদের পরিচ্ছন্নতা ঠিক না থাকায়। জাপানের এই নতুন গবেষণায় সঠিক রাসায়নিক মিশ্রণ নির্ধারণ করাটাই সবচেয়ে কঠিন ছিল। গবেষণার প্রধান লেখক নোজোমি ওহগি বলেন, '২০ জনের বেশি নারীর কাছ থেকে মাসিক চক্রের সুনির্দিষ্ট সময়ে বগলের গন্ধ সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেক নারীর মাসিক চক্র পর্যবেক্ষণ করতে বারবার তাঁদের শরীরের তাপমাত্রা ও অন্যান্য বিষয় জেনে নিতে হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া একজন অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে প্রায় এক মাসের মতো সময় নিয়েছে।' তবে এত কিছুর পরেও অধ্যাপক তোহারা এই তিন যৌগকে এখনই নিশ্চিতভাবে মানব ফেরোমোন বলতে রাজি নন। তিনি বলেন, 'আমরা এখনই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না, ডিম্বাণু নির্গমনের সময় বাড়ে এমন যৌগগুলো সত্যিকারের মানব-ফেরোমোন কি না।'
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়ে গেছে, এই গন্ধ কি শুধু মানুষের জন্য নির্দিষ্ট, যেভাবে প্রাণিজগতে ফেরোমোন হয়ে থাকে? তোহারা বলেন, 'এই মুহূর্তে আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি–এই যৌগগুলো ফেরোমোন-সদৃশ হতে পারে।' গবেষকেরা এখন আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে গবেষণা করতে চান, যাতে জিনগত কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বাদ দেওয়া যায়।

# ব্রয়লার মুরগি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ

**স্বাস্থ্য ডেস্ক**

ব্রয়লার মুরগি বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারের প্রোটিনের চাহিদা পূরণে সবচেয়ে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী খাবারের মধ্যে অন্যতম। তবে দীর্ঘদিন ধরেই অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে, ব্রয়লার মুরগি স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ক্ষতিকর কি-না তা নির্ভর করে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও রান্নার পদ্ধতির ওপর।
চিকিৎসকরা জানান, ব্রয়লার মুরগি নিজে ক্ষতিকর নয়। বরং এটি উচ্চমানের প্রোটিন, ভিটামিন বি-১২ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ভালো উৎস। তবে মুরগির নিরাপত্তা নির্ভর করে এটি কীভাবে পালন করা হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের নিয়ম মানা হয়েছে কি-না এবং জবাই ও সংরক্ষণের সময় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয়েছে কি-না এসব বিষয়ের ওপর।
তারা আরও বলছেন, কিছু খামারে রোগ প্রতিরোধ বা চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত ব্যবহার, বা জবাইয়ের আগে প্রয়োজনীয় সময় অনুসরণ না করলে মাংসে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ থাকতে পারে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুর ঝুঁকি বাড়তে পারে।
অনেকেই মনে করেন, ব্রয়লার মুরগিকে দ্রুত বড় করতে নিয়মিত হরমোন ব্যবহার করা হয়। তবে চিকিৎসকদের ভাষ্য, এই ধারণার পক্ষে শক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
আধুনিক ব্রয়লার মুরগির দ্রুত বৃদ্ধি মূলত উন্নত প্রজাতি, সুষম খাদ্য এবং উন্নত খামার ব্যবস্থাপনার ফল।
খামারে স্বাস্থ্যবিধি না মানা হলে বা জবাই ও সংরক্ষণের সময় অসতর্কতা থাকলে সালমোনেলা ও ক্যাম্পিলোব্যাক্টারের মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মাংসে থাকতে পারে। তাই মুরগির মাংস অবশ্যই ভালোভাবে রান্না করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সঠিকভাবে উৎপাদিত ব্রয়লার মুরগি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চমানের লিন প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। এ ছাড়া এতে রয়েছে– ভিটামিন বি-১২, ভিটামিন বি-৬, নিয়াসিন (ভিটামিন বি-৩), ফসফরাস, সেলেনিয়াম ও জিংক।

# প্রতিদিনের ৬টি খাবার হতে পারে ক্যান্সারের নীরব শত্রু

**স্বাস্থ্য ডেস্ক**

আজকাল ক্যান্সার যেন এক অদৃশ্য আতঙ্ক। আধুনিক জীবনযাপন, দূষণ, মানসিক চাপ-সবই এই রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের প্রতিদিনের কিছু প্রিয় খাবারই নীরবে শরীরে ক্যান্সারের বীজ বুনে দিচ্ছে।
হার্ভার্ড-প্রশিক্ষিত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডা. সৌরভ শেঠি সম্প্রতি ৬টি খাবারের কথা জানিয়েছেন, যেগুলো নিয়মিত খেলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। ডা. শেঠির মতে, এই খাবারগুলো খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া বা অন্তত কমিয়ে আনলে শরীরের ভেতরে দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।
১. প্রক্রিয়াজাত মাংস: নীরব ঘাতক
সসেজ, সালামি বা হ্যাম এই খাবারগুলো প্রোটিনের সহজ উৎস মনে হলেও এগুলো আসলে শরীরের শত্রু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে, প্রক্রিয়াজাত মাংস 'গ্রুপ১ কার্সিনোজেন', অর্থাৎ প্রমাণিত ক্যান্সারসৃষ্টিকারী খাবার। এতে থাকা নাইট্রেট ও সংরক্ষক অন্ত্রের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।
নিরাপদ বিকল্প: ঘরে রান্না করা মুরগি, ডাল বা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।
২. চিনি-সমৃদ্ধ কোমল পানীয়
কোলা বা বিভিন্ন ফ্লেভারড ড্রিংক শুধু রক্তে চিনি বাড়ায় না, শরীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহও সৃষ্টি করে–যা ক্যান্সার কোষের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত এসব পানীয় পান করলে স্তন, অগ্ন্যাশয় ও কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। নিরাপদ বিকল্প: ডাবের পানি, ফল-মিশ্রিত পানি বা হার্বাল চা।
৩. অতিরিক্ত ভাজা খাবার
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চপ, সমুচা বা পুরনো তেলে বারবার ভাজা খাবারে তৈরি হয় 'অ্যাক্রিলামাইড' নামের ক্ষতিকর যৌগ। এটি শরীরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়িয়ে কোষের ক্ষতি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়।
নিরাপদ বিকল্প: বেক বা এয়ারুফ্রাইড স্ন্যাকস, ভাপানো সবজি।
৪. পুড়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত গ্রিল করা মাংস
বারবিকিউ পার্টি বা গ্রিলড মাংসের পোড়া অংশ যতটা সুস্বাদু মনে হয়, ততটাই বিপজ্জনক। পোড়া অংশে তৈরি হয় ঐঈঅং ও চঅঐং নামের যৌগ, যা ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ক্যান্সারের আশঙ্কা বাড়ায়।
নিরাপদ বিকল্প: ধীরে রান্না করা বা বেক করা মাংস, সঙ্গে রোজমেরি বা থাইমের মতো হার্ব ব্যবহার।
৫. অ্যালকোহল: প্রতিদিনের বিষ
'অল্প পরিমাণ অ্যালকোহল ক্ষতিকর নয়' এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ডা. শেঠির মতে, সামান্য অ্যালকোহলও শরীরে বিপজ্জনক প্রভাব ফেলে। এটি লিভার, স্তন ও খাদ্যনালী ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়, হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং ইমিউন সিস্টেম দুর্বল করে দেয়।
নিরাপদ বিকল্প: কোম্বুচা, ডালিমের রস বা বিটরুট কানজি।
৬. অতিপ্রক্রিয়াজাত খাবার: আধুনিক যুগের ফাঁদ
ইনস্ট্যান্ট নুডলস, প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, রেডি-টু-ইট খাবার বা ফাস্ট ফুডে থাকে কৃত্রিম রং, অতিরিক্ত চিনি ও ট্রান্স ফ্যাট, যা শরীরে প্রদাহ বাড়িয়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্র তৈরি করে।
নিরাপদ বিকল্প: ঘরে তৈরি খিচুড়ি, ওটস বা সবজিডাল সমৃদ্ধ খাবার। ডা. সৌরভ শেঠির মতে, ক্যান্সার প্রতিরোধ শুরু হয় আমাদের প্রতিদিনের প্লেট থেকেই। প্রক্রিয়াজাত ও চিনি-সমৃদ্ধ খাবার বাদ দিয়ে যদি আমরা তাজা, প্রাকৃতিক ও ঘরে তৈরি খাবার বেছে নিই, তবে ভয়ংকর এই রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।
সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন-কারণ আপনার আজকের খাবারই নির্ধারণ করবে আগামীর সুস্থতা।

# নিয়মিত ঘুম সুস্থ জীবন যাপনের অন্যতম শর্ত

**স্বাস্থ্য ডেস্ক**

সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাইলে ঘুম অপরিহায্য। কম ঘুমও যেমন স্বাস্থ্যহানিকর, বেশিঘুমও নেতিবাচক। তবে, অনেকেই আছেন যাদের ঘুম হয় কম। আর এই দলের লোক সংখ্যা বেশি।
নিয়মিত ঘুমাতে চাইলে নিচের বিষয়গুলো মাথায় রেখে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।
কারণ, নিয়মিত ঘুম সুস্থ জীবন যাপনের অন্যতম শর্ত।
যে বিষয়গুলো জরুরি:
১. প্রত্যেকদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস তৈরি করা গেলে ঘুমের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা কমে।
২. ভালভাবে ঘুমানোর জন্য ঠিক মতো একটি ঘুমানোর জায়গা বাছাই করা দরকার। ভোরের আলো অনেকসময় সকালে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তেমনি অহেতুক ও বিরক্তিকর শব্দও আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারে। তাই ভাল ঘুমের জন্য আলো ও শব্দমুক্ত আরামদায়ক বিছানা প্রয়োজন।
৩. ঘুমাতে যাওয়ার চার থেকে ছয় ঘণ্টা আগে চা, কফি, কোল্ড ড্রিংকস, চকলেট, সিগারেট, মদ একদমই খাওয়া উচিত নয়। যদিও অনেকে মনে করেন, ঘুমানোর আগে মদ্যপান করলে ঘুম ভালো হয়, বাস্তবে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা।
৪. বিছানা শুধু ঘুমানোর জন্যই ব্যবহার করতে হবে। ৮০ যে বিছানাকে আমরা ঘুমানোর জন্য ব্যবহার করব তাতে বসে পড়াশোনা, টিভি দেখা বা অন্য কোনো কাজ করা উচিত নয়।
৫. দিনের বেলা না ঘুমানোই ভাল। নিতান্তই ঘুমাতে হলে অবশ্যই এক ঘণ্টার কম সময়ের জন্য ঘুমানো উচিত।
৬. বিছানায় শুয়ে যদি ২০ মিনিট পর্যন্ত ঘুম না আসে, তাহলে বিছানা থেকে উঠে পড়া উচিত এবং যতক্ষণ না আবার ঘুম পাচ্ছে ততক্ষণ অন্য কোনো কাজ করা উচিত।
৭. অনেক সময় ঘুম না এলে আমরা ঘড়িতে সময় দেখি। এর ফলে উদ্বিগ্নতা আরও বাড়ে। তাই এই অভ্যাস ত্যাগ করা দরকার। নিয়ম মতো রোজ ব্যায়াম করলে ঘুম ভালো হয়। তবে ঘুমাতে যাওয়ার চার ঘণ্টা আগের মধ্যে ভারী ব্যায়াম না করাই ভালো।

# চোখ ভালো রাখতে স্ক্রিন টাইম কমাবেন যেভাবে

**প্রযুক্তি ডেস্ক**

স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ট্যাব কিংবা টিভি ডিজিটাল স্ক্রিন এখন দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ। কাজ, পড়াশোনা, বিনোদন থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ সবকিছুতেই দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারে চোখে শুষ্কতা, জ্বালাপোড়া, ঝাপসা দেখা, মাথাব্যথা ও চোখে ক্লান্তির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই শুধু চোখের যত্ন নয়, প্রয়োজন স্ক্রিন ব্যবহারের সময়ও নিয়ন্ত্রণ করা।

অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন বন্ধ করুন স্ক্রিন টাইম কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন বন্ধ করা। বারবার মেসেজ, সোশ্যাল মিডিয়া বা অ্যাপের নোটিফিকেশন এলে অজান্তেই ফোন হাতে চলে আসে। প্রয়োজনীয় কয়েকটি অ্যাপ ছাড়া বাকিগুলোর নোটিফিকেশন বন্ধ করে দিলে ফোন দেখার প্রবণতা অনেকটাই কমতে পারে।

নির্দিষ্ট সময় ফোন থেকে দূরে থাকুন দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়কে ‘স্ক্রিন-ফ্রি’ হিসেবে রাখুন। যেমন খাওয়ার সময়, ঘুমানোর আগে কিংবা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় ফোন দূরে রাখতে পারেন। রাতে বিছানায় যাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা ভিডিও দেখার অভ্যাস থাকলে সেটি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনুন।

যেভাবে ফোনের সেটিংস সাজাবেন ২০-২০-২০ নিয়ম মেনে চলুন একটানা কম্পিউটার বা ফোনের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিয়মিত বিরতি নেওয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রে ২০-২০-২০ নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন। অর্থাৎ, প্রতি ২০ মিনিট পর অন্তত ২০ ফুট দূরের কোনো বস্তুর দিকে ২০ সেকেন্ড তাকান। এতে একটানা কাছের জিনিস দেখার চাপ থেকে চোখ কিছুটা বিশ্রাম পায়।

ফোনের বদলে অডিও ব্যবহার করুন সব কাজের জন্য স্ক্রিনের প্রয়োজন হয় না। গান, পডকাস্ট বা অডিওবুক শোনার ক্ষেত্রে ফোনের স্ক্রিন বন্ধ করে রাখতে পারেন। কোনো লেখা বা তথ্য পড়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে অডিও সংস্করণ ব্যবহার করাও স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় কমানোর একটি উপায়।

কাজের জায়গায় স্ক্রিনের অবস্থান ঠিক করুন স্ক্রিন চোখের খুব কাছে রাখবেন না। কম্পিউটার ব্যবহারের সময় মনিটর এমন দূরত্বে রাখুন, যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে দেখা যায় এবং ঘাড় বা চোখে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। ঘরের আলো ও স্ক্রিনের উজ্জ্বলতার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য থাকলেও চোখে অস্বস্তি হতে পারে। তাই পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা ঠিক করুন।

ঘুমের আগে স্ক্রিন কমান রাতে দীর্ঘ সময় ফোন বা ট্যাব ব্যবহার করার বদলে বই পড়া, পরিবারের সঙ্গে কথা বলা কিংবা হালকা কোনো কাজের অভ্যাস করতে পারেন। বিশেষ করে ঘুমের ঠিক আগে স্ক্রিন ব্যবহার কমানো ভালো ঘুমের রুটিন তৈরিতেও সহায়ক হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রেও নজর দিন শিশুদের হাতে দীর্ঘ সময় ফোন বা ট্যাব দিয়ে রাখার অভ্যাস না করে বয়স অনুযায়ী স্ক্রিন ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করা দরকার। পড়াশোনার প্রয়োজনীয় স্ক্রিন ব্যবহারের পাশাপাশি বাইরে খেলাধুলা ও অন্য কাজে সময় দেওয়ার সুযোগ তৈরি করুন। তবে চোখে নিয়মিত ব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী ঝাপসা দেখা, অতিরিক্ত শুষ্কতা বা অন্য কোনো সমস্যা হলে শুধু স্ক্রিন টাইম কমিয়ে বসে না থেকে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

**কেএসকে**

## রাইড শেয়ারিংয়ে যাত্রীদের নিজস্ব হেলমেট কেন জরুরি

**প্রযুক্তি ডেস্ক**

দ্রুত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রয়োজন থেকে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে মোটরসাইকেলভিত্তিক রাইড শেয়ারিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কর্মজীবী মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী, নারী-পুরুষ অনেকেই এখন প্রতিদিনের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে রাইড শেয়ারিংকে বেছে নিচ্ছেন। যানজট এড়িয়ে তুলনামূলক কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় বলেই এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। সড়ক নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় চালক ও যাত্রীর হেলমেট ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনার সময় মাথাকে গুরুতর আঘাত থেকে রক্ষা করতে একটি মানসম্মত হেলমেটের বিকল্প নেই। কিন্তু রাইড শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে যাত্রীদের জন্য যে হেলমেট সরবরাহ করা হয়, সেটি নিয়ে আমার একটি ভিন্ন ধরনের উদ্বেগ রয়েছে আর সেটি হলো পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি।

একজন চালক প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী বহন করেন। স্বাভাবিকভাবেই একই হেলমেট দিনের পর দিন বিভিন্ন মানুষ ব্যবহার করেন। প্রচণ্ড গরমে ঘাম, ধুলাবালি, মাথার ত্বকের তেল, চুল ও ত্বকের সংস্পর্শে হেলমেটের ভেতরের অংশ অপরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত না করলে সেখানে জীবাণু ও ছত্রাকের মতো ক্ষতিকর উপাদান জমে থাকার আশঙ্কা থাকে। ফলে মাথার ত্বকে চুলকানি, ফাঙ্গাল সংক্রমণসহ বিভিন্ন ধরনের চর্মসমস্যার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। হেলমেট কেনার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখতেই হবে

আমরা সাধারণত রাইড শেয়ারিংয়ের সময় হেলমেট পরছি কি না সেটি নিয়েই বেশি চিন্তা করি। কিন্তু কেমন হেলমেট ব্যবহার করছি এবং সেটি কতটা পরিষ্কার এই প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মাথায় একটি হেলমেট তুলে দিলেই নিরাপত্তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নিরাপত্তার পাশাপাশি হেলমেটের মান, ফিটিং এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আরেকটি বিষয় আরও উদ্বেগজনক। অনেক ক্ষেত্রে যাত্রীদের দেওয়া হেলমেটের মান নিয়েও প্রশ্ন থাকে। দুর্ঘটনার সময় একটি নিম্নমানের হেলমেট কাঙ্ক্ষিত সুরক্ষা দিতে পারবে কি না, সেটি নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। ফলে যাত্রী নিরাপত্তার নামে শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য হেলমেট ব্যবহার করানো যথেষ্ট নয়; মানসম্মত ও নিরাপদ হেলমেট নিশ্চিত করাও জরুরি।

যারা নিয়মিত রাইড শেয়ারিং ব্যবহার করেন, তাদের জন্য নিজের একটি ভালো মানের ব্যক্তিগত হেলমেট থাকা উচিত। এটি হয়তো প্রথমে বাড়তি খরচ মনে হতে পারে, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তার তুলনায় এই খরচ খুবই সামান্য। নিজের হেলমেট হলে সেটি নিজের মতো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, নিজের মাথার মাপ অনুযায়ী নির্বাচন করা যায় এবং প্রতিবার অন্যের ব্যবহৃত হেলমেট পরার প্রয়োজন হয় না। রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলোরও এখানে দায়িত্ব রয়েছে। যাত্রীদের জন্য সরবরাহ করা হেলমেটগুলো নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা, নির্দিষ্ট সময় পরপর হেলমেট পরিবর্তন করা এবং মানসম্মত নিরাপত্তা হেলমেট নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে যাত্রীদেরও সচেতন করতে হবে হেলমেট শুধু পরলেই হবে না, সেটি নিরাপদ, মানসম্মত ও পরিচ্ছন্নও হতে হবে। জন্য জানুন এই ৫ সহজ হ্যাক আমরা নিরাপদ সড়কের কথা বলি, দুর্ঘটনা কমানোর কথা বলি, হেলমেট ব্যবহারের কথা বলি। কিন্তু নিরাপত্তার এই আলোচনায় স্বাস্থ্যবিধির বিষয়টি যেন বাদ না পড়ে। একটি হেলমেট আমাদের জীবন বাঁচাতে পারে, আবার অপরিচ্ছন্ন হেলমেট আমাদের জন্য নতুন স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি করতে পারে। তাই যারা নিয়মিত রাইড শেয়ারিং করেন, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ সম্ভব হলে নিজের একটি মানসম্মত হেলমেট কিনুন। নিজের নিরাপত্তার জন্য, নিজের স্বাস্থ্যের জন্য এবং অন্যের ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন হেলমেটের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য এটি হতে পারে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতার পদক্ষেপ।

নিরাপদ যাত্রা শুধু দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর নাম নয়; নিরাপদ যাত্রা মানে সুস্থভাবে, নিরাপদে এবং দায়িত্বশীলভাবে গন্তব্যে পৌঁছানো।

**লেখক: পরিবেশ ও গণমাধ্যম কর্মী**

## বিদ্যুতের বিল কমাতে সোলার প্যানেল নাকি উইন্ড টারবাইন কিনবেন?

**প্রযুক্তি ডেস্ক**

দিন দিন বাড়ছে বিদ্যুতের খরচ। ফলে মাসের বিল কিছুটা কমাতে বাড়িতেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ভাবছেন অনেকেই। এই ক্ষেত্রে সোলার প্যানেল দীর্ঘদিন ধরেই জনপ্রিয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাড়ির জন্য ছোট আকারের উইন্ড টারবাইন বা মিনি উইন্ড টারবাইন নিয়েও আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সূর্যের আলো ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করে সোলার প্যানেল। অন্যদিকে বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে উইন্ড টারবাইন। দু’টি পদ্ধতিই পরিবেশবান্ধব হলেও বাড়িতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে খরচ, উৎপাদন ক্ষমতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় আবহাওয়া সবকিছু বিবেচনা করা জরুরি। তাহলে কোনটি বেশি লাভজনক?

বিদ্যুৎ উৎপাদনে এগিয়ে কোনটি?

সোলার প্যানেলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি তুলনামূলকভাবে সহজে পূর্বানুমান করা যায়। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পাওয়া গেলে প্যানেল বিদ্যুৎ তৈরি করে। সাধারণ হিসাবে, ১ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল দিনে গড়ে প্রায় ৪ থেকে ৫ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। তবে ঋতু, আবহাওয়া, প্যানেলের অবস্থান এবং ছায়ার মতো বিষয়গুলোর কারণে উৎপাদনের পরিমাণ কমবেশি হতে পারে। উইন্ড টারবাইনের ক্ষেত্রে হিসেবটা কিছুটা আলাদা। এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত গতির বাতাস প্রয়োজন। সাধারণত ঘণ্টায় প্রায় ১২ থেকে ১৫ কিলোমিটার বা তার বেশি গতির বাতাস প্রয়োজন হতে পারে। বাতাসের গতি কম হলে টারবাইনের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অর্থাৎ, উইন্ড টারবাইন দিনে-রাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলেও সেটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে স্থানীয় বাতাসের গতির উপর। আবাসিক এলাকায় বাতাস অনেক সময় প্রয়োজনীয় গতিতে বা ধারাবাহিকভাবে না বইলে ১ কিলোওয়াট ক্ষমতার টারবাইন তার পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মতো উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে।

ইনস্টল করতে খরচ কত?

শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা নয়, সিস্টেম বসানোর প্রাথমিক খরচও গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বাংলাদেশি বাজারদর অনুযায়ী ১ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেমের খরচ সিস্টেমের ধরন অনুযায়ী প্রায় ৩২-৪২ হাজার টাকা/শডড় থেকে শুরু হতে পারে, তবে ব্যাটারি-সহ পূর্ণ অফ-গ্রিড/হাইব্রিড সেটআপ হলে খরচ অনেক বেশি প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১.২ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে এখনো মিনি উইন্ড টারবাইন এতোটা সহজলভ্য নয়। তবে চাইলে আশপাশের দেশ থেকে আনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মিনি উইন্ড টারবাইন বসাতে প্রায় এক থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগের দিক থেকে এটি সোলারের তুলনায় বেশ ব্যয়বহুল।

শুধু তাই নয়, উইন্ড টারবাইনের যান্ত্রিক অংশের সংখ্যা বেশি হওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়। ব্লেড, গিয়ার, বেয়ারিংসহ বিভিন্ন চলমান অংশ দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। ফলে সময়ের সঙ্গে সার্ভিসিং এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বদলের খরচও যুক্ত হয়। সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে চলমান যন্ত্রাংশ নেই বললেই চলে। তাই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম। তবে প্যানেলের উপর ধুলা-ময়লা জমলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমতে পারে, তাই নিয়মিত পরিষ্কার রাখাও জরুরি। শহরের বাড়ির জন্য কোনটি ভালো? শহর বা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল সাধারণত বেশি বাস্তবসম্মত বিকল্প।

বাড়ির ছাদে যদি দিনের বেশিরভাগ সময় সরাসরি সূর্যের আলো পাওয়া যায় এবং আশপাশের ভবন বা গাছের ছায়া বেশি না থাকে, তাহলে সোলার প্যানেল থেকে ভালো উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। মিনি উইন্ড টারবাইনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উচ্চতা এবং বাধাহীন বাতাসের প্রয়োজন হয়। শহরের বাড়ির ছাদে উঁচু পোল বসিয়ে টারবাইন স্থাপন করলে প্রবল বাতাস বা ঝড়ের সময় নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। এর পাশাপাশি টারবাইনের ঘূর্ণন থেকে তৈরি শব্দ ও কম্পন আশপাশের বাসিন্দাদের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। কখন উইন্ড টারবাইন বেছে নিতে পারেন? যেসব এলাকায় বছরের বড় সময়জুড়ে ভালো গতির বাতাস পাওয়া যায়, সেখানে মিনি উইন্ড টারবাইন কার্যকর বিকল্প হতে পারে।

## ফোন রাখলেই চার্জ হবে, পানি খেতেও মনে করাবে এআই

**প্রযুক্তি ডেস্ক**

স্মার্টফোন, ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার অফিসের বা ঘরের কাজের টেবিলে এমন একাধিক গ্যাজেট থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ডেস্ক যদি নিজেই বুঝে নেয় কোথায় ফোন রাখা হয়েছে, তারপর তার অবস্থান অনুযায়ী চার্জিং ব্যবস্থা এগিয়ে দেয়? শুধু তাই নয়, দীর্ঘক্ষণ কাজ করার সময়ে পানি খাওয়ার কথাও মনে করিয়ে দেবে এবং প্রয়োজন হলে পানির গ্লাসটি ব্যবহারকারীর কাছে নিজেই ছুটে আসবে, এমনই প্রযুক্তিনির্ভর একটি স্মার্ট-ডেস্কের প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে চিনের প্রযুক্তি সংস্থা এইচটিএক্স স্টুডিও।

ডেস্কই বুঝবে কোথায় রাখা রয়েছে ফোন এই স্মার্ট-ডেস্কের অন্যতম আকর্ষণ হল এর স্বয়ংক্রিয় ওয়্যারলেস চার্জিং ব্যবস্থা। সাধারণ ওয়্যারলেস চার্জারের মতো নির্দিষ্ট জায়গায় ফোন রাখতে হবে না। ডেস্কের উপর কোথায় স্মার্টফোন রাখা হয়েছে, তা শনাক্ত করার জন্য রয়েছে একটি স্মার্ট ক্যামেরা।

ফোনের অবস্থান বুঝে নেওয়ার পর মোটরচালিত চার্জিং কয়েল সেই জায়গার দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে ফোনের নিচে থাকা চার্জিং ব্যবস্থার সঙ্গে কয়েলটি সঠিকভাবে অবস্থান করতে পারবে। অর্থাৎ ডেস্কের উপর ফোন রাখলেই আলাদা করে চার্জারের খোঁজ করার ঝামেলা কমবে। এই প্রযুক্তির ধারণাটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কারণ ডেস্কের পুরো অংশকেই কার্যত একটি বড় চার্জিং প্যাডে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পানি খাওয়ার কথাও মনে করাবে

তবে চার্জিংয়ের সুবিধার বাইরেও রয়েছে আরও চমকপ্রদ ব্যবস্থা। স্মার্ট-ডেস্কটির সঙ্গে রয়েছে একটি বিশেষ স্মার্ট কাপ। দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে গিয়ে ব্যবহারকারী যাতে জল খেতে ভুলে না যান, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে কাপটি মোটরের সাহায্যে ব্যবহারকারীর দিকে এগিয়ে আসতে পারে। অর্থাৎ ডেস্ক শুধু কাজের গ্যাজেট সামলাবে না, ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন অভ্যাসের দিকেও নজর রাখার চেষ্টা করবে।

স্বচ্ছ ডিসপ্লে থেকে ম্যাক মিনি

ডেস্কটির নকশাতেও রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ছাপ। এতে একটি স্বচ্ছ ডিসপ্লে রাখা হয়েছে। ফলে সাধারণ টেবিলের বদলে এটি অনেকটা প্রযুক্তিনির্ভর ওয়ার্কস্টেশনের মতো কাজ করতে পারে। এর সঙ্গে রয়েছে অ্যাপলের ছোট কম্পিউটার ম্যাক মিনি। ডেস্কের উচ্চতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা সম্ভব। এজন্য এতে মোটরচালিত হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে কাজ করার প্রয়োজন অনুযায়ী টেবিলের উচ্চতা বদলে নেওয়া যাবে।

অ্যাপলের এয়ারপাওয়ারের সঙ্গে কোথায় মিল? এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় চার্জিং প্রযুক্তির ধারণা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। ২০১৭ সালে অ্যাপল ‘এয়ারপাওয়ার’ নামে একটি ওয়্যারলেস চার্জিং ডিভাইসের ঘোষণা করেছিল। একসঙ্গে একাধিক অ্যাপল ডিভাইস চার্জ করার লক্ষ্য ছিল সেই পণ্যের।তবে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এয়ারপাওয়ার শেষ পর্যন্ত বাজারে আসেনি। অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার সমস্যা সমাধান করতে না পারায় ২০১৯ সালে প্রকল্পটি বাতিল করে অ্যাপল। এইচটিএক্স স্টুডিওর তৈরি স্মার্ট-ডেস্কের ধারণার সঙ্গে সেই পুরনো প্রচেষ্টার কিছুটা মিল থাকলেও এর পরিধি অনেক বড়। এখানে শুধু চার্জিং নয়, ডিসপ্লে, মোটরচালিত ডেস্ক এবং স্মার্ট কাপ সবকিছুকে একসঙ্গে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি এখনও বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত কোনো চূড়ান্ত পণ্য নয়। এইচটিএক্স স্টুডিও মাত্র দুই মাসের মধ্যে এর একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে। ফলে প্রযুক্তিটি বাস্তবে কতটা নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য হবে, তা এখনো দেখার বিষয়।

বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলা চার্জিং কয়েল, ক্যামেরা এবং মোটরচালিত কাপ সবকিছুকে দীর্ঘদিন নিরাপদে চালানোর জন্য আরও পরীক্ষা প্রয়োজন।

CIVA USA INC
CIVA USA INC
RESPONSIBLE. ETHICAL. TRANSPARENT.
YOUR TRUSTED IMMIGRATION PARTNER
EB-3 ভিসার মাধ্যমে
আমেরিকায় আসার
সুবর্ণ সুযোগ!
বৈধ উপায়ে
স্থায়ী ভবিষ্যতের পথে
সফল জীবনের নিশায়
Habibur R. Tuhin
President - CIVA USA INC
স্থায়ী চাকরির সুযোগ
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তাদের মাধ্যমে স্থায়ী, ফুল-টাইম চাকরি
গ্রিন কার্ডের নিশ্চয়তা
আপনি এবং আপনার পরিবারের জন্য
পরিবারের নিরাপদ ভবিষ্যৎ
শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা
আইনগত ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া
কোন শর্টকাট নয়, সম্পূর্ণ বৈধ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া
নিরাপদ ভবিষ্যৎ, প্রকৃত সুযোগ
আজই যোগাযোগ করুন!
+1 347-656-5207
luckytuhin@civa.network
+1 929 519 0084
civa@civa.network
3722 73rd St, Suite-1D, Jackson Heights, NY-11372
civa.network
চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন সেক্টর – প্রচুর চাকরি, নিশ্চিত সুযো
ম্যানুফ্যাকচারিং, লজিস্টিকস, সাপ্লাই চেইন ও ওয়্যারহাউজিং
খাদ্য সেবা, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড ও হসপিটালিটি
নির্মাণ, সিভিল ও আবাসন রেনোভেশন
অন্যা... ধরনের সুযোগ
আমাদের সেবাসমূহ
ট্যাক্স (W2, 1099) ও ইমিগ্রেশন সেবা
ভিজিট ভিসা
স্টুডেন্ট ভিসা
J1 ভিসা
নার্স ভিসা
কানাডা ভিসা
মেক্সিকো ভিসা
এবং অন্যান্য সকল স্থানের ভিসা
ইমিগ্রেশন ও ট্যাক্স সেবা একই ছাদের নিচে
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তার সাথে কাজ
DOL সার্টিফাইড নিয়োগকর্তা
স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া
পরিবার কেন্দ্রিক সহায়তা
আজই পদক্ষেপ নিন!
আপনার ভবিষ্যৎ আজই শুরু হোক!
আপনার স্বপ্নের আমেরিকা
আমরাই পথ দেখাবো!
আমরা স্বপ্ন দেখি, আমরা পথ দেখাই, আমরা পৌঁছে দিই!
স্বপ্ন থেকে গন্তব্যে আমরাই সঙ্গী
সঠিক পরামর্শ • পরিস্কার প্রক্রিয়া • শক্তিশালী ভবিষ্যৎ
CIVA USA INC এর সাথে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ মুক্ত সফলতার পথে!

## বৈধ অভিবাসীদের জন্য মেডিকেইডে

প্রথম পৃষ্টার পর

Medicaid বা CHIP কভারেজ দেওয়ার ফেডারেল সুযোগ বহাল রয়েছে। একইভাবে, অভিবাসন মর্যাদার কারণে পূর্ণ গবফরপধরফ-এর যোগ্য না হলেও প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণকারী ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঊসবৎমবহপু গবফরপধরফ-এর ফেডারেল সহায়তা অব্যাহত থাকতে পারে।

পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে দৃশ্যমান হচ্ছে। ওয়াশিংটন পোস্টের হিসাবে, দেশজুড়ে কয়েক লাখ বৈধ অভিবাসী নতুন বিধিনিষেধের প্রভাবে পড়তে পারেন। কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের হিসাব উদ্ধৃত করে কখঋ জানিয়েছে, গবফরপধরফ ও ঈঐওচ-এর এই অভিবাসন-সংক্রান্ত বিধিনিষেধে ২০৩৪ সাল নাগাদ ফেডারেল ব্যয় প্রায় ৬.২ বিলিয়ন ডলার কমতে পারে এবং অতিরিক্ত প্রায় এক লাখ মানুষ স্বাস্থ্যবিমাহীন হয়ে পড়তে পারেন। তবে একজন অভিবাসী গবফরপধরফ হারাবেন কি না, তা শুধু ফেডারেল আইনের ওপর নির্ভর করছে না। রাজ্যভেদে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। কিছু রাজ্য নিজেদের অর্থ ব্যবহার করে ফেডারেল কভারেজ হারানো নির্দিষ্ট অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা চালু রাখার উদ্যোগ নিচ্ছে। ফলে একই অভিবাসন মর্যাদার একজন ব্যক্তি এক রাজ্যে কভারেজ হারালেও অন্য রাজ্যে রাজ্য-অর্থায়িত কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধা পেতে পারেন। পরিবর্তনের সমর্থকদের যুক্তি, গবফরপধরফ-এর মতো করদাতাদের অর্থে পরিচালিত কর্মসূচির সুবিধা সীমিত করে ফেডারেল ব্যয় কমানো এবং নাগরিক ও নির্দিষ্ট যোগ্য অভিবাসীদের জন্য সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ঈগঝ বলছে, নতুন নির্দেশনা কংগ্রেসে পাস হওয়া আইন বাস্তবায়ন এবং ফেডারেল স্বাস্থ্য কর্মসূচির অর্থ সুরক্ষার অংশ। অন্যদিকে অভিবাসী অধিকার ও স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর আশঙ্কা, এই পরিবর্তন নিয়মিত চিকিৎসা, ওষুধ এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কভারেজ হারানোর পাশাপাশি নতুন নথি যাচাই ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে যোগ্য ব্যক্তিরাও গবফরপধরফ থেকে বাদ পড়ে যেতে পারেন বলে কখঋ সতর্ক করেছে।

নতুন বাস্তবতায় গবফরপধরফ-এ থাকা বৈধ অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—নিজের রসসরমৎধঃরড়হ ংঃধঃঁং, রাজ্যের গবফরপধরফ নিয়ম এবং কভারেজ নবায়নের নোটিশ সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা। কারণ ১ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস করাই আর সবার জন্য ফেডারেল গবফরপধরফ পাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে না।

## ফেডারেল আদালতে আটকে গেল

প্রথম পৃষ্টার পর

ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নিয়ম প্রণয়নের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি।

এই সিদ্ধান্তের ফলে এইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি পেশাজীবীদের ওপর এক লাখ ডলারের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা আপাতত কার্যকর হচ্ছে না।

ট্রাম্প প্রশাসন ২০২৫ সালে নির্দিষ্ট নতুন এইচ-১বি আবেদনের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ফি চালুর উদ্যোগ নেয়। প্রশাসনের যুক্তি ছিল, কর্মসূচিটির অপব্যবহার ঠেকানো এবং মার্কিন কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষায় অভিবাসন ব্যবস্থায় আরও কঠোরতা প্রয়োজন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নীতিটির মেয়াদ ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর উদ্যোগ নেন।

তবে শুরু থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট পক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। তাদের যুক্তি, এত বড় অঙ্কের ফি আরোপের ফলে বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে।

এক লাখ ডলারের এইচ-১বি ফি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের এটি প্রথম আদালত-ধাক্কা নয়। এর আগে ম্যাসাচুসেটসের একটি ফেডারেল আদালতও ফি-টির বৈধতা নিয়ে প্রশাসনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণে প্রশ্ন ওঠে, কংগ্রেসের সুস্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া নির্বাহী বিভাগ এত বড় আর্থিক বোঝা আরোপ করতে পারে কি না।

এইচ-১বি কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রের কর্মবাজারে দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রকৌশল, গবেষণা, অর্থনীতি ও উচ্চশিক্ষা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষায়িত দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি পেশাজীবী নিয়োগে এই ভিসার ওপর নির্ভর করে।

ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক দক্ষ কর্মী প্রতিবছর এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ পান। ফলে এক লাখ ডলারের অতিরিক্ত ফি কার্যকর হলে শুধু ভিসাপ্রত্যাশীরাই নন, কর্মী নিয়োগকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও বড় ধরনের আর্থিক চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

সমালোচকদের মতে, উচ্চ ফি বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করতে পারলেও ছোট ব্যবসা, স্টার্টআপ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক প্রতিভা আকর্ষণের সক্ষমতাও দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অন্যদিকে, কঠোর এইচ-১বি নীতির সমর্থকেরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন যে কর্মসূচিটির কিছু অংশ মার্কিন কর্মীদের পরিবর্তে তুলনামূলক কম খরচে বিদেশি কর্মী নিয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের মতে, সংস্কারের মাধ্যমে কর্মসূচিটি প্রকৃত উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য সীমিত করা প্রয়োজন।

সর্বশেষ আদালতের সিদ্ধান্তে সেই বৃহত্তর বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়নি। প্রশাসন আইনি প্রতিকার চাইতে পারে এবং নতুন নিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমেও একই ধরনের নীতি কার্যকরের চেষ্টা করতে পারে। ফলে এইচ-১বি কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। তবে বর্তমান আদালতের আদেশের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো—নির্দিষ্ট নতুন এইচ-১বি ভিসার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এক লাখ ডলারের অতিরিক্ত ফি আপাতত কার্যকর থাকছে না।

## জামিন ছাড়াই অভিবাসীদের

প্রথম পৃষ্টার পর

হুমকি কি না কিংবা মুক্তি পেলে আদালতে হাজির না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কি না। উপযুক্ত মনে হলে নির্দিষ্ট অর্থের জামিনে মুক্তির সুযোগ দেওয়া হতো।

কিন্তু ২০২৫ সালের জুলাইয়ে উবঢ়ধৎঃসবহঃ ড়ভ ঐড়সবষধহফ ঝবপঁৎরঃু বা উঐঝ নীতির ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে। প্রশাসন যুক্তি দেয়, অনুমতি ছাড়া সীমান্ত অতিক্রম করে আসা ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বহু বছর বসবাস করলেও তাদের একটি নির্দিষ্ট আইনি শ্রেণির অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে আটক রাখা যেতে পারে। সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তাদের নিয়মিত নড়হফ যবধৎরহম পাওয়ার অধিকার নেই। এই নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে একের পর এক মামলা হয়েছে।

বেশ কয়েকটি ফেডারেল আপিল আদালত প্রশাসনের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেকেন্ড সার্কিটের একটি রায়ে বলা হয়, বহুদিন ধরে দেশের অভ্যন্তরে থাকা অভিবাসীদের ক্ষেত্রে সরকারের নতুন ব্যাখ্যা অভিবাসন আইনের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেভেন্থ সার্কিটও সিদ্ধান্ত দেয়, দেশে প্রবেশের বহুদিন পর আটক হওয়া প্রত্যেক অভিবাসীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সধহফধঃড়ৎু ফবঃবহঃরড়হ-এর আওতায় ফেলা যায় না।

তবে সব আদালত একই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। বিভিন্ন সার্কিট ও ফেডারেল বিচারকের মধ্যে আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। এই বিভক্ত অবস্থানই শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি, কংগ্রেসের প্রণীত ওসসরমৎধঃরড়হ ধহফ ঘধঃরড়হধষরঃু অপঃ-এর অধীনে অনুমতি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা নির্দিষ্ট অভিবাসীদের ৎবসড়াধষ ঢ়ৎড়পববফরহমং চলাকালে বাধ্যতামূলকভাবে আটক রাখা যায়।

অন্যদিকে অভিবাসীদের আইনজীবী ও নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলোর বক্তব্য, সীমান্ত পার হওয়ার বহু বছর পর কাউকে গ্রেপ্তার করে ব্যক্তিগত পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটক রাখা আইনের ভুল ব্যাখ্যা এবং ন্যায়সংগত প্রক্রিয়ার মৌলিক নীতির পরিপন্থী।

বিষয়টির বাস্তব প্রভাবও ব্যাপক। মামলাটি কেবল সদ্য সীমান্ত অতিক্রম করা মানুষের বিষয়ে নয়। বরং এমন ব্যক্তিরাও এর আওতায় পড়তে পারেন, যারা বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, পরিবার গড়েছেন বা কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন—কিন্তু প্রথমবার দেশে প্রবেশ করেছিলেন অনুমতি ছাড়া।

সুপ্রিম কোর্টের সামনে এখন মূল প্রশ্ন হলো—এ ধরনের অভিবাসীদের আটক কি বাধ্যতামূলক হবে, নাকি তারা একজন ইমিগ্রেশন বিচারকের সামনে গিয়ে জামিনের আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

## লুইজিয়ানায় সম্প্রসারিত হচ্ছে

প্রথম পৃষ্টার পর

অভিবাসীদের ধারণক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশি হবে। বর্তমানে বিমানবন্দরের টারম্যাকের কাছে প্রায় ৪০০ শয্যার একটি স্থাপনায় মূলত বহিষ্কারের অপেক্ষায় থাকা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের রাখা হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যস্ত অভিবাসী বহিষ্কার ফ্লাইট কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিমানবন্দরটি থেকে ৫৭৯টি ফবঢ়ড়ৎঃধঃরড়হ ভষরমযঃ ছেড়েছে বলে ঐঁসধহ জরমযঃং ঋরৎংঃ-এর তথ্য উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। ২০২৫ সালের পুরো বছরে এই সংখ্যা ছিল ৬৫৭ এবং ২০২৪ সালে ৩৫৭।

হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরিচালিত বহিষ্কার ফ্লাইটের প্রায় ৩০ শতাংশ আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ছেড়ে যায়। নতুন কেন্দ্রটি বিশেষভাবে পরিবার ও unaccompanied children বা অভিভাবকহীন শিশুদের বহিষ্কারের আগে এক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করবে। এতদিন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের ংযবষঃবৎ, ভড়ংঃবৎ পধৎব বা অন্য স্থাপনা থেকে শিশু ও পরিবারকে নির্ধারিত ফ্লাইটের আগে বিমানবন্দরে নিয়ে আসতে হতো। এতে পরিবহন, কাগজপত্র এবং শেষ মুহূর্তের আইনি প্রক্রিয়া সামলাতে জটিলতা তৈরি হতো। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আলেকজান্দ্রিয়ার কেন্দ্রটি সেই প্রক্রিয়াকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করবে। ওসসরমৎধঃরড়হ ধহফ ঈঁংঃড়সং উহভড়ৎপবসবহঃ বা ওঈঊ এটিকে দীর্ঘমেয়াদি ফবঃবহঃরড়হ পবহঃবৎ-এর পরিবর্তে একটি “ংঃধমরহম ধৎবধ” হিসেবে বর্ণনা করেছে। পরিকল্পনা-সংক্রান্ত নথিতে সেখানে সাধারণত প্রায় ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে।

তবে অভিবাসী অধিকার সংগঠন ও স্থানীয় বিরোধীদের মধ্যে কেন্দ্রটি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, ‘সাময়িক’ কেন্দ্র হিসেবে পরিকল্পনা করা হলেও বাস্তবে শিশু ও পরিবারকে সেখানে আরও দীর্ঘ সময় রাখা হতে পারে। শিশুদের আইনি সহায়তা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রটির স্বাধীন তদারকি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

আরেকটি বিতর্কের বিষয় হলো অভিভাবকহীন শিশুদের ব্যবস্থাপনা। প্রচলিত ব্যবস্থায় এ ধরনের শিশুদের সাধারণত Department of Health and Human Services-Gi Office of Refugee Resettlement-এর তত্ত্বাবধানে থাকা ংযবষঃবৎ বা ভড়ংঃবৎ-পধৎব ব্যবস্থায় রাখা হয়। নতুন আলেকজান্দ্রিয়া কেন্দ্রটি সেই প্রচলিত কাঠামো থেকে আলাদা ধরনের ব্যবস্থা তৈরি করছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা অবশ্য বলছেন, কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য দীর্ঘমেয়াদি আটক নয়; বরং যাদের বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, তাদের নির্ধারিত ফ্লাইটের আগে স্বল্প সময়ের জন্য রাখা।

আলেকজান্দ্রিয়ার সম্প্রসারণ ট্রাম্প প্রশাসনের বৃহত্তর অভিবাসন প্রয়োগ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত পরিবর্তন। একই জায়গায় অস্থায়ী আবাসন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ফবঢ়ড়ৎঃধঃরড়হ ভষরমযঃ-এর সুবিধা থাকায় প্রতিদিন আরও বেশি মানুষকে বহিষ্কারের জন্য প্রস্তুত ও বিমানে তোলার সক্ষমতা বাড়তে পারে। ফলে লুইজিয়ানার তুলনামূলক ছোট এই বিমানবন্দরটি এখন শুধু একটি আঞ্চলিক বিমানবন্দর নয়—যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত সম্প্রসারিত deportation infrastructure-এর অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে।

## উচ্চশিক্ষায় স্বপ্নের সঙ্গে

প্রথম পৃষ্টার পর

বইয়ের পাশাপাশি থাকে পরিবারের আশা, বিদায়ের দিনের আবেগ এবং নিজের সামর্থ্য প্রমাণের নীরব প্রতিজ্ঞা। বাংলাদেশের বহু তরুণের কাছে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন ঠিক এমনই। তাঁরা উন্নত গবেষণাগারে কাজ করতে চান, নতুন দক্ষতা অর্জন করতে চান, আবার চান মা-বাবার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের প্রতিদান দিতে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের অগ্রগতি তাই সংখ্যার বাইরেও একটি মানবিক গল্প বলে।

ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের ‘ওপেন ডোরস ২০২৫’ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৭৭ হাজার ৭৬৬। এই হিসাবে অনুমোদিত ঙঢ়ঃরড়হধষ চৎধপঃরপধষ এৎধরহরহম বা ঙচঞ-তে থাকা শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত। ভারত ও চীন মিলিয়ে মোট সংখ্যার প্রায় ৫৩ শতাংশ। মার্কিন উচ্চশিক্ষায় এশিয়ার এই বড় উপস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশও নিজের অবস্থান শক্ত করছে।

একই শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন ২০ হাজার ১৫৬ জন; আগের বছর সংখ্যাটি ছিল ১৭ হাজার ৯৯। এক বছরে বৃদ্ধি প্রায় ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ। শিক্ষার্থীদের উৎসদেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রায় ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ ছিলেন গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে, যার মধ্যে মাস্টার্স ও ডক্টরাল শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাপ্রত্যাশীদের জন্য এই পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে উৎসাহের।

অবশ্য অগ্রগতির পথ সব সময় সমান ছিল না। মহামারির সময়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা কিছুটা কমেছিল। এরপর আবার বেড়েছে; ২০২১২২ থেকে ২০২৪২৫ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত: আরও বেশি মেধাবী তরুণকে কীভাবে যথাযথ প্রস্তুতির সুযোগ দেওয়া যায়? বিশেষ করে যাঁদের স্বপ্ন বড়, কিন্তু তথ্য, অর্থ কিংবা অভিজ্ঞ পরামর্শকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ সীমিত।

বাংলাদেশের অনেক পরিবারে শিক্ষার সঙ্গে আত্মমর্যাদার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সন্তানের ভালো পড়াশোনার জন্য মা-বাবা নিজের প্রয়োজন পিছিয়ে দেন। তাঁদের প্রত্যাশায় ভালো চাকরি যেমন থাকে, তেমনি থাকে দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। উচ্চশিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে বিচারবোধ, আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দায়িত্ব এবং নিজের জীবন সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও শিক্ষার বড় অর্জন। এই বিস্তৃত অর্থেই শিক্ষা দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা অতিক্রমের শক্তি হতে পারে।

হার্ভার্ড, এমআইটি, কর্নেল, কলাম্বিয়া কিংবা ইয়েলের নাম তরুণদের অনুপ্রাণিত করে। তবে নিজের জন্য উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজতে পরিচিত নামের বাইরেও তাকানো প্রয়োজন। নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালো শিক্ষক, গবেষণার সুযোগ, অর্থায়ন এবং সহায়ক পরিবেশ শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা বদলে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সেই অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪২৫ শিক্ষাবর্ষে মোট আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ৫৯ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছিলেন।

বিদেশে অর্জিত শিক্ষার সুফল দেশে ফেরার পর ব্যবসা, গবেষণা, শিক্ষকতা কিংবা জনসেবায় কাজে লাগানো যায়। আবার প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক রাখা সম্ভব যৌথ গবেষণা, তরুণদের পরামর্শ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা অথবা নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে। দ্বিতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশিদের সঙ্গেও এমন যোগাযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। তাঁদের ভাষা, পরিচয় ও অভিজ্ঞতা দুই সমাজকে কাছাকাছি আনতে পারে। সাফল্যের গল্প তখন আরও মূল্যবান হয়, যখন তার অভিজ্ঞতা পরবর্তী শিক্ষার্থীর পথ সহজ করে।

এই জায়গায় নির্ভরযোগ্য পরামর্শসেবার ভূমিকা বড়। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের দায়িত্বকালে শিক্ষা-সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করার সুযোগ রয়েছে। দূতাবাসের ঊফঁপধঃরড়হটঝঅ কার্যক্রম এবং উগক ঈবহঃবৎ-এর পরামর্শসেবা শিক্ষার্থীদের মার্কিন উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে তথ্য দেয়। অসবৎরপধহ অষঁসহর অংংড়পরধঃরড়হ-ও ঊফঁপধঃরড়হটঝঅ-এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মেলা ও তথ্যসেশনে যুক্ত থেকেছে। এসব আয়োজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সরাসরি প্রশ্ন করার, ভর্তি ও বৃত্তির নিয়ম বোঝার এবং ভুল ধারণা দূর করার সুযোগ তৈরি করে।

মাস্টার্সে পড়তে আগ্রহী একজন শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি শুরু হওয়া উচিত নিজের লক্ষ্য বোঝা থেকে। কোন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চান? গবেষণা, পেশাগত দক্ষতা নাকি ভবিষ্যতে পিএইচডি কোনটি অগ্রাধিকার? এই উত্তরগুলো পরিষ্কার হলে প্রোগ্রাম নির্বাচন সহজ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের গবেষণা, মোট ব্যয় এবং শিক্ষার্থী সহায়তার ব্যবস্থা পাশাপাশি রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো। অন্য কারও জন্য ভালো একটি প্রোগ্রাম নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে নাও মিলতে পারে।

ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ডিগ্রি বা গ্রহণযোগ্য সমমান প্রয়োজন। তবে ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা, ন্যূনতম ফলাফল এবং পূর্বশর্তের কোর্স প্রতিষ্ঠানভেদে ভিন্ন হতে পারে। ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণের নিয়মও আলাদা। ওউখঞঝ বা ঞঙঊঋখ-এর কোন স্কোর গ্রহণযোগ্য, ছাড় পাওয়া সম্ভব কি না কিংবা এজউ বা এগঅঞ প্রয়োজন কি না সংশ্লিষ্ট বিভাগের হালনাগাদ নির্দেশনা দেখে নিশ্চিত হতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

আবেদনের নথিতে সাধারণত ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রয়োজনীয় সনদ, উদ্দেশ্যপত্র এবং সুপারিশপত্র গুরুত্বপূর্ণ। প্রোগ্রাম অনুযায়ী জীবনবৃত্তান্ত বা অতিরিক্ত উপকরণও চাওয়া হতে পারে। উদ্দেশ্যপত্রে বড় বড় শব্দের চেয়ে নিজের অভিজ্ঞতা, আগ্রহ এবং প্রোগ্রামটির সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্ট করা বেশি প্রয়োজন। কোনো প্রকল্পে কী শিখেছেন, কোন সমস্যার সমাধান খুঁজতে চান এমন নির্দিষ্ট বিষয় আবেদনকে অর্থবহ করে। সুপারিশপত্রের জন্য এমন কাউকে বেছে নেওয়া ভালো, যিনি আপনার কাজ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারেন।

অর্থায়নের হিসাবও শুরুতেই করতে হবে। টিউশনের সঙ্গে বাসস্থান, খাবার, স্বাস্থ্যবিমা, যাতায়াত ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় যোগ করে মোট বাজেট তৈরি করা উচিত। ফেলোশিপ, বৃত্তি, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ এবং রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের সুযোগ খুঁজতে হবে। কিছু সহায়তায় টিউশন মওকুফ বা ভাতা পাওয়া যায়। তবে প্রতিটি অফারের পরিমাণ, মেয়াদ ও শর্ত বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। সম্ভাব্য অর্থায়ন ও নিশ্চিত অর্থায়নের পার্থক্য পরিবারকে পরিষ্কারভাবে জানানো দায়িত্বশীল প্রস্তুতির অংশ।

ভর্তির পর আসে ভিসার প্রস্তুতি। সাধারণভাবে ঝঊঠচ-অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ঋড়ৎস ও-২০, ঝঊঠওঝ ফি প্রদান, উঝ-১৬০ আবেদন এবং প্রযোজ্য সাক্ষাৎকারের ধাপ থাকে। শিক্ষাগত নথি, পাসপোর্ট ও ব্যয় বহনের প্রমাণ প্রস্তুত রাখতে হয়। পড়াশোনার উদ্দেশ্য, অর্থের উৎস এবং শিক্ষা শেষে দেশত্যাগের অভিপ্রায় সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে। নিজের বাস্তব পরিকল্পনা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার প্রস্তুতি প্রয়োজন। ভর্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত ও ভিসা অনুমোদন পৃথক বিষয়।

উচ্চশিক্ষার পর পেশাগত উন্নয়ন এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মভিত্তিক অভিবাসনের সুযোগও বিবেচনায় আসতে পারে। ঊই-১অ, ঊই-২ ঘওড ও ঊই-৩-এর প্রত্যেকটির আলাদা যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া রয়েছে। ঊই-৩ চৎড়ভবংংরড়হধষ হলো ঊই-৩ শ্রেণির একটি অংশ। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ডিগ্রি থাকলেই এসব সুযোগ নিশ্চিত হয় না। তাই শিক্ষাজীবনের মূল মনোযোগ থাকা প্রয়োজন ভালো ফলাফল, বাস্তব দক্ষতা, গবেষণার মান এবং দায়িত্বশীল পেশাগত অবদানে।

বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে শিক্ষার্থী, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত ভূমিকা প্রয়োজন। একজন অভিজ্ঞ মানুষের সময়মতো দেওয়া পরামর্শও একটি পরিবারের সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে। আজ যে তরুণ প্রথম আবেদনটি প্রস্তুত করছেন, আগামী দিনে তিনিই হয়তো নতুন গবেষণা, উদ্যোগ কিংবা সেবার মাধ্যমে অনেক মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবেন। তাঁর স্বপ্নের পাশে সবচেয়ে কার্যকর সমর্থন হলো সঠিক তথ্য, সৎ দিকনির্দেশনা এবং প্রস্তুতির সুযোগ।

বাংলাদেশের সামনে এখন বড় সুযোগ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাকে সুপরিকল্পিত অর্জনে রূপ দেওয়ার। প্রস্তুত একজন শিক্ষার্থী নিজের পরিবারকে এগিয়ে নিতে পারেন, গবেষণায় নতুন প্রশ্ন তুলতে পারেন এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়াতে পারেন। এই অগ্রযাত্রার শক্তি হবে জ্ঞান, সততা ও অধ্যবসায়।

## নিম্ন আয়ের পরিবারেরজন্য মামদানি

প্রথম পৃষ্টার পর

provider-এর কাছে শিশু রাখার খরচ বহন করতে সেটি ব্যবহার করতে পারবে। এই সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে গভর্নর ক্যাথি হোকুলের ঘোষিত ১.২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ। এর মধ্যে ৪৭৫ মিলিয়ন ডলার সরাসরি নিউইয়র্ক সিটির child care voucher কর্মসূচির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে Administration for ChildrenÕs Services বা ACS অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা পরিবারগুলোর কাছে পর্যায়ক্রমে আবেদন করার আমন্ত্রণ পাঠানো শুরু করবে। যোগ্যতা যাচাইয়ের পর নির্বাচিত পরিবারগুলো ভাউচার পাবে। পুরো প্রক্রিয়া কয়েক মাস ধরে চলবে। তবে অপেক্ষমাণ তালিকা পুরোপুরি শেষ হচ্ছে না। সাম্প্রতিক হিসাবে সেখানে ২৯ হাজারের বেশি শিশু রয়েছে। ফলে ১০ হাজারের বেশি শিশুকে নতুন করে সুযোগ দেওয়া হলেও আরও হাজারো পরিবার অপেক্ষায় থাকবে। ফেডারেল নিয়ম অনুযায়ী, অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ফেডারেল দারিদ্র্যসীমার ৩০০ শতাংশের নিচে আয় করা পরিবার, গৃহহীন পরিবার এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু রয়েছে—এমন পরিবারকে।

মামদানি প্রশাসনের বৃহত্তর পযরষফ পধৎব পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই সর্বশেষ সম্প্রসারণটি এসেছে। আগস্টে সিটি প্রশাসন ঘোষণা করেছিল, ঈঈঅচ-এর আওতায় বর্তমানে সহায়তা পাওয়া পরিবারগুলোর নিজস্ব পকেট থেকে দেওয়া অবশিষ্ট পযরষফ পধৎব ভবব-ও সিটি বহন করবে। ওই উদ্যোগে প্রায় ২২ হাজার নিম্ন আয়ের পরিবার উপকৃত হওয়ার কথা।

এর পাশাপাশি নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যের ২-ক কর্মসূচিও চালু হয়েছে। প্রথম বছরে দুই হাজারের বেশি আসনের বিপরীতে ৫,৭০০-এর বেশি আবেদন জমা পড়ে—যা সিটিতে বিনামূল্যে শিশু যত্নের বিপুল চাহিদার একটি চিত্র তুলে ধরে।

নিউইয়র্কে পযরষফ পধৎব-এর ব্যয় অনেক কর্মজীবী পরিবারের জন্য বড় আর্থিক চাপ। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারের ক্ষেত্রে শিশু যত্নের খরচ কখনো কখনো একজন অভিভাবকের কর্মজীবন চালিয়ে যাওয়া অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে কি না—সেই সিদ্ধান্তেও প্রভাব ফেলে।

সিটি প্রশাসনের যুক্তি, ভাউচার সম্প্রসারণ শুধু শিশু যত্নের কর্মসূচি নয়; এটি কর্মসংস্থান ও পারিবারিক অর্থনীতির সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। নির্ভরযোগ্য শিশু যত্নের ব্যবস্থা থাকলে অভিভাবকদের কাজ করা, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যয় সামলানো সহজ হয়। নতুন ব্যবস্থায় পরিবারগুলোর জন্য আরেকটি সুবিধা যুক্ত হয়েছে। সিটির পযরষফ পধৎব সধঢ়-এ এখন কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পযরষফ পধৎব াড়ঁপযবৎ গ্রহণ করে, তা সরাসরি খুঁজে দেখা যাবে। আগে পরিবারগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফোন করে এই তথ্য জানতে হতো। ১০ হাজারের বেশি শিশুকে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভাউচার ব্যবস্থায় আনার উদ্যোগ তাই মামদানি প্রশাসনের আরও বিস্তৃত লক্ষ্য—নিউইয়র্ক সিটিতে ধাপে ধাপে ঁহরাবৎংধষ পযরষফ পধৎব ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ।

## ডিসেম্বরে দেশে ফেরার

প্রথম পৃষ্টার পর

করছেন। বুধবার নয়াদিল্লিতে ওই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অডিও বার্তায় তিনি দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানান। শেখ হাসিনা বলেন, দেশে ফেরার পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হতে পারে, এমনকি তাঁর জীবনও ঝুঁকিতে পড়তে পারে—তারপরও তিনি ফিরবেন।

তিনি বলেন, ‘আমি জানি, তারা আমাকে কারাগারে পাঠাতে পারে, আমাকে হত্যা করতে পারে কিংবা যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। তারপরও আমাকে ফিরে যেতে হবে।’ তাঁর ভাষায়, জনগণের প্রতি তাঁর যে দায়িত্ব, সেই সিদ্ধান্ত ভয় দিয়ে নির্ধারিত হতে পারে না।

২০২৪ সালে ছাত্রদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া আন্দোলন দ্রুত সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ব্যাপক বিক্ষোভ ও সহিংসতার মধ্যে ৫ আগস্ট শেখ হাসি-নার দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে। এরপর তিনি ভারতে চলে যান।

জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, আন্দোলন দমনের সময় প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত হন। পরবর্তী সময়ে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়নের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনার বিচার হয়। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের একটি আদালত তাঁর অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেন।

তবে শেখ হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া আইনি ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। কারণ, তিনি শুধু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নন; কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি আওয়ামী লীগেরও নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকা তারেক রহমান এখন সরকারপ্রধান। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতির পুরোনো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক পরিবারের দ্বন্দ্ব নতুন বাস্তবতায় আবারও সামনে আসতে পারে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন—শেখ হাসিনা সত্যিই ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন কি না এবং ফিরলে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মৃত্যুদণ্ডের রায় ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া কীভাবে কার্যকর হবে।

ভারতে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর এই ঘোষণা তাই কেবল ব্যক্তিগত প্রত্যাবর্তনের বার্তা নয়; বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনৈতিক গতিপথেও এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

# রাশিয়ায় প্লেগে আক্রান্ত

শেষ পৃষ্টার পর

শিপিলোভা আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন। তবে রাশিয়ার জনস্বাস্থ্য তদারকি সংস্থা রোসপোত্রেবনাদজোর জানিয়েছে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাত কারণে সৃষ্ট নিউমোনিয়ায়। পরীক্ষায় প্লেগের জীবাণু শনাক্ত হয়নি। গবেষণাগারেও কোনো দুর্ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রাশিয়ার কাছে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ে কিছু ঝুঁকি থাকলেও আন্তর্জাতিকভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অত্যন্ত কম। যুক্তরাষ্ট্রও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নিউমোনিক প্লেগ অত্যন্ত গুরুতর সংক্রামক রোগ। এটি ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস নামের ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসতন্ত্রের নিঃসরণের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। দ্রুত চিকিৎসা না পেলে রোগটি প্রাণঘাতী হতে পারে। তবে যথাসময়ে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে চিকিৎসা সম্ভব।

এদিকে রুশ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় কোনো প্লেগ রোগী শনাক্ত হওয়ার খবরও অস্বীকার করেছে। পর্যবেক্ষণে থাকা ব্যক্তিদের পরীক্ষায় বিপজ্জনক জীবাণু শনাক্ত না হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করেছে প্রশাসন।

তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না হওয়ায় অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্রুত ও স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশই অযথা আতঙ্ক দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

# ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের

শেষ পৃষ্টার পর

পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সভারবক্তাগণও বিশেষ করে বৃহত্তর কুমিল্লার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সকল ভেদাভেদ ভুলে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বলেও দাবী করেছেন। এই সভার মধ্য দিয়ে সকল কুমিল্লাবাসী ঐক্যবদ্ধ হবেন বলেও আশাদাদ ব্যক্তকরা হয়।

অপরদিকে সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদকপদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেছেন, আমরা কোন বিভক্তির পক্ষে নই, আমরা সকল বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধ করারপক্ষে। বাংলাদেশ সোসাইটিকে শক্তিশালী করার পক্ষে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাই। নির্বাচনঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই। জীবনের শেষ ঠিকানা কবরস্থান নিয়ে লুকোচুরি করতে চাই না। সভায় বক্তারা‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেল-কে যোগ্য ও সবার সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করে নির্বাচিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

গত ৪ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ‘কুনু-ফিরোজ’ কুমিল্লাবাসীদের পক্ষ থেকে প্রথম বৃহৎ আকারে মতবিনিময় ও নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী সহ বাংলাদেশীরা উপস্থিতি ছিলেন। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনির সভাপতিত্বে সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, বৃহত্তর কুমিল্লার কৃতি সন্তান ও সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সাবেক সদস্য এমদাদুল হক কামাল, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, যুগ্ম আহবায়ক ভিপি জহির মোল্লা, আনোয়ারুল ইসলাম ও প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, কবি শামসুল আলম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনঅব আমেরিকা’র সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র বর্তমান সভাপতি মইনুল ইসলাম, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সহ সভাপতি ও রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশ নিউ ইয়র্কের সাবেক সভাপতি ওয়াসিম উদ্দিন ভূইয়া, শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক-এর সভাপতি মোস্তফা রিপন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন, জেএফকে এয়ারপোর্ট এমপ্লয়ী এসোসিয়েশনের সভাপতি মামুন মজুমদার, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম, কুইন্স নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক হাজী আবু তাহের, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিজানুর রহমান মিজান, মঞ্জুরুল আলম হারুন, মোহাম্মদ আলম সরকার, সৈয়দ মোহাম্মদ শওকত, ইয়ার আহমেদ ও বদরুল হক আজাদ।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি সহ ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, কসবা সোসাইটির উপদেষ্ঠা ও সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ কালাম ভূইয়া, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা নাদের আইয়ুব, সিলেট সদর সমিতি ইউএস’র সভাপতি সাইফুর খান হারুন, ব্রাক্ষণবাড়িয়াকমিউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর রহমান শাহীন, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচলনা কমিটির সদস্য সচিব মির্জা মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। সভায় প্যানেল নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এম ও জি রাসেল ভূইয়া। সভাপরিচালনা করেন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ’র সভাপতি ইউনুস সরকার ও সিদ্দিক পাটোয়ারী।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওয়ালিউল্লাহআতিকুর রহমান। এর আগে ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য চলে যেতে হয় বিধায় বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি , বিশিষ্ট রাজনীতিক ও মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান মিয়া শুভেচ্ছা বক্তব্যে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের প্রতিসর্বাত্নক সমর্থন জানান।

এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুইন্স সোসাইটির সভাপতি ও ব্রাক্ষণবাড়িয়া সোসাইটির সাবেক সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম। উল্লেখ্য, সভায় সোসাইটির আগামী নির্বাচনে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতারী বৃহত্তর কুমিল্লার ৬জন প্রার্থীকে সভায় বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং তারা এ সকলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

প্রার্থীরা হলেন- সহ সভাপতিপদপ্রার্থী, বর্তমানে সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও পুনরায় একই পদেপ্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক বি মেহের চৌধুরী, কার্যকরী পরিষদ পদপ্রার্থী সিদ্দিকপাটোয়ারী, প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল বাছির ও কাওছার আলম।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, খুলনা সোসাইটি ইউএসএ’র সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ’র সভাপতি জাকির হোসেন, কসবা সমিতি ইউএসএ’র উপদেষ্টা মোহাম্মদনাসিম, ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক টি মোল্লা সহ রেজাউল করীম, আবুল ভূইয়া সন্দ্বিপী, মোস্তফা মামুন মজুমদার, কবীর হোসেন প্রমুখ।

সভায় আজমল হোসেন কুনু তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে বলেন, আগেও বলেছি, এখনো বলছিসোসাইটির নির্বাচন ঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবো না। সোসাইটির কোন অর্থ অপচয় করবো না। তবেপ্রয়োজনের জন্য যা করা দরকার তাই করবো। আমরা সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে মিথ্যার রাজনীতি করতে চাই না, বা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। তিনি বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত নামের জন্য সোসাইটির একটি অর্থও ব্যয় করবো না।যেদিন সোসাইটির একাউন্টে ভবন কেনার অর্থ জমা থাকবে সেদিনই ভবন কিনবো। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে আমাদের প্রথম কাজ হবে ফিউনেরাল হোম প্রতিষ্ঠা করা।

ফিরোজ আহমেদ বলেন, আমরা জবাবদিহীমূলক সোসাইটি গড়তে চাই। নিউ ইমিগ্র্যান্টদের চাকরীর সুযোগের পথদেখানো, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান চালু সহ প্রবাসীদের সমস্যা মোকাবেলায় তিনি কতিপয় কর্মসূচীবাস্তবায়নের প্রতিশ্রুত দেন এবং নতুন প্রজন্মকে সোসাইটীমুখী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাবুল চৌধুরী বলেন, আমাদের শেষ ঠিকানা কবরস্থান নিয়ে সোসাইটিতে ছিনিমি খেলতে দেয়া হবে না। তিনি প্রশ্নরেখে বলেন, যারা দুই বছরের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি, তারা আবার তিন বছর সময় বাড়িয়ে কি দায়িত্ব পালনকরবেন? তিনি বলেন, আমরা জবাবদিহিমূলক সবার সোসাইটি চাই। এজন্য ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের বিকল্প নেই।

সভায় আবুল কালাম ভূইয়া, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া ও সিদ্দিক পাটোয়ারী বলেন, আমরা বিগত নির্বাচনে‘সেলিম-আলী’ প্যানেল থেকে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছিলাম। কিন্তু কমিটির কর্মকতাদের অস্বচ্ছতা, স্বজনপ্রীতিআর বুহত্তর চাঁপুরবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে আমরা ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সাথে সম্পৃক্ত হবেনির্বাচন করছি। আজকের সভায় বৃহত্তর চাঁদপুরবাসী যে ঐক্যের দৃষ্টান্ত করেছে তা সোাসাইটি ততঅ কমিউনিটিরইতিহাসে দৃষ্টন্ত হয়ে থাকবে। জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ৯০ হাজার ডলার কিভাবে ইফতারে খরচ হয়, ২৪ হাজার ডলার ফটোকার্ড, ম্যাগাজিনে খরচ হয়েছে- তার হিসাব দিতে হবে। কবর ক্রয়ের অর্থ কেন ফেরৎ আনা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে হবেএবং বিদায়ী কমিটিকে আগের মূল্যেই সোসাইটির কবর ক্রয় করে দিতে হবে। তিনি আজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজআহমেদ-কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে এই প্যানেল-কে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন জামাল আহমেদ জনি। প্যানেলের প্রার্থীর হলেন: সভাপতি- আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি- আবুল কালাম ভূইয়া, সাধারণসম্পাদক- ফিরোজ আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আহমেদ আর চৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচারসম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- কয়েস আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়কসম্পাদক- বেগম এম চৌধুরী, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক- কাজী আর হাসান এবং কার্যকরী সদস্য- সিরাজুদ্দিন হক, মোহম্মদ এ সিদ্দিক, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মাসুদুল হক সানু, মোহাম্মদ কাওসার আলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম। নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

# পুরনো নামেই চলবে

শেষ পৃষ্টার পর

কর্পোরশেন নিয়ে যেসব জটিলতা ছিল বিবাদমানগ্রুপগুলো সেগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে মিটিয়ে নিবেন।

কর্পোরেশনে প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগরের নেতৃত্বে অ্যাডহক কমিটির ১৩ জনকে অন্তর্ভুক্তি এবং তিন জন ব্যাংক হিসেব পরিচালনার দায়িত্ব থাকবেন। এ তিন জন হলেন প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগর, মোরতাজুর রহমান নওশার ও মোহাম্মদ আমিন। এক সপ্তাহের মধ্যে কর্পোরেশেনে ১৩ জনের নাম অর্ন্তভুক্ত করে নিউইয়র্কের কর্পোরশেন ডিপার্টমেন্টে তা প্রেরন এবং ব্যাংক একাউন্ট হস্তান্তর। এছাড়া অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের উপর ধার্য্যকৃত চাঁদা সেই অ্যাকাউন্টে নিজ নিজ দায়িত্ব জমা করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় আগামী রমজানের ঈদের পর পুনর্মিলনী ২১ মার্চ নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হলো ঈদ পুনর্মিলনী উপ-কমিটি, সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটি ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি।

ঈদ পুনমিলনী উপ-কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে নুরুল আজিমকে। যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে রফিকুল ইসলাম বাহাদুর ও রফিক উল্লাহ রনিকে। সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে সমিরুল ইসলাম বাবলুকে। যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে আক্তার হোসাইন, মনসুর আলম ও শফিউল আজমকে।গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির আহবায়ক হলেন সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল আবরার। যুগ্ম আহবায়ক হলেন মোহাম্মদ ইরফান, জহিরুল ইসলাম ও মোরতাজুর রহমান নওশার।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ নুরুল আবরার, মোরতাজুর রহমান নওশার, মোহাম্মদ আমিন, মোহাম্মদ শফিউল আজম, আক্তার হোসাইন, সমিরুল ইসলাম বাবলু, রফিক উল্লাহ রনি, মনসুর আলম, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, নুরুল আজিম, শাহাব উদ্দিন সাগর ও মোহাম্মদ ইরফান। সদস্য জহিরুল ইসলাম জরুরী কাজে দেশে অবস্থান করায় তিনি সভায় যোগ দিতে পারেননি।

# কাজী আজিজুল হক খোকনের

শেষ পৃষ্টার পর

নিশ্চিত করা হয়েছে। আকস্মিক এই মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিউইয়র্ক সিটির অফিস অব চিফ মেডিকেল এক্সামিনারের ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন বিভাগের নথি অনুযায়ী, গত ৩ অক্টোবর কুইন্সের ৮৯০০ ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ে এলাকা থেকে খোকনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে তা মেডিকেল এক্সামিনারের কার্যালয়ে নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে নথিভুক্ত মরদেহটি বৃহস্পতিবার তাঁর স্বজন মো. দেওয়ান ছবি দেখে শনাক্ত করেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান জানান, বাসার কাছের একটি সড়কে পড়ে থাকা অবস্থায় খোকনকে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন বলে জানান তিনি।

তবে মেডিকেল এক্সামিনারের নথিতে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি। কী পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

এদিকে কাজী আজিজুল হক খোকনের নামাজে জানাজার সময়সূচি ঘোষণা করেছেন স্বজনেরা। আগামীকাল শুক্রবার (৯ অক্টোবর) দুপুর ২টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী ও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যদের জানাজায় অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

খোকন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একজন হাস্যোজ্জ্বল, আন্তরিক ও সদালাপী মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবরে স্বজন, বন্ধু ও পরিচিতজনেরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকে তাঁর সঙ্গে কাটানো স্মৃতি তুলে ধরে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

এক যৌথ শোকবার্তায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন। তাঁরা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যক্তি খোকনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর অকালপ্রয়াণে কমিউনিটি হারাল এক পরিচিত ও আপনজনকে।

# বাংলাদেশ সোসাইটির

শেষ পৃষ্টার পর

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। অনুষ্ঠানে কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, সাবেক নেতৃবৃন্দ, আজীবন ও সাধারণ সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী এবং শতাধিক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির ব্রুকলিন শাখা ও নিজস্ব কার্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। জ্যামাইকায় তৃতীয় শাখা চালু হওয়া সেই কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ। নতুন শাখা প্রতিষ্ঠায় স্কুলের পরিচালক সৈয়দ উল্লাহ, পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষকদের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।  সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, বাংলা স্কুলের কার্যক্রম সম্প্রসারণ বর্তমান কমিটির নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম অংশ। নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় পর্যায়ক্রমে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। এরই মধ্যে ব্রঙ্কসে নতুন শাখা চালুর প্রক্রিয়া চলছে; পরবর্তী সময়ে উডসাইডেও স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

শিশুদের নিয়মিত বাংলা স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

সোসাইটির স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক হাসান জিলানী বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশুদের মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা জরুরি। তাঁর ভাষায়, বাংলা স্কুল কেবল ভাষা শেখানোর প্রতিষ্ঠান নয়; এটি নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাদের শিকড় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি সেতুবন্ধন। অনুষ্ঠানে ব্রুকলিন শাখার শিক্ষিকা ফারজিন রাখি কবির নিজের পরিবারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁর তিন সন্তানই বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলে পড়েছে। তাঁর বড় সন্তান উচ্চশিক্ষা শেষে বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেডারেল চাকরিতে রয়েছেন, দ্বিতীয় সন্তান নাসায় কর্মরত এবং ছোট সন্তান কাব্য কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়াশোনা করছেন। জ্যামাইকা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রুমানা আফরোজ বলেন, বাংলা ভাষা শেখানোর পাশাপাশি শিশুদের আগ্রহ ও সৃজনশীলতা বিকাশেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত তৈরি হয় যখন শিশুরা বাংলা বর্ণমালার অ, আ, ক, খ’ লেখা কার্ড ও ‘বাংলা স্কুল’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে মঞ্চের সামনে জড়ো হয়। কারও হাতে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। প্রবাসে জন্ম ও বেড়ে ওঠা শিশুদের হাতে বাংলা বর্ণমালা এবং তাদের বসবাসের দেশের পতাকার এই উপস্থিতি অনুষ্ঠানে প্রতীকী মাত্রা যোগ করে। পরে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক হাসান জিলানী, ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং শিক্ষকদের উপস্থিতিতে জ্যামাইকা শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। আয়োজকেরা জানান, নতুন শাখায় সপ্তাহে দুই দিন পাঠদান করা হবে। বর্তমান কমিটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত; এর মধ্যেই আরও দুটি বাংলা স্কুল চালুর পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন সংগঠনের নেতারা। জ্যামাইকার নতুন শাখাটি চালুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুল কার্যক্রম এখন নিউইয়র্কের আরও একটি বাংলাদেশি-অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছাল—যেখানে লক্ষ্য শুধু শিশুদের বাংলা পড়তে ও লিখতে শেখানো নয়, প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সম্পর্কটিও ধরে রাখা।

# ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের

শেষ পৃষ্টার পর

সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্মআহ্বায়ক দুলাল মিয়া হাজী এনাম, সদস্য সচিব জে মোল্লা সনি সহ ইঞ্জিনিয়ারএ এম এ খালেক, তাজু মিয়া, এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদপ্রার্থী ও বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্যপ্রার্থীর মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষপদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির সাবেক সভাপতি প্রয়াত কামাল আহমেদ এর কন্যা রুমানা আহমেদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদেএএসএম মাইন উদ্দিন, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী এবং কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীদের মধ্যে মো. উজ্জ্বল পিপুল, শামীম আহমেদ, মো. এ মান্নান, মোঃ আব্দুল মালেকখান ও কাজী রবিউজ্জামান। কমিউনিটি নেতা গহর কুনু চৌধুরী, করীম চৌধুরী, রোকন হাকিম, গণেশ কীর্তনীয়া সহ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলেরওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আমিনুল হোসেন । সভায় বক্তারা ‘সেলিম-আলী’ প্যানেল-কে সোসাইটির যোগ্য ও সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করে ওজনপার্কের নির্বাচনী অফিসের মাধ্যমেনির্বাচনী সকল কর্মকান্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে ২৫ অক্টোবরের নির্বচনেবিজয়ী করার অঙ্গীকার করেন। অপরদিকে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদকমোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য প্রার্থীরা তাদের বক্তব্যে কারো কথায় বিভ্রান্তনা হয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরে সেলিম-আলী প্যানেলকে আরোশক্তিশালী করে বিজয়ী করার আহ্বান জানান। সেলিম-আলী বলেন, প্রবাসী সকল বাংলাদেশীর সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। আমরাকারো বিরুদ্ধে বলতে চাই না। কেননা, সবাই আমরা সোসাইটির ভালোচাই। তাই সত্য প্রকাশ করতে হবে। আজ সোসাইটির সংবাদ সম্মেলনেরমধ্য দিয়ে সখর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আয়-ব্যয় তুলে ধরা হয়েছে।সোসাইটির একটি অর্থও নষ্ট করা হয়নি। বরং বর্তমান কমিটির মেয়াদশেষ হওয়ার সময় সোসাইটির ফান্ডে এক মিলিয়ন ডলার গচ্ছিত থাকবেবলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

# সরকারি কর্মকর্তা সেজে ৫১

শেষ পৃষ্টার পর

বাসিন্দা সালেহকে ৩০ সেপ্টেম্বর ক্রসভিলের একটি ম্যাকডোনাল্ডসের পার্কিং লট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাম্বারল্যান্ড কাউন্টি শেরিফের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২৮ সেপ্টেম্বর এক প্রবীণ প্রতারণার অভিযোগ জানানোর পর তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগে বলা হয়, একজন ফোন করে নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের ঝড়পরধষ ঝবপঁৎরঃ অফসরহরংঃৎধঃরড়হ-এর কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে দাবি করেন, ওই ব্যক্তির সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর আপস হয়েছে, কম্পিউটার হ্যাক হয়েছে এবং তার ব্যাংকের একজন কর্মী সাইবার অপরাধীদের সহযোগিতা করছেন। এরপর ওই প্রবীণকে নতুন ল্যাপটপ কিনে কম্পিউটারে রিমোট অ্যাকসেস দিতে রাজি করানো হয়। অর্থ ‘নিরাপদ’ রাখার কথা বলে তাকে নগদ টাকা তুলে কথিত কুরিয়ারের হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্তকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতারণা বুঝতে পারার আগেই তিনি দুই দফায় ৫১ হাজার ডলার তুলে দেন—২২ সেপ্টেম্বর টেনেসির ক্লিভল্যান্ডে ২৪ হাজার এবং পরদিন ক্রসভিলের একটি মোটেলে আরও ২৭ হাজার ডলার। পরে আরও ১৪ হাজার ডলার দাবি করা হলে পুলিশ ও এ্রবহহবংংবব ইঁৎবধঁ ড়ভ ওহাবংঃরমধঃরড়হ-এর ঙ্গুনবৎ ঈৎরসবং টহরঃ ফাঁদ পাতে। অর্থের পরিবর্তে একটি ডামি প্যাকেজ ম্যাকডোনাল্ডসের পার্কিং লটে রাখা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, সালেহ সেটি সংগ্রহ করতে গেলে তদন্তকারীরা তাকে গ্রেপ্তার করেন।

সালেহর বিরুদ্ধে ১০ হাজার ডলারের বেশি মূল্যের সম্পত্তি চুরি, চুরির চেষ্টা এবং বয়স্ক ব্যক্তিকে আর্থিকভাবে শোষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। জর্জিয়ায় তার বিরুদ্ধে থাকা একটি বকেয়া পরোয়ানার কথাও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

গ্রেপ্তারের পর ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। ১ অক্টোবর ট.ঝ. ওসসরমৎধঃরড়হ ধহফ ঈঁংঃড়সং উহভড়ৎপবসবহঃ (ওঈঊ) তার বিরুদ্ধে একটি রসসরমৎধঃরড়হ ফবঃধরহবৎ জারি করে। সালেহর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো এখনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি। আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আইনের চোখে নির্দোষ।

# ১৯ অক্টোবর থেকে বাড়ছে

শেষ পৃষ্টার পর

যোগাযোগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে সাবওয়ে থেকে দূরে থাকা waterfront এলাকার অনেক বাসিন্দা প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াতে ফেরির ওপর নির্ভর করেন। নতুন ভাড়া কাঠামোতেও বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং নির্দিষ্ট যোগ্য নিম্ন আয়ের যাত্রীদের জন্য NYC Ferry Discount Program বহাল থাকবে। এই কর্মসূচির আওতায় যোগ্য যাত্রীরা প্রতি ট্রিপে **১.৫০ ডলার** ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবেন। শিশুদের ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধা রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক টিকিটধারীর সঙ্গে ৪৪ ইঞ্চি বা তার কম উচ্চতার সর্বোচ্চ তিন শিশু বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারে। সাইকেল নিয়ে ফেরিতে ওঠার ক্ষেত্রেও আগের নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত ফি প্রযোজ্য হতে পারে। ঘণঈ ঋবৎৎু-র টিকিট মোবাইল অ্যাপ, নির্দিষ্ট টিকিট মেশিন এবং অন্যান্য অনুমোদিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কেনা যায়। নতুন ভাড়া কার্যকর হওয়ার আগে নিয়মিত যাত্রীদের নিজেদের টিকিট বা পাসের মেয়াদ ও ব্যবহারের শর্ত যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিউইয়র্কে গণপরিবহনের ব্যয় নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যেই ফেরির এই নতুন ভাড়া কার্যকর হচ্ছে। প্রতিদিন ফেরিতে যাতায়াতকারী সাধারণ যাত্রীদের জন্য প্রতি ট্রিপে অতিরিক্ত ৫০ সেন্ট দিতে হলেও ১০ ট্রিপের পাস ব্যবহারকারীদের ভাড়া তুলনামূলকভাবে কম থাকবে।

# ৭১ বছর বয়সী সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

**নিউইয়র্ক**

ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কে একটি খোলা কুকুরের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ৭১ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে পার্কের ঊধংঃ উৎরাব ও ঊধংঃ ৮৪ঃয ঝঃৎববঃ-এর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ—ঘণচউ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল প্রায় ৮টা ১৮ মিনিটে ৭১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি ঊধংঃ উৎরাব দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি গোল্ডেন রিট্রিভার তার চলার পথে চলে আসে। কুকুরটির সঙ্গে সাইকেলের সংঘর্ষ হলে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। পড়ে গিয়ে তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত লাগে। জরুরি চিকিৎসাকর্মীরা তাকে দ্রুত NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center-এ নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যক্তির নাম তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করেনি পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর পর তার পরিচয় প্রকাশ করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ঘটনার সময় গোল্ডেন রিট্রিভারটি ষবধংয বা দড়িতে বাঁধা ছিল না বলে একাধিক প্রতিবেদনে পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে।

# যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের কাজের অনুমতির জন্য ৭০ হাজার ডলার ফি প্রস্তাব

**শিব্বীর আহমেদ,** *ওয়াশিংটন ডিসি*

যুক্তরাষ্ট্রে এফ-১ ভিসায় অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নতুন ফি আরোপের প্রস্তাব করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস)। প্রস্তাবিত নিয়ম কার্যকর হলে কোনো শিক্ষার্থীকে প্রথমবারের মতো পড়াশোনাসংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুক্ত করার সুপারিশ করার আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার ডলার ফি দিতে হবে। পরবর্তীবার একই কর্মসূচিতে যুক্ত করার ক্ষেত্রে দিতে হবে ৩০ হাজার ডলার।

ডিএইচএস জানিয়েছে, এই ফি আরোপের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচিতে জালিয়াতি ও অপব্যবহার কমানো, অভিবাসন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা জোরদার করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করা।

ডিএইচএসের এক মুখপাত্র বলেন, 'ঐচ্ছিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কখনোই মার্কিন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পেছনের দরজা, সস্তা শ্রমের জন্য ভর্তুকি কিংবা ব্যবস্থার অপব্যবহারকারীদের পুরস্কার হিসেবে তৈরি করা হয়নি।'

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, এফ-১ ভিসায় অধ্যয়নরত যোগ্য বিদেশি শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষার প্রধান বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত কাজে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। এ জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ প্রয়োজন হয়। এরপর শিক্ষার্থীকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার (ইউএসসিআইএস) কাছে কাজের অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়।

শিক্ষার্থীরা তাঁদের পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগে এবং পড়াশোনা শেষ করার পর–দুই সময়েই এই প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারেন। যোগ্য শিক্ষার্থীরা প্রতিটি শিক্ষাস্তরে সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত এই সুযোগ পান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনকারী যোগ্য শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ২৪ মাসের প্রশিক্ষণকাল বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারেন।

ডিএইচএস জানিয়েছে, শিক্ষার্থী ও বিনিময় দর্শনার্থী কর্মসূচি (এসইভিপি) এই ব্যবস্থায় জালিয়াতি ও অপব্যবহারের বিভিন্ন ঘটনা শনাক্ত করেছে। এসব ঘটনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়োগদাতা এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।

ডিএইচএসের ভাষ্য অনুযায়ী, কিছু ক্ষেত্রে সমস্যাযুক্ত কর্মস্থল এবং 'অর্থের বিনিময়ে অবস্থান ধরে রাখার' মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান নিয়মের অপব্যবহার করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের বৈধ অবস্থান বজায় রাখার জন্য এমন কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হন, যা কর্মসূচিটির নির্ধারিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কোনো এফ-১ শিক্ষার্থীকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করার আগে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে। শিক্ষার্থীর তথ্য শিক্ষার্থী ও বিনিময় দর্শনার্থী তথ্য ব্যবস্থায় (সেভিস) নথিভুক্ত করার আগেই এই অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

এরপর শিক্ষার্থী কাজের অনুমতির জন্য নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার কাছে আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফি পরিশোধ না করলে শিক্ষার্থীকে কাজের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ফি কোনো নির্দিষ্ট নিয়োগদাতার ওপর নির্ভর করবে না। কোনো অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন কোনো এফ-১ শিক্ষার্থীকে যেকোনো ধরনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করবে, তখনই ফি প্রযোজ্য হবে। আদায় করা অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

ডিএইচএস বলেছে, এই ফি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশের ক্ষেত্রে আরও কঠোরভাবে যাচাই ও তদারকিতে উৎসাহিত করবে। এর মাধ্যমে জালিয়াতি কমানো এবং কর্মসূচির নিয়ম যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

প্রস্তাবিত নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থানভিত্তিক অভিবাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাহী আদেশ ও প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন নির্দেশনার সঙ্গেও প্রস্তাবটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে জানিয়েছে ডিএইচএস।

প্রস্তাবিত নিয়মের বিষয়ে আগামী ৮ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হবে। প্রস্তাবের কাগজপত্রসংক্রান্ত অংশের জন্য আলাদাভাবে ৬০ দিনের মতামত গ্রহণের সময় থাকবে।

জনসাধারণ কীভাবে মতামত জানাতে পারবেন, সে বিষয়ে ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশনা দেওয়া হবে। মতামত গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ডিএইচএস প্রাপ্ত মতামত ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করবে। এরপর প্রয়োজন হলে প্রস্তাবিত নিয়মে পরিবর্তন আনা হতে পারে।

প্রস্তাবটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ফলে ৭০ হাজার ও ৩০ হাজার ডলারের প্রস্তাবিত ফি এখনো কার্যকর হয়নি। চূড়ান্ত নিয়ম প্রকাশ ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী বিদেশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বহাল থাকবে।

# অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক হারুন চৌধুরীকে দেখতে গেলেন বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ

**ভার্জিনিয়া**

বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক হারুন চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এবং তাঁর প্রতি সহমর্মিতা জানাতে সম্প্রতি একদল বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক ভার্জিনিয়ায় তাঁর বাসভবনে যান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন শিব্বীর আহমেদ, জেডআই রাসেল, শেখ সেলিম, সাদেক এম. খান এবং জুয়েল বড়ুয়া। তাঁরা ৭৭ বছর বয়সী সাবেক এই যুদ্ধকালীন কমান্ডারের সঙ্গে কিছু সময় কাটান এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। বয়সজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার কারণে বর্তমানে তিনি অনেকটাই ঘরবন্দি জীবনযাপন করছেন। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, হারুন চৌধুরী ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপসহ একাধিক দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। এসব শারীরিক জটিলতার কারণে তাঁর চলাফেরা অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের জন্য তাঁকে অন্যের সহায়তা নিতে হয়।

সাক্ষাতের সময় দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্কের নানা স্মৃতি এবং পুরোনো দিনের গল্প নিয়ে আলোচনা হয়। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সময় কাটান হারুন চৌধুরী। দীর্ঘদিনের পরিচিতজনদের এই সাক্ষাৎ তাঁর জন্য স্বস্তি ও মানসিক সমর্থনেরও উপলক্ষ হয়ে ওঠে। হারুন চৌধুরীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে তিনি ভারতের আগরতলার মেলাঘরে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরে তিনি সেক্টর-২-এর কে ফোর্সে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ও মেজর হায়দারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীনগর থানার এলাকায় পরিচালিত সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতার পর হারুন চৌধুরী সাংবাদিকতা ও লেখালেখিকে তাঁর পেশাগত জীবনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। দীর্ঘদিন তিনি সাপ্তাহিক ঠিকানা-এর ওয়াশিংটন, ডিসি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে পরিচিত ও সম্মানিত হয়ে ওঠেন। মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমার মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার ১৯৭১, যেখানে তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, এবং সাংবাদিকের সংবাদ, যেখানে সাংবাদিকতা-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ স্থান পেয়েছে। বই দুটি প্রকাশ করেছে অনন্যা প্রকাশনী। সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বাংলাদেশের জন্য হারুন চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধকালীন ত্যাগ এবং পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতা ও প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্য, সাংবাদিক এবং তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মীদের প্রতি এই প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক এবং তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানানোর আহ্বান জানান।

# মালয়েশিয়ায় প্রবাসীদের জন্য সুখবর বাড়ছে মজুরি

**প্রবাস ডেস্ক**

মালয়েশিয়ায় কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিদেশি কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। ২০২৭ সালের বাজেট ঘোষণায় মাসিক ন্যূনতম মজুরি এক হাজার ৭০০ রিঙ্গিত থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার রিঙ্গিত করার কথা জানানো হয়েছে। নতুন মজুরি ২০২৭ সালের জুন থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। সংসদে ২০২৭ সালের বাজেট উপস্থাপনের সময় এ ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম।

ঘোষণা অনুযায়ী, নতুন ন্যূনতম মজুরি কার্যকর হলে যোগ্য কর্মীরা মাসে অতিরিক্ত ৩০০ রিঙ্গিত পাবেন। সে হিসাবে বছরে বেতন বাড়বে তিন হাজার ৬০০ রিঙ্গিত। তবে নতুন মজুরি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য শর্ত বিবেচনায় নিতে হবে।

মালয়েশিয়ায় বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি বিভিন্ন খাতের কর্মসংস্থানে যুক্ত রয়েছেন। তাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির এ ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উৎপাদন, নির্মাণ, সেবা ও অন্যান্য শ্রমনির্ভর খাতে কর্মরত যেসব বিদেশি কর্মী ন্যূনতম মজুরি নীতির আওতায় রয়েছেন, তারা এর সুবিধা পেতে পারেন।

# আটলান্টিক সিটিতে প্রাণের আমেজে বিএএসজের মেজবান

**সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক সিটি**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে)-এর ঐতিহ্যবাহী মেজবান। ৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এ মেজবানকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। মেজবানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারজুড়ে ছিল প্রাণচাঞ্চল্য। কেউ ব্যস্ত ছিলেন রান্নার আয়োজনে, কেউ অতিথিদের আপ্যায়নে। ঐতিহ্যবাহী মেজবানি খাবারের ঘ্রাণে পুরো পরিবেশে যেন ফিরে এসেছিল বাংলাদেশের সেই চিরচেনা আবহ।

মেজবানে আটলান্টিক সিটি ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকার বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তারা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। খাবারের পাশাপাশি চলে গল্প, আড্ডা ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মূলধারার রাজনৈতিক নেতারাও অংশ নেন। প্রবাসের মাটিতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের এই আয়োজনকে ঘিরে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে তৈরি হয়েছিল এক টুকরো বাংলাদেশ। মেজবানি খাবারের স্বাদ, মানুষের উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিক মিলন–সব মিলিয়ে আটলান্টিক সিটিতেই যেন বসেছিল বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের আসর। আয়োজকরা মনে করেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেজবানের আয়োজন ঘিরে প্রবাসীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। দীর্ঘ সময় পর পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় অনেকের মধ্যেই তৈরি হয় আনন্দঘন পরিবেশ। মেজবানি খাবারের পাশাপাশি আড্ডা ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে আরও দৃঢ়? হয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের পারস্পরিক সম্পর্ক। আয়োজকদের প্রত্যাশা, ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক বন্ধনের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হবে।

বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক মেজবানে অংশগ্রহণ করেন। সফলভাবে মেজবান সম্পন্ন হওয়ায় তারা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

Scan for quote
PERFECT DAY AT COCOCAY®

# আরবি সহ ১৪ ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এসব ভাষার মধ্যে রয়েছে উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমিয়া, রুশ ও থাই।

২০২০ সালের ৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বইটি তখন পর্যন্ত প্রায় ১৪টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আরও কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের জুনে।

একই সময়ে বইটির ইংরেজি সংস্করণ ‘দ্য আনফিনিশড মেমোয়ার্স’ (The Unfinished Memoirs) প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে থাকা অবস্থায় ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে আত্মজীবনী লেখার কাজ শুরু করেন। তাঁর হাতে লেখা চারটি খাতা উদ্ধার হওয়ার পর সেগুলোর ভিত্তিতে বইটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়। বইটিতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম, শৈশব, পারিবারিক পরিচয়, শিক্ষাজীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, কলকাতা ও বিহারের দাঙ্গা, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং পাকিস্তানি শাসনামলের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ রয়েছে।

প্রথম দিকের বিদেশি অনুবাদের মধ্যে ছিল ইংরেজি, চীনা ও জাপানি ভাষার সংস্করণ।

জাপানি সংস্করণের অনুবাদক ছিলেন জাপান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (এনএইচকে) বাংলা বিভাগের কাজুহিরো ওয়াতানাবে। জাপানের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আশাহি সোতেন বইটি প্রকাশ করে। উর্দু সংস্করণের নাম ‘আধুরি ইয়াদেঁ’ পাকিস্তানের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (Oxford University Press) থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত একটি সংস্করণে অনুবাদক হিসেবে ইয়াওয়ার আমানের নাম পাওয়া যায়।

২০১৬ সালের ১১ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র আরবি সংস্করণের একটি কপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন ফিলিস্তিনের

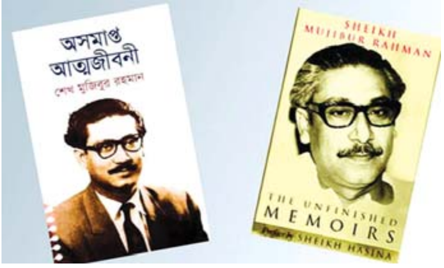


পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. রিয়াদ এন. এ. মালকি। ফিলিস্তিন বইটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছে। আরবি সংস্করণের অনুবাদক ছিলেন ফিলিস্তিনি অনুবাদক মোহাম্মদ দিবাজাহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মারুফ অনুবাদটি সম্পাদনা করেন।

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে অনুবাদটি করা হয়।

২০১৭ সালে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র ফরাসি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান জিংকো এডিটর (এরহশমড় Éditeur) বইটি প্রকাশ করে। ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন অধ্যাপক ফ্রান্স ভট্টাচারিয়া। ফরাসি সংস্করণটি প্যারিসের স্যালন লিভর (ঝধষড়হ ফঁ খরাৎব) বইমেলায় পাওয়া যায়।

এরপর বইটির হিন্দি, স্প্যানিশ, তুর্কি, নেপালি, অসমিয়া ও রুশ ভাষার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র স্প্যানিশ সংস্করণ উন্মোচন করেন। ওই সময়ের প্রতিবেদনে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, চীনা, জাপানি, ফরাসি, উর্দু, আরবি ও স্প্যানিশ ভাষার সংস্করণের কথা উল্লেখ করা হয়।

নেপালি সংস্করণের নাম ‘তি আধুরা সংস্মরণহারু’ নেপালের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ও সাবেক সার্ক মহাসচিব অর্জুন বাহাদুর থাপা এবং অধ্যাপক মহেশ পৌড়েল অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২০২০ সালের ৭ অক্টোবর ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রায় ১৪টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

২০২২ সালের আগস্টে থাই ভাষায় ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র অনুবাদ প্রকাশিত হয়। থাইল্যান্ডের চুলালংকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া স্টাডি সেন্টার এবং ব্যাংককে বাংলাদেশ দূতাবাস যৌথভাবে থাই সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

থাই সংস্করণ প্রকাশের সময় জানানো হয়, এর আগে বইটি ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমিয়া ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

চুলালংকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া স্টাডি সেন্টারের পরিচালক সহকারী অধ্যাপক ড. জিরাইউদ সিন্থুফানের নেতৃত্বে থাই ভাষার অনুবাদক দল কাজ করে। ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট থাই সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

এ হিসাবে বাংলা মূল সংস্করণের সঙ্গে ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমিয়া, রুশ ও থাই–এই ১৩টি ভাষার সংস্করণ মিলে মোট ১৪টি ভাষায় বইটির সংস্করণের তথ্য পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র মারাঠি সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

২০২১ সালের ১২ অক্টোবর মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের উদ্যোগে মারাঠি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মারাঠি সংস্করণের নাম ‘অপূর্ণ আত্মকথা’।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন তালিকায় আরও কয়েকটি ভাষার নাম পাওয়া গেলেও সেসব সংস্করণের প্রকাশকাল, প্রকাশক ও অনুবাদসংক্রান্ত তথ্য সব ক্ষেত্রে একরকম নয়।

২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইটি প্রায় ১৪টি ভাষায় অনূদিত হওয়ার কথা জানান। পরবর্তী সময়ে থাই ও মারাঠি ভাষায় নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংস্করণের সংখ্যা ও ভাষার তালিকায় পার্থক্য দেখা যায়। বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র ব্রেইল সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০ সালের ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছয় খণ্ডে প্রকাশিত ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন।

Sandals
CREATING MEMORIES
JAMAICA | ANTIGUA | SAINT LUCIA | THE BAHAMAS | GRENADA | BARBADOS | CURAÇAO

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪১
২৪ আশ্বিণ ১৪৩৩ ■ ২৮ রবিউস সানি ১৪৪৮
৯ অক্টোবর ২০২৬ ■ শুক্রবার

জ্যাকসন হাইটসের নির্বাচনী সভায় নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন

# রাশিয়ায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে গবেষকের মৃত্যু

## কোয়ারেন্টাইনে প্রায় ২০০ জন

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক**

রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে একটি সংক্রামক রোগ গবেষণাগারের কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। নিউমোনিক প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হলেও রুশ কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করেছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও যুক্তরাষ্ট্র।

নিহত গবেষকের নাম দারিয়া শিপিলোভা (২৮)। তিনি ইরকুতস্ক অঞ্চলের একটি প্লেগ প্রতিরোধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর গুরুতর নিউমোনিয়া নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। ১ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রায় ২০০ ব্যক্তিকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। কয়েকটি হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনসহ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রাথমিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, গবেষণাগারে বিপজ্জনক জীবাণুর সংস্পর্শে এসে

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

# ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী

**নিউ ইয়র্ক**

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে “পরিবর্তনের শ্লোগান’ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী “কুনু-ফিরোজ’প্যানেলের উদ্যোগে নিউইয়র্ক বসবাসরত বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীর পক্ষ থেকে মতবিনিময় সভা ও নির্বাচনী সমাবেশ হয়েছে। সভায় নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

## ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসীর প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত

# পুরনো নামেই চলবে সংগঠন তিনটি সাব কমিটি গঠিত

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসীর অ্যাডহক কমিটির প্রথম সভা রোববার, ০৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানির পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল আবরার। সঞ্চালনা করেন অ্যাডহক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগর। সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকলে একমত হন যে, কক্সবাজার এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা নামে যে কর্পোরেশন রয়েছেন সেটির অধীনেই পরিচালিত হবে সংগঠন। এ

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

# কাজী আজিজুল হক খোকনের রহস্যজনক মৃত্যু

**উইয়র্ক প্রতিনিধি**

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ কাজী আজিজুল হক খোকন (৫৭) মারা গেছেন। গত ৩ অক্টোবর কুইন্সের রিচমন্ড হিল এলাকায় তাঁর মরদেহ উদ্ধারের পাঁচ দিন পর বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) স্বজনের মাধ্যমে পরিচয়

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

## নিউইয়র্কের জ্যামাইকায়

# বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখা

**নিউইয়র্ক**

যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখতে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখা চালু করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। গত ২ অক্টোবর জ্যামাইকায় সংগঠনটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন শাখাটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখার উদ্যোগ; ব্রঙ্কস ও উডসাইডেও শাখা খোলার পরিকল্পনা

## নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে

# ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

**নিউইয়র্ক**

নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী “ সেলিম-আলী’ প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করাহয়েছে। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও প্যানেলের প্রার্থীদের উপস্থিতিতে দোয়ামাহফিলের মধ্যদিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ওজনপার্কের ১০১ এভিনিউর উপর নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় আল আমানমসজিদের ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলাম। দোয়ায় সোসাইটির সাবেকসভাপতি কামাল আহমেদ

সহ পরলোকগত সকল মুসলিমের বিদেহীআত্নার মাগফেরাত কামনা এবং ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের জিয় কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহাব উদ্দিন চৌধুরী। সভায়কমিউনিটি নেতৃবৃন্দর মধ্যে ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা বাবর আলী, প্রধান উপদেষ্টা ছমির উদ্দিন, বিয়ানীবাজার

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

# সরকারি কর্মকর্তা সেজে ৫১ হাজার ডলার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

**টেনেসি**

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে এক প্রবীণের কাছ থেকে ৫১ হাজার ডলারের বেশি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বাংলাদেশি নাগরিক আবু সালেহকে (৪৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জর্জিয়ার আটলান্টার

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

# ১৯ অক্টোবর থেকে বাড়ছে এনওয়াইসি ফেরির ভাড়া

## ▣ একক যাত্রার টিকিট ৫ ডলার

**নিউইয়র্ক**

নিউইয়র্ক সিটির জলপথে চলাচলকারী যাত্রীদের জন্য বাড়ছে NYC Ferry-i ভাড়া। আগামী ১৯ অক্টোবর ২০২৬ থেকে নতুন ভাড়া কার্যকর হবে। নতুন কাঠামোয় সাধারণ যাত্রীদের একমুখী বা single-ride টিকিটের দাম ৪.৫০ ডলার থেকে বেড়ে ৫ ডলার হবে। তবে নিয়মিত যাত্রীদের জন্য তুলনামূলক কম খরচে যাতায়াতের সুযোগ রাখা হয়েছে। ১০ ট্রিপের পাসের দাম ২৯ ডলার থেকে বেড়ে ৩০ ডলার হবে। অর্থাৎ এই পাস ব্যবহার করলে প্রতিটি যাত্রায় খরচ পড়বে ৩ ডলার।

নিউইয়র্ক সিটির Economic Development Corporation (NYCEDC) পরিচালিত ফেরি নেটওয়ার্ক ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইন্স, ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ

▼

নিয়মিত যাত্রীদের ১০ ট্রিপের পাসে ভাড়া পড়বে ৩ ডলার করে

নতুন কাঠামোয় সাধারণ যাত্রীদের একমুখী বা single-ride টিকিটের দাম ৪.৫০ ডলার থেকে বেড়ে ৫ ডলার হবে

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?
RingGrid নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

Only 19.99* per Month per user
CALL NOW
888-383-7188
http://ringgrid.com
*Tax and 3 years contract required.
Adress: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

**প্রধান সম্পাদক:** শিব্বির আহমেদ, প্রকাশক ও সম্পাদক: মো মশিউর রহমান মজুমদার। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইর্য়ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com